তাওহীদের মর্মকথা

শাইখ্ আবদুর রহমান বিন্ নাসের আস্ সা'দী

তাওহীদের মর্মকথা

www.bjilibrary.com

তাওহীদের মর্মকথা

শাইখ আবদুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী

القول السديد

للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى

ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ-এর
সহযোগিতায় দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

www.bjilibrary.com

তাওহীদের মর্মকথা

মূল

শাইখ আবদুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী

অনুবাদ

এ, কে, এম, আবদুর রশীদ
এম, এম, (ঢাকা) লেসান্স (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদনা

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

www.bjilibrary.com

তাওহীদের মর্মকথা
শাইখ আবদুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী
অনুবাদঃ এ, কে, এম, আবদুর রশীদ
সম্পাদনাঃ আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

প্রকাশক
দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
জিলহজ্জ, ১৪১৪ হিঃ
মে, ১৯৯৪ ইং

বাধাই
তানিয়া বুক বাইন্ডিং
২৩/২, পূর্ণচন্দ্র বানার্জি লেন (শিং টোলা)
ঢাকা-১১০০।

কম্পিউটার কম্পোজ
আশা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫, ওয়ারলেস রেল গেইট,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

পেশ কালাম

অনুবাদকের কথা

ভূমিকা

১ম অধ্যায় ঃ তাওহীদ ১৭

২য় অধ্যায় ঃ তাওহীদের মর্যাদা ২৩

৩য় অধ্যায় ঃ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে ২৯

৪র্থ অধ্যায় ঃ শিরক সম্পর্কীয় ভীতি ৩৪

৫ম অধ্যায় ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রতি সাক্ষ্য দানের আহবান ৩৭

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা ৪৩

৭ম অধ্যায় ঃ বালা-মুসীবত দূর করার জন্য রিং,
তাগা ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক ৪৮

৮ম অধ্যায় ঃ ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ কবজ ৫২

৯ম অধ্যায় ঃ গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত
হাসিল করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৫৬

১০ম অধ্যায় ঃ গাইরুল্লহর উদ্দেশ্যে যবেহ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৬১

১১তম অধ্যায় ঃ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহর স্থানে আল্লাহর
উদ্দেশ্যে যবেহর করা নিষিদ্ধ ৬৬

১২তম অধ্যায় ঃ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে মান্নত করা নিষিদ্ধ ৬৯

১৩তম অধ্যায় ঃ গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া যাবে না ৭০

১৪তম অধ্যায় ঃ গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শরীয়ত সম্মত নয় ৭১

১৫তম অধ্যায় ঃ তাওহীদের মর্মকথা ৭৫

১৬তম অধ্যায় ঃ ৮০

১৭তম অধ্যায় ঃ শাফায়াত ৮৪

১৮তম অধ্যায় ঃ একমাত্র আল্লাহই হেদায়েতের মালিক ৮৯

১৯তম অধ্যায় ঃ নেককার পীর বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে
সীমালংঘন করার পরিণতি ৯৩

২০তম অধ্যায় ঃ নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এবাদত করার পরিণতি ৯৮

www.bjilibrary.com

২১তম অধ্যায় ঃ নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘনের পরিণতি ১০৪
২২তম অধ্যায় ঃ তাওহীদের হেফাযত ও শিরক নির্মূলের ক্ষেত্রে নবী মুস্তাফা (সঃ) এর অবদান ১০৬
২৩তম অধ্যায় ঃ মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পুজা করবে ১০৯
২৪তম অধ্যায় ঃ যাদু ১১৫
২৫তম অধ্যায় ঃ যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভুক্ত বিষয় ১১৭
২৬তম অধ্যায় ঃ গনক ১২০
২৭তম অধ্যায় ঃ নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু ১২৩
২৮তম অধ্যায় ঃ কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ ১২৫
২৯তম অধ্যায় ঃ জ্যোজিবির্দ্যা সম্পর্কীয় শরীয়তের বিধান ১৩০
৩০তম অধ্যায় ঃ নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা ১৩২
৩১তম অধ্যায় ঃ ১৩৬
৩২তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর ভয় ১৪১
৩৩তম অধ্যায় ঃ তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরশা ১৪৫
৩৪তম অধ্যায় ঃ ১৪৮
৩৫তম অধ্যায় ঃ তাকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অংগ ১৫২
৩৬তম অধ্যায় ঃ রিয়া প্রসংগে শরীয়তের বিধান ১৫৫
৩৭তম অধ্যায় ঃ নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শিরক ১৫৮
৩৮তম অধ্যায় ঃ অন্ধভাবে আলেম বুজুর্গদের আনুগত্য করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান ১৬০
৩৯তম অধ্যায় ঃ ১৬৪
৪০তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী অস্বীকারকারীর পরিণাম ১৬৭
৪১তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম ১৬৯
৪২তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা ১৭১
৪৩তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম ১৭৫
৪৪তম অধ্যায় ঃ 'আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা ১৭৭
৪৫তম অধ্যায় ঃ যমানাকে গালি দেয়ার পরিণতি ১৮০

www.bjilibrary.com

৪৬তম অধ্যায় ঃ কাযীউল কুযাত মেহাবিচারক নামকরণ প্রসংগ ১৮২
৪৭তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর সম্মানার্থে শিরকী নামের পরিবর্তন ১৮৪
৪৮তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর যিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল-তামাশা করা প্রসংগ ১৮৫
৪৯তম অধ্যায় ঃ ১৮৮
৫০তম অধ্যায় ঃ ১৯৩
৫১তম অধ্যায় ঃ আল্লাহ তায়ালার আসমায়ে হোসনা ১৯৬
৫২তম অধ্যায় ঃ আস্‌সালামু আলাল্লাহ বলার হুকুম ১৯৯
৫৩তম অধ্যায় ঃ 'হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ কর' প্রসংগ ২০০
৫৪তম অধ্যায় ঃ 'আমার দাস দাসী' বলা যাবে না ২০২
৫৫তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা ২০৪
৫৬তম অধ্যায় ঃ 'বি ওয়াজহিল্লাহ' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই চাওয়া যাবে না ২০৬
৫৭তম অধ্যায় ঃ বাক্যের মধ্যে 'যদি' ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা ২০৭
৫৮তম অধ্যায় ঃ বাতাসকে গালি দেয়া যাবে না ২১০
৫৯তম অধ্যায় ঃ ২১২
৬০তম অধ্যায় ঃ তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি ২১৫
৬১তম অধ্যায় ঃ ছবি অংকনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম ২১৯
৬২তম অধ্যায় ঃ অধিক কসম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ২২২
৬৩তম অধ্যায় ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী সম্পর্কিত বিবরণ ২২৫
৬৪তম অধ্যায় ঃ আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি ২২৮
৬৫তম অধ্যায় ঃ সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না ২২৯
৬৬তম অধ্যায় ঃ রাসূল (সঃ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ ও শিরকের মূলোৎপাটন ২৩১
৬৭তম অধ্যায় ঃ মানুষ আল্লাহ তাআ'লার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরোপনে অক্ষম ২৩৩

www.bjilibrary.com

পেশ কালাম

القول السديد (আল-কাওলুস সাদীদ) বইখানা অষ্টাদশ শতাব্দীর মুজতাহিদ, শিরক-বিদয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের التوحيد كتاب নামক বইখানার ব্যাখ্যাও শরাহ, ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক আল্লামা সেখ আবদুর রহমান বিন নাসের ব্যাখ্যা মূলক এই বইখানা লিখেন। তাওহীদ মুমেনদের জন্য একমাত্র বুনিয়াদী আক্বীদা, খালেস তওহীদের পরিস্কার ধারণা ও উহার উপরে পূর্ণাঙ্গ আস্থাই হল সব আমল আল্লাহর দরবারে গৃহিত হওয়ার মূল চাবী-কাঠি। এ দৃষ্টিতে القول السديد বইখানার গুরুত্ব অপরিসীম। ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বইখানা দারুল আরাবীয়া কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। আশা করি এই বইখানা তওহীদের তা'লীম ও শিরক-বিদয়াত উচ্ছেদে যথার্থ ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন ॥

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

চেয়ারম্যান

দারুল আরাবিয়া, বাংলাদেশ

তাং জিলহজ্জ, ১৪১৪হিঃ

মে, ১৯৯৪ইং

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বোত্তম সৃষ্টি। এ সর্বোত্তম সৃষ্টির চিরকল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তাআ'লা তাকে দান করেছেন সর্বোত্তম পথ তথা 'আল-ইসলাম'। এ পথই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীম। নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ছিল এ সিরাতে মুস্তাকীমের তথা 'আল-ইসলামের' বাস্তব চিত্র।

ইসলামের সুমহান শাশ্বত জীবনাদর্শকে পুতঃপবিত্র রাখার জন্য যুগে যুগে বহু মর্দেমুজাহিদ বিরামহীন সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কালের আবর্তে নিশব্দ নিশাচরের পদচারনার মত অতি সুক্ষ্মভাবে অনেক কুসংস্কার শিরক ও বিদয়াত অনুপ্রবেশ করে ইসলামের পবিত্রতাকে বাহ্যিকভাবে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করেছে। এরফলে মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন সময় সৃষ্টি হয়েছে অনেক মতভেদ ও সংঘাতের। এসব মতভেদ ও সংঘাতের আবার অবসান ও ঘটেছে মর্দেমুমিন ও মুজাহিদ মনীষীগণের ক্ষুরধার লিখনী এবং সংস্কার মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে। القول السديد তথা 'তাওহীদের মর্মকথা' বইটি এ ধারাবাহিকতারই বলিষ্ঠ সংযোজন। এ বইটি মূলতঃ হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সমাজ সংস্কারক, মুজাহিদ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) এর লেখা "كتاب التوحيد" "কিতাবুত্তাওহীদ" এরই ব্যাখ্যা।

ঈমান ও আক্বীদা একজন মুমিন বান্দাহর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমান ও আক্বীদার দ্বারাই একজন মুমিনের আচার-আচরণ, আমল ও আখলাক নিয়ন্ত্রিত হয়। শিরক মিশ্রিত যে কোন আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর দরবারে তা প্রত্যাখ্যাত। তাই একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তার ঈমান, আক্বীদা ও যাবতীয় আমলকে শিরকমুক্ত রাখা, যাতে তার কোন আমল বরবাদ না হয়।

www.bjilibrary.com

মুসলিম সমাজে এমন অনেক রুসুম-রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক ও বেদআতের অন্তর্ভুক্ত। এসব রুসুম-রেওয়াজ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং সমাজ থেকে তা উচ্ছেদ করা প্রতিটি মুমিন বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য।

এ বইটিতে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদআত গুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এ বইটির বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব অর্পন করার জন্য সৌদী আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান মুহতারাম মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসূফ সাহেবের দক্ষ হস্তের পরশ বইটির মান ও সৌন্দর্যকে অধিকতর বৃদ্ধি করেছে বিধায় আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআ'লার দরগাহে এ মোনাজত করি তিনি যেন আমাদের ঈমান, আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সাইয়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সরল ও সঠিক পথ প্রর্দশন করেন, মুসলিম উম্মাহকে যেন যাবতীয় শিরক, বিদআ'ত ও কুসংস্কার থেকে হেফাজত করেন। পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ লাভের জন্য আমাদের এ সামান্য প্রচেষ্টাকে যেন কবূল করেন। আমীন ॥

তাং জিলহজ্জ, ১৪১৪হিং — **এ, কে, এম, আবদুর রশীদ**

মে, ১৯৯৪ইং

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তাঁরই গুণ গাই এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে তাওবা করি। আমাদের নফসের অনিষ্টতা এবং আমাদের বদ-আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আবার যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁরই বান্দাহ এবং রাসূল।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ "কিতাবুত্তাওহীদ" এর উপর ইতিপূর্বে একটি বিষয় ভিত্তিক পর্যালোচনামূলক বই লিখেছি। এর দ্বারা কর্মব্যস্ত মানুষ এবং শিক্ষকতায় নিয়োজিত লোকদের যথেষ্ট উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়েছে। কারণ এতে ছিল বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। অতঃপর এর চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এ বই পূণর্মুদ্রণ ও প্রচার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এবার 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের' সংক্ষিপ্ত আক্বীদা এবং এর মৌলিক ও আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো ভূমিকায় পেশ করার বিষয়টি আমার কাছে সমীচীন বলে মনে হচ্ছে। তাই আল্লাহর সাহায্য কামনার মাধ্যমে তা পেশ করছি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা এই যে, তারা আল্লাহ, তাঁর সমুদয় ফিরিস্তা, তাঁর ঐশী গ্রন্থাবলী, সকল রাসূল, পরকাল এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান রাখে।

তারা স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র রব, ইলাহ এবং মাবু'দ। পূর্ণাঙ্গ কামালিয়াতের দ্বারা তিনি একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই নিষ্ঠার সাথে তারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে।

তারা বলে, একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন সবকিছুর স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপকার, রিজিকদাতা, কোন কিছু দানকারী, নিষেধকারী এবং পরিকল্পনাকারী। তিনিই ইলাহ এবং আকাংখিত একক মা'বূদ। তিনিই সেই প্রথম সত্তা যার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তিনিই সর্বশেষ সত্তা যার পরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। তিনিই 'যাহের' যার উর্ধ্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনিই 'বাতেন' যিনি ছাড়া চিরন্তন কোন সত্তা নেই।

তিনি সকল অর্থ ও বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ জাত, মর্যাদা ও শক্তির দিক থেকে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। তিনি মহান আরশে এমনিভাবে সমাসীন যেমনটি তাঁর আজমত, জালালত এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য শোভনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর জ্ঞান জাহের, বাতেন এবং উর্ধ্বালোক ও অধঃজগতকে বেষ্টন করে রেখেছে। জ্ঞানের দ্বারা তিনি বান্দাহর সাথেই রয়েছেন। বান্দাহদের সকল অবস্থা তিনি জানেন। তিনি বান্দাহদের অতি নিকটে রয়েছেন। তাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন।

www.bjilibrary.com

তিনি সর্বোতভাবে সমস্ত সৃষ্টি জগতের কাছে মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত। কিন্তু সদা-সর্বদা সৃষ্টি জগতের সবকিছুই নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে এবং প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে তাঁর মুখাপেক্ষী। কেউ কোন মুহূর্তের জন্যও তাঁর দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে না। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান। দ্বীন ও দুনিয়ার যে কোন নেয়ামত তাঁরই কাছ থেকে আগমন করে। আবার যে কোন দুঃখ তিনিই দূর করেন। তিনিই কল্যাণ দানকারী এবং দুঃখ লাঘবকারী।

তাঁর করুণার নিদর্শন স্বরূপ তিনি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বান্দাহদেরকে তাদের প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছে পেশ করতে বলেন। তিনি বলতে থাকেন, আমাকে ডাকার মত কে আছে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার মত কে আছে? আমি তাকে দান করবো। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মত কে আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। ফজর পর্যন্ত এভাবে তিনি ডাকতে থাকেন। তিনি তাঁর মর্জি মোতাবেক আকাশে অবতরণ করেন এবং নিজ ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করেন। "কোন কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সব কিছুই দেখেন এবং শুনেন।"

তারা বিশ্বাস করে যে, তিনিই একমাত্র হাকীম [মহা কৌশলী]। তাঁর 'শরীয়ত' ও নির্ধারিত 'তাকদীর' উভয় ক্ষেত্রে মহা কৌশল নিহিত আছে। কোন কিছুই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। একমাত্র কল্যাণ ও কৌশলের স্বার্থেই শরীয়তের বিধান দান করেছেন।

তিনি তাওবা কবুলকারী, মার্জনাকারী এবং ক্ষমাশীল। বান্দাহদের তাওবা তিনি কবুল করেন এবং তাদের অন্যায়গুলোকে ক্ষমা করে দেন। যারা তাওবা করে, ক্ষমা চায় এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের বড় বড় গুনাহকে তিনি ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি সামান্য আমলের মাধ্যমেও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তার শুকরিয়া তিনি গ্রহণ করেন। আর শুকরিয়া জ্ঞাপনকারীদের জন্য তিনি তাঁর করুণা আরো বৃদ্ধি করে দেন।

তারা আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা এমনভাবে করে, যেভাবে আল্লাহ নিজে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং রাসূল (সঃ) যেভাবে তাঁর জাত-সত্তা সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। যেমন ঃ

(১) হায়াতে কামেলা [অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন], শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি শক্তি, পরিপূর্ণ কুদরত, মহত্ব, বড়ত্ব, মাজদ, জালালত, সৌন্দর্য ও নিরঙ্কুশ প্রশংসার অধিকারী হওয়া।

(২) কর্মগুণ ঃ যা তাঁর ইচ্ছা ও কুদরতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ঃ রহমত, সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি এবং কথা বলার গুণ। তিনি কথা বলেন। যা ইচ্ছা তাই করেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করেন। তাঁর কথা নিঃশেষ হয় না, ধ্বংস হয় না। কুরআন আল্লাহর কালাম কিন্তু "মাখলুক" নয়। এ কালামের সুচনা হয়েছে তাঁরই কাছ থেকে। আবার তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।

(৩) আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা করেই ছাড়েন। তাঁর এ সিফাত বা গুণ ছিল, আছে এবং থাকবে। যা ইচ্ছা করেন তাই বলেন, 'কদরী' 'শরয়ী' এবং 'জাযায়ী' অর্থাৎ

www.bjilibrary.com

তাকদীর, শরীয়ত ও 'পরিনামের' বিধান মোতাবেক তিনি তাঁর বান্দাহদের উপর হুকুম জারি করেন। একমাত্র তিনিই হচ্ছেন হুকুমদাতা প্রভূ। তিনি ছাড়া সবাই চাকর ও হুকুমের তাবেদার। তাই তাঁর রাজত্ব ও হুকুমের বাইরে যাওয়ার কোন অবকাশ বান্দাহর নেই।

তারা কুরআনে কারীমে নাযিলকৃত সব কিছুই বিশ্বাস করে। এর সাথে সাথে সহীহ সুন্নতকেও বিশ্বাস করে। মুমিনগণ আখেরাতে প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআ'লাকে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শন লাভের নেয়ামত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে যে বিজয় অর্জিত হবে তার চেয়ে বড় নেয়ামত, ও সুখানুভূতি আর কিছুই নেই।

যারা ঈমান ও তাওহীদ ব্যতীত মৃত্যু বরণ করবে তারা চির জাহান্নামী হবে। পক্ষান্তরে ঈমানদার ব্যক্তি যদি কবীরা গুনাহ করে বিনা তাওবায় মৃত্যু বরণ করে, গুনাহ মাফ ও শাফাআ'তের কোন উপায় না থাকে, তবে জাহান্নামে গেলেও সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে না। বিন্দু পরিমান ঈমান অন্তরে থাকলেও একদিন না একদিন জাহান্নাম থেকে বের হবেই।

অন্তরের আক্বীদা ও আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকল্যাপ এবং মুখের কথাও এর মধ্যে শামিল। পরিপূর্ণরূপে যে ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাবে সেই সত্যিকারের মুমিন, সেই সওয়াবের অধিকারী হবে এবং শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হক আদায়ের ব্যাপারে যে যতটুকু কম দায়িত্ব পালন করবো তার ঈমানও ততটুকু হ্রাস পাবে। এ কারণেই আনুগত্য ও কল্যাণমূলক কাজের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় পক্ষান্তরে নাফরমানী ও অন্যায়মূলক কাজের মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায়।

তাদের মৌলিক নীতি হলো দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণমূলক কাজে চেষ্টা সাধনা করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। তাই কল্যাণমূলক কাজে তারা খুবই আগ্রহ রাখে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়।

এমনিভাবে তারা তাদের যাবতীয় আচার-আচরণে পূর্ণ ইখলাসের পরিচয় দেয়। ইখলাসের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে। মা'বূদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং রাসূলের অনুসরণের জন্য উক্ত ইখলাসকে আল্লাহর জন্যই নিবেদন করে। মুমিনদেরকে তারা নসীহত করে সঠিক পথ অনুসরণ করার জন্য।

তারা আরো সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁরই রাসূল। হেদায়াত এবং দ্বীনে হক দিয়ে তাঁকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয় অর্জন করার জন্য। তিনি সর্বশেষ নবী। মানুষ ও জ্বিন জাতির কাছে সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশেই তিনি 'দায়ী ইলাল্লাহ' হিসেবে এবং উজ্জল প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিজগৎ যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাঁর রিযিকের মাধ্যমে তাঁর ইবাদতের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করে।

www.bjilibrary.com

তারা জানে যে, মুহাম্মদ (সঃ) ই হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বোত্তম উপদেশ দাতা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তাই তারা তাঁকে সম্মান করে এবং ভালবাসে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের মুহব্বতের উপর তাঁর মুহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়। দ্বীনের মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তারা তাঁর আনুগত্য করে।

তারা যে কোন মানুষের কথা ও হেদায়াতের উপর তাঁর কথা ও হেদায়াতকে অগ্রাধিকার দেয়।

তারা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে যে মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য, কামালিয়াত বা পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন অন্য কারো জন্য তা দান করেন নি। তিনি মান ও মর্যাদার দিক থেকে গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। সকল মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে তিনি পরিপূর্ণ। উম্মতের জন্য এমন কোন কল্যাণ নেই যা তিনি দেখিয়ে যাননি। এমন কোন অকল্যাণও নেই যার ব্যাপারে তিনি তাদেরকে শতর্ক করে দেননি।

এমনিভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত সকল আসমানী কিতাবকে তারা বিশ্বাস করে। আল্লাহর প্রেরিত সকল রাসূলকে তারা বিশ্বাস করে। কোন নবীর মধ্যে তারা পার্থক্য করে না [কাউকে খাট করে দেখে না]।

তারা তাকদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। তারা বিশ্বাসকরে যে, বান্দাহর ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজ আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন। তারা মনে করে যে তাকদীরের লিখন সংঘটিত সকল কাজের উপর প্রয়োগ হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা এতে কাজ করেছে। কোন না কোন হিকমত এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। বান্দাহর জন্য তাকদীর এবং ইচ্ছা উভয়টাই সৃষ্টি করা হয়েছে। এর দ্বারাই তাদের ইচ্ছা মোতাবেক তাদের কথা-বার্তা ও কর্ম-কান্ড সংঘটিত হয়। কোন ব্যাপারেই তাদেরকে জবরদস্তি করা হয় না। বরং তারা এ ব্যাপারে স্বাধীন। মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা ঈমানকে ভালবাসার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন, এবং ঈমানকে তাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফরী, অশ্লীলতা, নাফরমানীকে তাদের অন্তরে ঘৃণার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন। এটা মূলতঃ তাঁরই ন্যায় নীতি ও হিকমতের অংশ।

· আহলে সুন্নাতের আরো একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে, তারা বিশ্বাস করে, নসীহত হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তারা শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্বানুযায়ী "আমর বিল মা'রূফ" এবং "নাহি আনিল মুনকার" এর কাজ করে। তারা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেয়। প্রতিবেশী, অধীনস্ত চাকর-বাকর ও কর্মচারী এবং তাদের উপর যারই অধিকার আছে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। এমন কি গোটা সৃষ্টিকুলের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়।

তারা উন্নত ও মহৎ চরিত্রের দিকে আহবান জানায়। খারাপ ও দুশ্চরিত্রের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, ঈমান ও ইয়াক্বীনের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হচ্ছে তারা, যারা আমল ও আখলাকের দিক থেকে সবচেয়ে

www.bjilibrary.com

উত্তম, কথায় সবচেয়ে সত্যবাদী, কল্যাণ ও মর্যাদার দিক থেকে বেশী নিকটবর্তী আর দুঃশ্চরিত্র থেকে দূরবর্তী।

তারা শরীয়তের বিধান জারী করার ব্যাপারে তাদের রাসূলের কাছ থেকে যে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দাবী অনুযায়ী অপরকে আদেশ দেয় এবং তার বিভ্রান্তি ও ত্রুটির ব্যাপারে শতর্ক করে দেয়।

তারা মনে করে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' হচ্ছে দ্বীনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। জিহাদ হতে হবে কখনো জ্ঞান ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আবার কখনো অস্ত্রের মাধ্যমে। স্বীয় সামর্থ ও শক্তি অনুযায়ী দ্বীনের পক্ষে জিহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।

তাদের আরো একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা এবং মুসলমানদের পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে জোরদার করার জন্য প্রচেষ্টা করা। সাথে সাথে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, হানা-হানি, হিংসা-বিদ্বেষ এবং এমন সব কর্মকান্ডের ব্যাপারে শতর্ক থাকা যেগুলো নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

তাদের মূলনীতির আরো একটি দিক হচ্ছে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান ও অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাউকে কষ্ট না দেয়া, আর যাবতীয় আচার-আচরণের মধ্যে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার কায়েম করা। এতেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টির প্রতি ইহসান ও মর্যাদা।

তারা আরো বিশ্বাস করে, সর্ব শ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতি হচ্ছে 'উম্মতে মুহাম্মদী'। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যদার অধিকারী হচ্ছেন রাসূল (সঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম। বিশেষ করে খেলাফায়ে রাশেদীন, জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম, বদর যুদ্ধে এবং বাইয়া'তে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী সাহাবায়ে কেরাম। তারা সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসে। তারা তাঁদের ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করে এবং তাঁদের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে চুপ থাকে।

হেদায়াতের কাজে নিয়োজিত ওলামায়ে কেরাম এবং ন্যায়-পরায়ণ ইমামদেরকে সম্মান করার বিষয়টিকে তারা দ্বীনের কাজ মনে করে। মুসলমানদের মধ্যে যাদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে তাদেরকেও তারা ইজ্জত করে। তারা তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে এই দোয়া করে, তাদেরকে যেন সংশয়, শিরক, বিচ্ছিন্নতা, মোনাফিকী, এবং চারিত্রিক অনিষ্টতা থেকে তিনি হেফাজত করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদেরকে যেন তাঁদের নবীর দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল রাখেন।

এই মৌলিক নীতিমালাকে তারা বিশ্বাস করে। এগুলোকেই তাদের আক্বীদার অংশ মনে করে এবং এগুলোর প্রতিই মানুষকে আহবান জানায়।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

১ম অধ্যায় ঃ
তাওহীদ

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

وماخلقت الجن والانس الاّ ليعبدون (الذاريات : ٥٦)

" আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি" (যারিয়াতঃ ৫৬)।

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت (النحل : ٣٦)

" আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি। [তাঁর মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি] তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাগুতকে বর্জন করো।" (নাহলঃ ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

وقضى ربك أن لا تعبدوا الاّ إيّاه وبالوالدين احسانًا. (الاسراء : ٢٣)

ব্যাখ্যা

আত্তাওহীদ ঃ এ শিরোনামই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে তারই প্রমান পেশ করছে। এ কারণেই বইটির লেখক কোন ভূমিকা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ বইটিতে "তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ওয়াল ইবাদা" অর্থাৎ উলুহিয়্যাত এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের বিস্তারিত বর্ণনাসহ তার হুকুম সীমা,শর্ত,মর্যাদা, প্রমাণ, মূলনীতি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কারণ, ফলাফল, দাবী, কিসে তা বৃদ্ধি পায়, শক্তিশালী হয় অথবা কিসে তা দুর্বল হয়, ক্ষীণ হয়, আবার কিসে তার সমাপ্তি ঘটে বা পূর্ণতা অর্জিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাওহীদে মুতলাক বা নিরঙ্কুশ তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লাকে সিফাতে কামাল বা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীতে একক বলে জানা এবং মানা। আজমত, জালালত, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের গুণে তিনি যে একক দৃঢ়তার সাথে তার ঘোষণা দেয়া এবং ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর একত্বের প্রমাণ দান।

তাওহীদ তিন প্রকারঃ

১। তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত [অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ] আল্লাহ তাআ'লা শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীতে এক, একক এবং

www.bjilibrary.com

৩। "তোমার রব এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো" (ইসরাঃ ২৩)

৪। সূরা নিসাতে আল্লাহ তাআ'লা ইরাশদ করেছেন,

واعبدوا اللّه ولاتشركوا به شيئًا. (النساء: ٣٦)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।" (নিসাঃ ৩৬)

৫। সূরা আন'আমে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ان لاتشركوا به شيئًا. (الانعام: ١٥١)

"হে মুহাম্মদ বলো, [হে আহলে কিতাব] তোমরা এসো তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা হারাম করে দিয়েছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হচ্ছে এই, "তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।" (আনআ'মঃ ১৫১)

৬। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى اللّه عليه وسلم التى عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى "قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الاتشركوا به شيئا الى قوله ..... وان هذا صراطى مستقيمًا

নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। উপরোক্ত আক্বীদা পোষণ করার নামই হচ্ছে আসমা ও সিফাতের তাওহীদ। আল্লাহ তাআ'লার আজমত এবং জালালতের সাথে শোভনীয় ও সামঞ্জস্যশীল অনেক ইস্‌ম ও সিফাত, [নাম ও গুণাবলী] এর অর্থ এবং হুকুম আহকাম কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজ সত্তার জন্য এবং রাসূল (সঃ) তাঁর [আল্লাহর] জন্য যেগুলোকে ইতিবাচক বলে ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলোকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর কোন একটিকেও অস্বীকার করা যাবেনা, নিরর্থক বা অকার্যকর বলা যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না এবং আকার আকৃতিও দেয়া যাবে না। সাথে সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আল্লাহর কামালিয়াতের ক্ষেত্রে যেসব দোষ-ত্রুটিকে নেতিবাচক হিসেবে ঘোষণা করেছেন সেগুলোকে নেতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ)-এর মোহরাঙ্কিত অসিয়ত দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ তাআ'লার এ বাণী পড়ে নেয়, "হে মুহাম্মদ বলো, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হলো, তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না,আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ"।

৭। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সঃ) এর পিছনে একটি গাধার পিঠে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন,"

يامعاذ اتدرى ماحق اللّه علي العباد، وماحق العباد علي الله ؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال : حق الله علي العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وحق العباد علي الله أن لايعذب من لايشرك به شيئا قلت يارسول الله افلا ابشر الناس ؟ قال : لاتبشرهم فيتكلوا (اخرجاهفي الصحيحين.)

"হে মুয়ায, তুমি কি জানো, বান্দাহর উপর আল্লাহর কি হক রয়েছে? আর আল্লাহর উপর বান্দার কি হক আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দাহর উপর আল্লাহর হক হচ্ছে তারা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দাহর হক হচ্ছে, "যারা তাঁর সাথে

২। রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ (توحيد الربوبية)

সৃষ্টি করা, রিযিক দান, এবং [সমগ্র সৃষ্টি জগৎ] নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন এক ও অভিন্ন রব বা প্রতিপালক। যিনি অফুরন্ত নেয়ামতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি জগৎকে প্রতিপালন করছেন। তাঁর বিশেষ সৃষ্টি তথা আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীগনকে সহীহ আক্বীদা, উত্তম চরিত্র, কল্যাণমূলক জ্ঞান এবং নেক আমলের মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও দীক্ষিত করেছেন। ইহকালীন ও পরকালীন সুখ শান্তি লাভের ক্ষেত্রে সৃজনশীল মন ও আত্মার জন্য এটাই হচ্ছে কল্যাণময় শিক্ষা। বান্দাহর এ আক্বীদা পোষণের নামই হচ্ছে রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ।

৩। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (বা توحيد العبادة) একমাত্র আল্লাহ তাআলা'কেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের অধিকারী হিসেবে জানা এবং স্বীকার করা আর যাবতীয় ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর একত্বের প্রমাণদান। সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই ইবাদতকে নিরংকুশ করা।

www.bjilibrary.com

কাউকে শরীক করবে না, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ,আমি কি এ সুসংবাদ লোকদেরকে জানিয়ে দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিওনা,তাহলে তারা ইবাদত ছেড়ে দিয়ে [আল্লাহর উপর ভরসা করে] হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। জ্বিন ও মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য।

২। ইবাদতই হচ্ছে তাওহীদ। কারণ এটা নিয়েই বিবাদ।

৩। যার তাওহীদ ঠিক নেই,তার ইবাদতও ঠিক নেই। এ কথার মধ্যে ولا انتم عابدون ما اعبد এর অর্থ নিহিত আছে।

৪। রাসূল পাঠানোর অন্তর্নিহিত হিকমত বা রহস্য।

৫। সকল উম্মতই রিসালতের আওতাধীন ছিল।

৬। আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বীন এক ও অভিন্ন।

৭। মূল কথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত ইবাদতের মর্যাদা অর্জন করা যায় না।

৮। আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত আর যারই ইবাদত করা হয়,সেই তাগুত হিসেবে গণ্য।

৯। সালফে-সালেহীনের কাছে সূরা আনআ'মের উল্লেখিত তিনটি মুহকাম আয়াতের বিরাট মর্যাদার কথা জানা যায়। এতে দশটি বিষয়ের কথা রয়েছে। এর প্রথমটিই হচ্ছে; শিরক নিষিদ্ধ করণ।

১০। সূরা ইস্‌রায় কতগুলো মুহকাম আয়াত রয়েছে। এবং তাতে

শেষোক্ত তাওহীদের জন্য প্রথমোক্ত উভয় প্রকারের তাওহীদই অনিবার্য। এ জন্যই প্রথমোক্ত উভয় প্রকার তাওহীদই শেষোক্ত তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উলুহিয়্যাত এমন একটি ব্যাপক গুণের নাম, কামালিয়াত, রুবুবিয়্যাত এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত গুণাবলী যার অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর আজমত ও জালালত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের গুণে এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা ও মেহেরবাণীর গুণেই তিনি ইলাহ এবং মা'বুদ হওয়ার যোগ্য। তাঁর সিফাতে কামাল তথা পরিপূর্ণ গুণাবলী এবং একক রুবুবিয়্যাতের দাবী হচ্ছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোউকে ইবাদতের হকদার হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

আঠারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বিষয়গুলোর সূচনা করেছেন তাঁর বাণী- لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا এর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণী-

"ولا تجعل مع اللّه إلها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحوراً"

এর মাধ্যমে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআ'লা এ বিষয়টির সুমহান মর্যাদাকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর বাণী,

"ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة" এর মাধ্যমে

আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

১১। সূরা নিসার 'আল-হুকুকুল আশারা' [বা দশটি হক] নামক আয়াতের কথা জানা গেলো। যার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তাআ'লার বাণী,

"واعبدوا اللّه ولاتشركوا به شيئًا"

-এর মাধ্যমে। যার অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

১২। রাসূল (সঃ) এর অন্তিমকালের অসিয়তের ব্যাপারে শতর্কতা অবলম্বন।

১৩। আমাদের উপরে আল্লাহ তাআ'লার হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

১৪। বান্দাহ যখন আল্লাহর হক আদায় করবে, তখন আল্লাহ তাআ'লার উপর বান্দাহর হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

১৫। অধিকাংশ সাহাবীই এ বিষয়টি জানতেন না।

১৬। কোন বিশেষ স্বার্থে এলেম (জ্ঞান) গোপন রাখার বৈধতা।

১৭। আনন্দদায়ক বিষয়ে কোন মুসলিমকে খোশখবর দেয়া মুস্তাহাব।

১৮। আল্লাহর অপরিসীম রহমতের উপর ভরসা করে আমল বাদ দেয়ার ভয়।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নবী -রাসূল আগমন করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এ তাওহীদের দিকেই মানুষকে আহবান করা। বইটির প্রণেতা এ অধ্যায়টিতে কুরআন ও সুন্নাহর যে সব উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন, তা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআ'লা গোটা সৃষ্টি জগতকে তাঁরই ইবাদত করার জন্য এবং তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটাই হচ্ছে বান্দাহর উপর আল্লাহর ফরজকৃত অপরিহার্য হক বা অধিকার।

www.bjilibrary.com

১৯। অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির الله ورسوله اعلم। [অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন] বলা।

২০। কাউকে বাদ রেখে অন্য কাউকে জ্ঞান দানে বিশেষিত করার বৈধতা।

২১। একই গাধার পিঠে পিছনে আরোহনকারীর প্রতি রাসূল (সঃ)এর দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন।

২২। একই পশুর পিঠে একাধিক ব্যক্তি আরোহণের বৈধতা।

২৩। মায়ায বিন জাবাল (রাঃ) এর মর্যাদা।

২৪। আলেচিত বিষয়টির মর্যাদা ও মহত্ব।

যাবতীয় আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবী ও রাসূল,এ তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিপরীত ধ্যান-ধারণা তথা শিরক ও অংশিবাদিতাকে নিষিদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে মুহাম্মদ (সঃ) ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন এ তাওহীদকে ফরজ করেছেন। দৃঢ়তার সাথে এর ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ ভাষায় এর বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ তাওহীদ ব্যতীত কোন মুক্তি নেই, কোন কল্যাণ নেই, সুখ ও শান্তির ও কোন পথ নেই। যাবতীয় আকলী [যুক্তি ভিত্তিক] নকলী [তথ্যগত] প্রান্তিক ও নফসী প্রমাণাদি এ তাওহীদেরই অপরিহার্যতার প্রমাণ পেশ করে।

অতএব তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার হক যা বান্দাহর উপর ওয়াজিব। তাওহীদ দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি।

www.bjilibrary.com

২য় অধ্যায় ঃ
তাওহীদের মর্যাদা

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم (الانعام : ٨٢)

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে জুলুম [শিরক] এর সাথে মিশ্রিত করেনি" [তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা] (আন আ'ম ঃ ৮২)

২। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من شهد ان لا اله الا اللّه وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. (اخرجاه)

"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দান করলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ ও রাসুল। ঈসা (আঃ) আল্লার বান্দাহ ও রাসূল। তিনি তাঁর এমন এক কলেমা যা তিনি মরিয়াম (আঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তারঁই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম

ব্যাখ্যা

তাওহীদের মর্যাদাঃ

পূর্বের অধ্যায়ে তাওহীদ ওয়াজিব হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাওহীদ যে বান্দাহর উপর একটি সুমহান ফরজ কাজ, তাও আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে তাওহীদের ফজীলত, বান্দাহর উপর এর প্রশংসনীয় প্রভাব এবং সুফলের বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাওহীদের মত উত্তম প্রভাবশীল ও অসীম ফজীলত পূর্ণ অন্য কোন বস্তু নেই। কেননা এ তাওহীদের ফলাফল এবং ফজীলত থেকেই দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ অর্জিত হয়।

গ্রন্থ প্রণেতার- وما يكفر من الذنوب কথাটুকু মূলতঃ 'আম' বিষয়ের উপর 'খাস' বিষয়ের আত্ফ্ করা হয়েছে। [অর্থাৎ সাধারণ বিষয়কে বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে] কেননা গুনাহ মাফ করা, আর গুনাহ সমুহ মিটিয়ে দেয়া মূলতঃ তাওহীদের অসীম ফজীলত ও প্রভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। মূল আলোচনায় এর প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত দান করবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইতবানের হাদীসে বর্ণিত আছে,[ইমাম বুখারী ও মুসলিম] হাদীসটি সংকলন করেছেন,

فان اللّه حرم على النار من قال لا اله الاّ اللّه يبتغى بذلك وجه اللّه.

"আল্লাহ্ তাআ'লা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সুন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে।'

৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, মূসা (আঃ) বললেন,

يارب علمنى شيئًا اذكرك وادعوك به قال: قل ياموسى "لا اله الا اللّه" قال كل عبادك يقولون هذا ؟ قال ياموسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى والا رضين السبع فى كفة ولا اله الا اللّه فى كفة مالت بهن لا اله الا اللّه " (رواه ابن حبان والحاكم وصححه)

তাওহীদের ফজীলত ঃ

দুনিয়া ও আখেরাতের নানা ধরনের বিপদ-আপদ ও দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাওহীদ।

তাওহীদের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে, তাওহীদ বান্দাহর চির জাহান্নামী হওয়ার পথ রোধ করে, যদি তার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ তাওহীদও বিদ্যমান থাকে। ঐ বান্দাহর অন্তরে যদি তাওহীদ পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ রূপে বান্দাহর জন্য জাহান্নামের পথ রোধ করে।

তাওহীদবাদী ব্যক্তি পরিপূর্ণ হেদায়াত পায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে,

আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি ও পূণ্য লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে "তাওহীদ"। খালেস দিলে বা একনিষ্ঠ চিত্তে যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, মুহাম্মদ (সঃ)এর সাফাআ'ত লাভের দ্বারা সেই হবে সবচেয়ে ধন্য।

তাওহীদের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, বান্দাহর যাবতীয় জাহেরী-বাতেনী কথা ও কাজ আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়া, পূর্ণতা লাভ করা এবং সওয়াব প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো তাওহীদের উপর নির্ভরশীল।

তাওহীদ এবং আল্লাহর প্রতি ইখলাস যখনই মজবুত হবে, তখনই উপরোক্ত বিষয়গুলো পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে।

www.bjilibrary.com

"হে আমার রব, আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করবো এবং আপনাকে ডাকবো। আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা, তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো। মূসা বললেন, "আপনার সব বান্দাহই তো এটা বলে।" তিনি বললেন, "হে মূসা, আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা, আর সাত তবক যমীন যদি এক পাল্লায় থাকে আরেক পাল্লায় যদি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ থাকে, তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পাল্লাই বেশী ভারী হবে।"

(ইবনে হিব্বান, হাকিম)

৪। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূল (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি,

قال اللّه تعالى يابن ادم لو اتيتنى بقراب الارض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لاتيتك بقرابها مغفرة (ترمذى وحسنه)

"আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন. "হে আদম সন্তান, তুমি দুনিয়া ভর্তি গুণাহ নিয়ে যদি আমার কাছে হাজির হও, আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো, তাহলে আমি দুনিয়া পরিমাণ

তাওহীদের আরো ফজীলত হচ্ছে, তাওহীদ বান্দাহর জন্য নেক কাজ করার পথকে সুগম করে দেয়, অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করাকে সহজ করে দেয় এবং বিপদাপদে শান্তনা যোগায়। তাই ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুখলিস ব্যক্তি তার রবের সন্তুষ্টি ও সওয়াব কামনা করার দরুন আল্লাহর আনুগত্য করা খুবই সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে তার কুপ্রবৃত্তি যে সব পাপ কাজ করার জন্য তাকে প্ররোচিত করে আল্লাহর গযব এবং শাস্তির ভয় থাকার কারণে সে সব কাজ পরিত্যাগ করাও তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

বান্দাহর হৃদয়ে যখন তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে তখন আল্লাহ তাআ'লা বান্দাহর অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালবাসা দান করেন এবং তার অন্তরে তাওহীদকে সুসজ্জিত করেন। কুফরী, ফাসেকী এবং নাফরমানীকে তার জন্য ঘৃণার বস্তু বানিয়ে দেন। সাথে সাথে তাকে হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তাওহীদ বান্দাহর দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট লাঘব করে। বান্দাহ তাওহীদ ও ঈমানের পূর্ণতা অনুযায়ী দুঃখ কষ্ট ব্যাথা ও বেদনাকে উদার চিত্তে এবং প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে নেয়। সাথে সাথে আল্লাহর দেয়া ভাগ্যলিপির দুঃখ দুর্দশাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

www.bjilibrary.com

মাগফিরাত নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসবো"। (তিরমিজী)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ-

১। আল্লাহর অসীম করুণা।

২। আল্লাহর নিকট তাওহীদের অপরিসীম সওয়াব।

৩। গুণাহ সত্ত্বেও তাওহীদের দ্বারা পাপ মোচন।

৪। সূরা আন আ'মের ৮২নং আয়াতের তাফসীর।

৫। উ'বাদা বিন সামেতের হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া।

৬। উ'বাদা বিন সামেত এবং ই'তবানের হাদীসকে একত্র করলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ধোকায় নিপতিত লোকদের ভুল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

তাওহীদের সুমহান মর্যাদার বিষয় হচ্ছে এই যে, তাওহীদ বান্দাহকে মাখলুকের দাসত্ব, তার সাথে সম্পর্ক, তার প্রতি ভয়, তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা এবং তারই উদ্দেশ্যে কাজ করা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দান করে। [অর্থাৎ সে যাই করে আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্যই করে] মূলতঃ এটাই হচ্ছে বান্দাহর জন্য প্রকৃত সম্মান ও মার্যাদার বিষয়। এর দ্বারাই বান্দাহ আল্লাহ তাআ'লাকে ইলাহ এবং মা'বুদ হিসেবে মেনে নিয়ে প্রকৃত গোলামে পরিণত হয়। ফলে সে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। একমাত্র তাঁর দরবার ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় চায় না। এভাবেই তার পরিপূর্ণ কামিয়াবী আর সফলতা অর্জিত হয়।

তাওহীদের আরো ফজীলত এই যে, তাওহীদ বান্দাহর হৃদয়ে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইখলাসের সাথে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার অল্প আমলই অনেক আমলে পরিণত হয়। তার কথা ও কাজের সাওয়াব সীমা ও সংখ্যার হিসেব ছাড়াই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা বান্দাহর পাল্লায় ইখলাসকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যার ফলে সপ্তাকাশ ও যমীনে তথা সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে তা সব মিলিয়েও কালেমার সমকক্ষ হয় না। এ অধ্যায়ে আলোচিত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর হাদীস ও বেতাকার হাদীসই এর প্রমাণ। যাতে লেখা আছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং যা ওজন করা হয়েছে পাপ পঙ্কিলতায় ভর্তি এমন নিরানব্বইটি খাতার সাথে যার বিস্তৃতি হচ্ছে দৃষ্টি শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত।

www.bjilibrary.com

৭। ই'তবান হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত শর্তের ব্যাপারে সতর্কী করণ।

৮। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ফজীলতের ব্যাপারে সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা নবীগণের জীবনেও ছিলো।

৯। সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় এ কলেমার পাল্লা ভারী হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ, যদিও এ কলেমার অনেক পাঠকের পাল্লা ইখলাসের সাথে পাঠ না করার কারণে হালকা হয়ে যাবে।

১০। সপ্তাকাশের মত সপ্ত যমীন বিদ্যমান থাকার প্রমাণ।

১১। যমীনের মত আকাশেও বসবাসকারীর অস্তিত্ব আছে।

১২। আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে ইতিবাচক বলে সাব্যস্ত করা যা আশআরী সম্প্রদায়ের চিন্তা ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৩। হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হযরত ই'তবানের হাদীসে বর্ণিত রাসূল (সঃ) এর বাণী

فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغى به وجه الله.

এর মর্মার্থ হচ্ছে শিরক বর্জন করা। শুধু মুখে বলা এর উদ্দেশ্য নয়।

১৪। হযরত ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সঃ) উভয়ই আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল হওয়ার বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করা।

১৫। "কালিমাতুল্লাহ" বলে হযরত ঈসা (আঃ) কে খাস করার বিষয়টি জানা।

[অর্থাৎ পাপে ভর্তি বিশাল খাতাগুলোর ওজনের চেয়ে 'লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লিখিত বেতাকা বা কার্ডের ওজন বেশী]। এটা সম্ভব হয়েছে কলেমা পাঠকের পূর্ণ ইখলাসের কারণে। কত লোকই তো এ কলেমা পাঠ করে কিন্তু এ [উচ্চ] স্তরে উন্নীত হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে কালেমা পাঠকের অন্তর পূর্ণ তাওহীদ এবং ইখলাসের দিক থেকে পূর্বোক্ত বান্দাহ যে স্তরে পৌছেছে তার সমান স্তর দূরের কথা এমনকি তার কাছাকাছি স্তরেও পৌছতে সক্ষম হয়নি। তাওহীদের আরো মর্যাদা এই যে, তাওহীদবাদী ব্যক্তিদের ইহ জীবনের সাফল্য, বিজয় সম্মান, হেদায়াত লাভ, সহজ পথের সুবিধা, দূরাবস্থার সংশোধন এবং কথা ও কাজে দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং জিম্মাদার হয়ে যান।

www.bjilibrary.com

১৬। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ (পবিত্র) আত্মা হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১৭। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার মর্যাদা।

১৮। আমল যাই হোক না কেন, এ কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করা।

১৯। মিজানের দুটি পাল্লা আছে এ কথা জানা।

২০। আল্লাহর চেহারার উল্লেখ আছে, এ কথা জানা।

তাওহীদের ফজীলত এই যে, আল্লাহ তাআ'লা তাওহীদবাদীদের উপর থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্ঠতা ও অকল্যাণ দূর করে দেন। এবং উত্তম ও প্রশান্তিময় জীবন দান করেন। এর ফলে আল্লাহ তাআ'লাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তারা শান্তি লাভ করে। এসব কথার অসংখ্য প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে রয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩য় অধ্যায় ঃ
তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

إن ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين .
(النحل : ١٢٠)

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী একটি উম্মত বিশেষ। এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (নাহলঃ১২০)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

والذين هم بربهم لايشركون (المؤمنون :٥٩)

"আর যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না" (মুমিনুনঃ ৫৯)।

৩। হযরত হুসাইন বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে,তিনি বলেছেন, একবার আমি সাঈদ বিন জুবাইরের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, গতকাল রাত্রে যে নক্ষত্রটি ছিটকে পড়েছে তা তোমাদের মধ্যে কে দেখতে পেয়েছে? তখন বললাম, "আমি"। তারপর বললাম, 'বিষাক্ত প্রাণী কর্তৃক দংশিত হওয়ার কারণে আমি নামাজে উপস্থিত থাকতে পারিনি'। তিনি বললেন, 'তখন তুমি কি চিকিৎসা করেছ?

ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি নিজকে তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবে সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে।

এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়ের পরিপূরক এবং আওতাধীন। তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শিরকে আকবার ও আসগার (বড় ও ছোট শিরক), আক্বীদা সংক্রান্ত যাবতীয় কথা, কাজ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাবতীয় বিদআ'তও পাপ পঙ্কিলতা থেকে তাওহীদকে পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখা। এটা করতে হবে যাবতীয় কথা, কাজ ও ইচ্ছার মধ্যে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ইখলাস বা একনিষ্ঠতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, মূল তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় তথা শিরকে আকবার থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে এবং পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের পরিপন্থী তথা শিরকে আসগার ও যাবতীয় বিদআ'ত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

www.bjilibrary.com

বললাম "ঝাড় ফুঁক করেছি।" তিনি বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? [অর্থাৎ তুমি কেন এ কাজ করলে?] বললাম, 'একটি হাদীস' [এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে] যা শা'বী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কি বর্ণনা করেছেন? বললাম.'তিনি বুরাইদা বিন আল হুসাইব থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, চোখের দৃষ্টি বা চোখ লাগা এবং জ্বর ব্যতীত অন্য কোন রোগে ঝাড়-ফুঁক নেই।' তিনি বললেন,'সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে শ্রুত জিনিস শেষ পর্যন্ত আমল করতে পেরেছে'। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূল (সঃ) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

عرضت على الامم فرايت النبى ومعه الرهط والنبى ومعه الرجل والرجلان والنبى وليس معه احد، اذ رفع لى سواد عظيم، فظننت انهم امتى فقيل لى هذا موسى وقومه، فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لى : هذه امتك. ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب

" আমার সম্মুখে সমস্ত জাতিকে উপস্থাপন করা হলো। তখন আমি এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে। এরপর আরো একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে মাত্র দু'জন লোক রয়েছে। আবার এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে কোন লোকই নেই। ঠিক এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট জনগোষ্ঠী পেশ করা হলো। তখন আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো, এরা হচ্ছে মূসা (আঃ) এবং তাঁর জাতি।

তাওহীদকে কলুষিত করে ভোলে, তার পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তার সুফল লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাওহীদকে পবিত্র করতে হবে।

ঈমান, তাওহীদ এবং ইখলাস দ্বারা যার হৃদয় ভরে যায়, আল্লাহ তাআ'লার যাবতীয় নির্দেশ মেনে নেয়, গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং গুণাহর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তাওহীদের ব্যাঘাত ঘটায় না, বর্ণিত এসব গুণাবলীর মাধ্যমে তাওহীদকে যে ব্যক্তি আকড়ে ধরে সে ব্যক্তিই বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জন্নাতে প্রবেশ করে স্বীয় মর্যাদাপূর্ণ স্থান বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.bjilibrary.com

এরপর আরো একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর দিকে আমি তাকালাম। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্যে সত্তুর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসেবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা বলে তিনি দরবার থেকে উঠে বাড়ীর অভ্যন্তরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা ঐ সব ভাগ্যবান লোকদের ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করে দিলো। কেউ বললো, তারা বোধ হয় রাসূল (সঃ) এর সাহচার্য লাভকারী ব্যক্তিবর্গ। আবার কেউ বললো, তারা বোধ হয় ইসলামী পরিবেশে অথবা মুসলিম মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে তারা কাউকে শরীক করেনি। তারা এধরনের আরো অনেক কথা বলাবলি করলো। অতঃপর রাসূল (সঃ) তাদের মধ্যে উপস্থিত হলে বিষয়টি তাঁকে জানানো হলো। তখন তিনি বললেন,

هم الذين لايسترقون ولايتطيرون ولايكتون وعلى ربهم يتوكلون.

"তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করে না। পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে না। শরীরে সেক বা দাগ দেয় না। আর তাদের রবের উপর তারা ভরসা করে।" একথা শুনে ওয়াক্কাসা বিন মুহসিন দাড়িয়ে বললো, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাআ'লা আমাকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, আমি দোয়া করলাম, "তুমি তাদের দলভুক্ত"। অতঃপর অন্য একজন লোক দাড়িয়ে বললো, আল্লাহর কাছে আমার জন্যও দোয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, "তোমার পূর্বেই ওয়াক্কাসা সে সুযোগ নিয়ে গেছে।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান।

তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিশেষ প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লার প্রতি পরিপূর্ণ ভয় থাকা। তাঁর উপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা যার ফলে কোন বিষয়েই তার অন্তর মাখলুকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অন্তর দ্বারা তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা কামনা করে না। তার মুখ নিঃসৃত কোন কথা অথবা তার কোন অবস্থার দ্বারা মাখলুকের কাছে কিছুই চায়না বরং তার ভিতরও বাহির, কথা ও কাজ, ভালবাসা ও

www.bjilibrary.com

২। তাওহীদ বাস্তবায়নের মর্মার্থ।

৩। হযরত ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না বলে আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা।

৪। বড় বড় বুজুর্গ ব্যক্তিগণ শিরক মুক্ত ছিলেন বলে আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা।

৫। ঝাড়-ফুঁক এবং আগুনের দাগ পরিত্যাগ করা তাওহীদপন্থী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৬। আল্লাহর উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুলই বান্দাহর মধ্যে উল্লেখিত গুণ ও স্বভাবসমূহের সমাবেশ ঘটায়।

৭। বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারী সৌভাগ্যবান লোকেরা কোন আমল ব্যতীত উক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেননি, এটা জানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের গভীরতা।

৮। মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি তাঁদের অপরিসীম আগ্রহ।

৯। সংখ্যা ও গুণাবলীর দিক থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর ফজীলত।

১০। হযরত মূসা (আঃ) এর সাহাবীদের মর্যাদা।

১১। সব উম্মতকে রাসূল (সঃ) এর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

১২। প্রত্যেক উম্মতই নিজ নিজ নবীর সাথে পৃথকভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

১৩। নবীগণের আহ্বানে সাড়া দেয়ার মত লোকের স্বল্পতা।

১৪। যে নবীর দাওয়াত কেউ গ্রহণ করেনি তিনি একাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

১৫। এ জ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ধোকা না খাওয়া আবার সংখ্যাল্পতার কারণে অবহেলা না করা।

১৬। চোখ-লাগা এবং জ্বরের চিকিৎসার জন্য ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি।

১৭। সলফে সালেহীনের জ্ঞানের গভীরতা।

ক্রোধ এবং তার সার্বিক অবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করা। এক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন মর্যাদা ও স্তরের অধিকারী হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

قد احسن من انتهى الى ماسمع

"সে ব্যক্তিই ভাল কাজ করেছে যে নবী (সঃ) থেকে যা শুনেছে তাই আমল করেছে" এ কথাই এর প্রমাণ পেশ করে। তাই প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী নয়।

১৮। মানুষের মধ্যে যে গুণ নেই তার প্রশংসা থেকে সলফে সালেহীন বিরত থাকতেন।

১৯। "انت منهم" (তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত) ওয়াক্কাসার ব্যাপারে একথা নবুয়তেরই প্রমাণ পেশ করে।

২০। ওয়াক্কাসার মর্যাদাও ফজীলত।

২১। কোন কথা সরাসরি না বলে হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করা।

ولكل درجات مما عملوا

"আমল অনুযায়ী প্রত্যেকেরই মর্যাদা রয়েছে।"

মনের আশা- আকাংখা আর বাস্তবতা বর্জিত দাবীর নাম তাওহীদের বাস্তবায়ন নয়। বরং তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তরে এমন ঈমান আক্বীদা এবং এহসানের হাকীকত [মূল শিক্ষা] বদ্ধমূল করার মাধ্যমে যা সুন্দর চরিত্র, মহৎ ও নেক কাজের দ্বারা সত্যে পরিণত হয়।

এভাবে যে ব্যক্তি তাওহীদকে দিলের মধ্যে গেথে নিল সেই আলোচিত অধ্যায়ে নির্দেশিত যাবতীয় ফজীলত লাভ করতে সক্ষম হলো।

www.bjilibrary.com

৪র্থ অধ্যায় ঃ
শিরক সম্পর্কীয় ভীতি

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,-

ان اللّه لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء (النساء : ٤٨)

"আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা গুণাহ মাফ করবেন না। শিরক ছাড়া অন্যান্য যে সব গুণাহ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।"

(নিসাঃ৪৮)

২। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ দোয়া করেছিলেন ঃ

واجنبنى وبنى أن نعبد الا صنام (ابراهيم : ٣٥)

"আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো"।

(ইবরাহীম ঃ ৩৫)

ব্যাখ্যা

শিরকের প্রতি ভয় ঃ

তাওহীদুল উলুহিয়্যা ওয়াল ইবাদা অর্থাৎ উলুহিয়্যাত এবং ইবাদতের তাওহীদের মধ্যে শিরকের উপস্থিতি তাওহীদকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে দেয়।

শিরক দু'রকমেরঃ

১। শিরকে আকবার জলি (প্রকাশ্য বড় শিরক)

২। শিরকে আসগার খফী (অপ্রকাশ্য ছোট শিরক)

শিরকে আকবারঃ

শিরকে আকবার হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহকে ডাকার মত অন্যকে ডাকা। আল্লাহকে ভয় করার মত অন্যকে ভয় করা। তাঁর কাছে যা কামনা করা হয় অন্যের কাছে তা কামনা করা। তাঁকে ভালবাসারমত অন্যকেও ভালবাসা। আল্লাহর সাথে যাকে অংশীদার করা হয় যে কোন ধরনের ইবাদত তার জন্য নির্দিষ্ট করা। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র তাওহীদও অবশিষ্ট থাকে না। তাই এ ধরনের মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত হারাম করে

www.bjilibrary.com

৩। এক হাদীসে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

اخوف ما اخاف عليكم، الشرك الا صغر، فسئل عنه فقال : الرياء

"আমি তোমাদের জন্য সে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরক। তাকে শিরকে আসগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, (ছোট শিরক হচ্ছে] "রিয়া"।

৪। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار (رواه البخارى)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

৫। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নামে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। শিরককে ভয় করা।

২। রিয়া শিরকের মধ্যে শামিল।

৩। রিয়া হল ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দিয়েছেন। জাহান্নামই হচ্ছে তার শেষ ঠিকানা। গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ইবাদতকে ইবাদত, ওয়াসীলা, অথবা অন্য যেকোন নামে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ এর সবগুলোই হচ্ছে শিরকে আকবার বা বড় শিরক। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হচ্ছে জিনিসের হাকীকত বা প্রকৃত পরিচয় এবং তার অর্থ। শব্দ ও বাক্য এ ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়।

শিরকে আসগারঃ

যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়, সেসব কথা ও কাজই শিরকে আসগার বা ছোট শিরক হিসেবে গণ্য। যেমনঃ মাখলুকের ব্যাপারে এমনভাবে সীমা লংঘন করা যা ইবাদতের পর্যায়ে পৌছে না। ইবাদতের পর্যায়ে পৌছলে তা শিরকে আকবারে পরিণত হবে] যেমন গাইরুল্লাহর নামে কসম করা, রিয়া বা লোক দেখানো কাজ করা ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

.৪। নেক্কার লোকদের জন্য সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হচ্ছে শিরকে আসগার (ছোট শিরক]

৫। জান্নাত ও জাহান্নাম কাছাকাছি হওয়া।

৬। জান্নাত ও জাহান্নাম নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি একই হাদীসে বর্ণিত হওয়া।

৭। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মৃত্যু বরণ করলে মৃত ব্যক্তি যত বড় আবেদই হোক না কেন সে জাহান্নামে যাবে।

৮। ইবরাহীম খলীল (আঃ) এর দোয়ার প্রধান বিষয় হচ্ছে, তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা তথা শিরক থেকে রক্ষা করা।

৯। رب انهن اضللن كثيرا من الناس "হে আমার রব, এমূর্তিগুলো বহু লোককে গোমরাহ করেছে" এ কথা দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) বহু লোকের অবস্থা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেছেন।

১০। এখানে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাফসীর রয়েছে যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১১। শিরক মুক্ত ব্যক্তির মর্যাদা।

শিরকে আকবার তাওহীদকে অস্বীকার করে। চিরস্থায়ী জাহান্নামকে ওয়াজিব করে। আর জান্নাতকে হারাম করে। এ শিরক থেকে মুক্ত হওয়া ব্যতীত শান্তি লাভ করা অসম্ভব। অবস্থা যদি এই হয় তাহলে বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে এ শিরককে অর্থাৎ শিরকে আকবারকে সবচেয়ে বেশী ভয় করা। শিরকে আকবারের পথ, পদ্ধতি, মাধ্যম এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা। এ শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিৎ যেভাবে দোয়া করেছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম, নেক্কার বুজুর্গ এবং সৃষ্টির সেরা বান্দাহগণ।

প্রত্যেক বান্দাহর উচিৎ তার অন্তরে ইখলাসের উন্নতি সাধন ও শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা সাধনা করা।

আর এ চেষ্টা চালাতে হবে উলুহিয়্যাত ইনাবত, ভয়, ভীতি, আশা-আকাংখ্যা ও কামনা-বাসনায় আল্লাহর সাথে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দাহর জাহেরী ও বাতেনী যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পন্ন করা কিংবা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি ও সওয়াব অর্জন করা। ইখলাসের ধর্মই হচ্ছে শিরকে আকবার ও আসগার তথা ছোট বড় সব ধরনের শিরককে মিটিয়ে দেয়া। যেকোন ধরনের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে বান্দাহর ইখলাসের দুর্বলতা।

www.bjilibrary.com

৫ম অধ্যায় ঃ
"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর প্রতি সাক্ষ্যদানের আহবান

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

قل هذه سبيلى ادعو الى اللّه على بصيرة (يوسف : ١٠٨)

"হে মুহাম্মদ , আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ। পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।" (ইউসুফঃ ১০৮)

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুল (সঃ) যখন মুয়া'য (রাঃ) কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন তখন [রাসূল (সঃ) মুআ'যকে লক্ষ্য করে] বললেন,

انك تأتى قوما من اهل الكتاب فليكن اول ماتدعوهم اليه شهادة ان لا اله الاّ اللّه فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب (اخرجاه)

"তুমি এমন এক কওমের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। [যারা কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী] সর্ব প্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, " লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য

ব্যাখ্যা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্যদানের আহ্বান

লেখক এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোর সাথে যে ক্রমিক অনুযায়ী সাজিয়েছেন তা মূলতঃ আলোচিত অধ্যায়গুলোর মাঝে নিযুক্ত নিগুঢ় সম্পর্কের কারণেই করেছেন। কেননা পূর্বোলিখিত অধ্যায়গুলোতে তাওহীদের আবশ্যকতা মর্যাদা এর প্রতি উৎসাহ দান এবং পূর্ণতা অর্জনের কথা বর্ণিত হয়েছে। জাহেরী এবং বাতেনী

উভয় দিক থেকে তাওহীদের সাক্ষ্যদান এর বিপরীত বিষয় তথা শিরকে ভয় করা এবং তাওহীদের মহিমায় বান্দাহ যেন নিজেকে পরিপূর্ণ রূপ মহিমান্বিত করতে পারে এসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

দান"। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধানে থাকবে। আর মজলুমের ফারিয়াদকে ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তাআ'লার মাঝখানে কোন পর্দা নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩। সাহাল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) খাইবারের [যুদ্ধের] দিন বললেন,

لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه

"আগামীকাল এমন ব্যক্তির কাছে আমি ঝান্ডা প্রদান করবো যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালবাসে। তার হাতে আল্লাহ তাআ'লা বিজয় দান করবেন। কাকে ঝান্ডা প্রদান করা হবে এ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মধ্যে লোকজন রাত্রি যাপন করলো। যখন সকাল হয়ে গেলো তখন লোকজন রাসূল (সঃ) এর নিকট গেলো। তাদের প্রত্যেকেই আশা পোষণ করছিলো যে ঝান্ডা তাকেই [নিজেকে] দেয়া হবে, তখন তিনি বললেন, আলী বিন আবি তালিব কোথায়? বলা হলো, তিনি চক্ষুর পীড়ায় ভোগছেন। তাদেরকে হযরত

অতঃপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের মাধ্যমে [বান্দাহ নিজের তাওহীদকে পূর্ণাঙ্গ করার পর] অন্যের তাওহীদকেও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার কথা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ বান্দাহ তাওহীদের সকল স্তরকে পূর্ণ করে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের তাওহীদকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্য সচেষ্ট না হবে ততক্ষন পর্যন্ত স্বীয় তাওহীদের পূর্ণতা অর্জিত হবে না। আর এটাই হচ্ছে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের পথ। কেননা তাঁরা নিজ নিজ কওমকে সর্ব প্রথম এক ও একক লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আর নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মদ (সঃ) এর এটাই ছিল কর্ম পদ্ধতি। তিনি এ দাওয়াতেরই সুমহান দায়িত্ব বিচক্ষণতার সাথে পালন করেছেন। আর মানুষকে স্বীয় রবের পথে হিকমত, উত্তম উপদেশ এবং সর্বোত্তম ভাষার মাধ্যমে আহ্বান করেছেন।

www.bjilibrary.com

আলীর কাছে পাঠানো হলো। অতঃপর তাকে রাসূল (সঃ) এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি আলীর চোখে থু থু দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তখন তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যেন তার চোখে কোন ব্যাথাই ছিল না। রাসূল (সঃ) হযরত আলীর হাতে ঝান্ডা তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি বীর পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকে পড়ো। এমনকি তাদের [দুশমনেদের] নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হও। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও এবং তাদের উপরে আল্লাহ তাআ'লার যে সব হক রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের যা করণীয় তা জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ তাআ'লা একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য গণিমতের লাল উটের চেয়ে ও উত্তম।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। রাসুল (সঃ)কে অনুসরণকারীর নীতি ও পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

২। ইখলাসের ব্যাপারে শতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা অনেক লোক হকের পথে মানুষকে আহবান জানালেও মূলতঃ তারা নিজের নফস বা স্বার্থের দিকেই আহবান জানায়।

৩। তাওহীদের দাওয়াতের জন্য অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য।

৪। উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা।

৫। আল্লাহ তাআ'লার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা নিকৃষ্ট এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি দ্বীনের দাওয়াতের পথে কখনো নীরব থাকেননি, নীথর হয়ে পড়েননি, ন পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা তাঁর মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত না করেছেন, সৃষ্টির সেরা তাঁর মাধ্যমে হেদায়াত না করেছেন। এবং স্থয়ী করুণা ও বরকতের দ্বারা তাঁর সাতকে বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে পৌছে না দিয়েছেন ততদিন পর্যন্ত ক্ষান্ত করেননি। রাসূল (সঃ) নিজে মানুষকে ইসলামের দিকে

www.bjilibrary.com

৭। তাওহীদই হচ্ছে সর্ব প্রথম ওয়াজিব।

৮। সর্বাগ্রে এমন কি নামাজেরও পূর্বে তাওহীদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৯। আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের অর্থ হচ্ছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ "আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই" এ ঘোষণা দেয়া।

১০। একজন মানুষ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে কিংবা তাওহীদের জ্ঞান থাকলেও তা দ্বারা আমল নাও করতে পারে।

১১। শিক্ষা দানের প্রতি পর্যায়ক্রমে গুরুত্বারোপ।

১২। সর্ব প্রথম অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরু করা।

১৩। যাকাত প্রদানের খাত সম্পর্কিত জ্ঞান।

১৪। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রের সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উন্মোচন করা বা নিরসন করা।

১৫। যাকাত আদায়ের সময় বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

১৬। মজলুমের বদ দোয়া থেকে বেঁচে থাকা।

১৭। মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তাআ'লার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না থাকার সংবাদ।

১৮। সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সঃ) এবং বড় বড় বুজর্গানে

দাওয়াত দিতেন এবং তাঁর প্রেরিত দূত, প্রতিনিধি ও অনুসারীগণকে নির্দেশ দিতেন, তারা যেন সর্বাগ্রে আল্লাহর দিকে, তাঁর একাত্ববাদের দিকে সকল মানুষকে আহ্বান জানায় কেননা যাবতীয় আমল সহীহ হওয়া এবং কবুল হওয়ার বিষয়টি তাওহীদের উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত কায়েম করা যেমনি বান্দাহর কর্তব্য ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর বান্দাহগণকে উত্তম পন্থায় দা' দেওয়াও তার কর্তব্য। তার হাতে যারাই হেদায়াত লাভ করবে তাদের সম সওয়াব সে [দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি] পাবে। আর তাতে দাওয়াত গ্রহণকারী হতে বিন্দুমাত্রও কমবে না।

www.bjilibrary.com

দ্বীনের উপর যে সব দুঃখ-কষ্ট এবং কঠিন বিপদাপদ আপতিত হয়েছে তা তাওহীদেরই প্রমাণ পেশ করে।

১৯। "আমি আগামীকাল এমন একজনের হাতে ঝান্ডা প্রদান করবো যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।" রাসূল (সঃ) এর এ উক্তি নবুয়তেরই একটি নিদর্শন।

২০। হযরত আলী (রাঃ) এর চোখে থু থু প্রদানে চোখ আরোগ্য হয়ে যাওয়াও নবুয়তের একটি নিদর্শন।

২১। হযরত আলী (রাঃ) এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২২। হযরত আলী রাঃ) এর হাতে ঝান্ডা তুলে দেয়ার পূর্বে রাতে ঝান্ডা পাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে রাত্রি যাপন এবং বিজয়ের সুসংবাদে আশ্বস্ত থাকার মধ্যে তাদের মর্যাদা নিহিত আছে।

২৩। বিনা প্রচেষ্টায় ইসলামের ঝান্ডা তথা নেতৃত্ব লাভ করা আর চেষ্টা করেও তা লাভে ব্যর্থ হওয়া, উভয় অবস্থায়ই তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা।

২৪। "বীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও" রাসূল (সঃ) এর এ উক্তির মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্ঠাচার শিক্ষা দানের ইঙ্গিত রয়েছে।

২৫। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা।

২৬। ইতিপূর্বে যাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকেও যুদ্ধের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

অতএব একজন আলেমের কর্তব্য হচ্ছে উক্ত তাওহীদ ও কলেমার কথা বর্ণনা করা। একজন আলেমের উপর দাওয়াত, উপদেশ এবং হেদায়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য একজন অজ্ঞ লোকের চেয়ে অনেক বেশী।

এমনিভাবে শরীর, শক্তি অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তির দিক থেকে সক্ষম ব্যক্তির উপর উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য যার এ সব কিছুই নেই তার চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন- فاتقوا الله ما استطعتم

www.bjilibrary.com

২৭। "اخبرهم بمايجب عليهم" রাসূল (সঃ) এর এ বাণী হিকমত ও কৌশলের সাথে দাওয়াত পেশ করার ইঙ্গিত বহন করে।

২৮। দ্বীন ইসলামে আল্লাহর হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

২৯। তাঁর (হযরত আলী রাঃ) এর হাতে একজন মানুষ হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার সওয়াব।

৩০। ফতোয়ার ব্যাপারে কসম করা।

তোমাদের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআ'লা করুণা করেন যে একটি সামান্য কথা দিয়ে হলেও দ্বীনের সহযোগিতা করে। একজন বান্দাহর যতটুকু শক্তি ও সামর্থ আছে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে ততটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করার মধ্যেই তার ধ্বংস নিহিত।

www.bjilibrary.com

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ
তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب

(الاسراء : ٥٧)

"এসব লোকেরা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের আশায় অসীলার অনুসন্ধান করে (আর ভাবে] কোনটি সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী।" (ইসরাঃ ৫৭)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انى براء مما تعبدون الا الذى فطرنى (الزخرف : ٢٦)

"সে সময়ের কথা স্মরণ করো (যখন ইবরাহীম তার পিতা ও কওমের লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা যার ইবাদত কররো তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আর আমার সম্পর্ক হচ্ছে কেবল মাত্র তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (যুখরুফঃ ২৬)

৩। আল্লাহ তাআ'লা অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন,

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله . (التوبة : ٣١)

ব্যাখ্যা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যদান ও তাওহীদের তাফসীর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান এবং তাওহীদ মূলতঃ একই অর্থবোধক বিষয়। তবে সমার্থবোধক দুটি বিষয়কে "আতফ" বা সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। লেখক নিজেই একথা উল্লেখ করেছেন।তাওহীদের মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহর যাবতীয় সিফাতে কামালকে জানা ও মানা। ও একনিষ্ঠভাবে তারই ইবাদত করা।

এখানে দুটি বিষয় নিহিত রয়েছে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া বাকী সবকিছুর [গাইরুল্লাহ] মধ্যে উলুহিয়্যাতের গুণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী কোন নবী হোক আর ফিরিস্তাই হোক, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের কেউ উলুহিয়্যাত ও উবুদিয়্যাত অর্থাৎ মা'বুদ হওয়ার অধিকারী হতে পারে না। এ ব্যাপারে সৃষ্টি জগতের কারো কোন হিস্সা বা অংশ নেই। একথাগুলো জানা এবং এর প্রদি দৃঢ়

www.bjilibrary.com

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে" (তাওবা ঃ৩১)

৪। আল্লাহ তাআ'লা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন---

ومن الناس من يتخذ من دون اللّه اندادا يحبونهم كحب اللّه . (البقرة : ١٦٥)

"মানুষের মধ্যে এমন লোক ও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে। এবং তাকে এমনভাবে ভালবাসে যেমনিভাবে একমাত্র আল্লাহকেই ভালবাসা উচিৎ।" (বাকারা ঃ ১৬৫)

৫। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من قال لا اله الاّ اللّه وكفر بما يعبد من دون اللّه حرم ماله ودمه وحسابه على اللّه عز وجل.

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই] বলবে, আর আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে তার জান ও মাল হারাম [অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ] [গোপন তৎপরতা ও অন্তরের কুটিলতা বা মুনাফিকির জন্য] তার শাস্তি আল্লাহর উপরই ন্যস্ত।"

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদ এবং

বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমেই গাইরুল্লাহর উলুহিয়্যাতের গুণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে হয়।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এক ও একক লা-শারীক আল্লাহর জন্যই উলুহিয়্যাতকে নিশ্চিত করা এবং উলুহিয়্যাতের সব অর্থ তথা কামালিয়াতের পূর্ণ গুণাবলীকে এক আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা। বান্দাহর জন্য শুধুমাত্র এ আক্বীদাই যথেষ্ঠ নয়, যতক্ষণ না সে দ্বীনের কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে ইখলাসের সাথে বাস্তবায়িত করবে। সে একমাত্র আল্লাহরই জন্য ঈমান, ইসলাম, ইহসান, আল্লাহর হক এবং সৃষ্টির হক প্রতিষ্ঠিত করবে। এর দ্বারা তাঁরই সন্তুষ্টি এবং ছওয়াব হাসিলের প্রত্যাশা করবে।

বান্দাহকে একথা জানতে হবে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর চূড়ান্ত তাফসীর এবং তা বাস্তবায়নের মূল কথা হচ্ছে, গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে মুক্তি ও পবিত্রতা অর্জন করা।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহকে ভালবাসার মতই শরীকগুলোকে

www.bjilibrary.com

শাহাদতের তাফসীর। কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

(ক) সূরা ইসরার আয়াত, এ আয়াতে সে সব মুশরিকদের সমুচিত জওয়াব দেয়া হয়েছে যারা বুজুর্গ ও নেক বান্দাহদেরকে (আল্লাহকে ডাকার মত] ডাকে। আর এটা যে 'শিরকে আকবার' এ কথার বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

(খ) সূরা তাওবার আয়াত। এতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি খৃষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যায় ও পাপ কাজে আলেম ও আবেদদের আনুগত্য করা যাবে না। তাদের কাছে দোয়া ও করা যাবে না।

(গ) কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খলীল (আঃ) এর কথা

" انى براء مما تعبدون الا الذى فطرنى"

দ্বারা তাঁর রবকে যাবতীয় মা'বুদ থেকে আলাদা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা এখানে এটাই বর্ণনা করেছেন যে [বাতিল মা'বুদ থেকে] পবিত্র থাকা আর প্রকৃত মাবুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা। তাই আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

جَعَلَهَا كلمة باقية فى عصْبة لعلهم يرجعون.

"আর ইবরাহীম এ কথাটি পরবর্তীতে তার সন্তানের মধ্যে রেখে গেলো;

ভালবাসা, তাঁর আনুগত্যের মতই তাদের আনুগত্য করা, তাঁর জন্য যা করা হয় তাদের জন্য তাই করা হচ্ছে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রকৃত অর্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

লেখক বর্ণনা করেছেন যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ প্রকাশের জন্য শ্রেষ্ঠ বর্ণনা হচ্ছে রাসূল (সঃ) এর এ বাণী-

من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে আর গাইরুল্লাহর ইবাদতকে অস্বীকার করবে। তার জান-মাল পবিত্র অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে নিরাপদ। তার গোপন তৎপরতা ও অন্তরের কুটিলতার হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।"

www.bjilibrary.com

যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে।"

(ঘ) সূরা বাকারার কাফেরদের বিষয় সম্পর্কিত আয়াত। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন, وماهم بخارجين من النار

"তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।"

এখানে আল্লাহ তাআ'লা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে [যাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে] আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবাসে।

এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহকে ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাসা তাদেরকে ইসলামে দাখিল করতে পারেনি। তাহলে আল্লাহর শরীককে যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়েও বেশী ভালবাসে সে কিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীককেই ভালবাসে। আল্লাহর প্রতি তার কোন ভালবাসা নেই তার অবস্থাই বা কি হবে?

(ঙ) রাসূল (সঃ) এর বাণী ঃ

من قال لا اله الاّ اللّه وكفر بما يعبد من دون اللّه حرم ماله ودمه وحسابه على اللّه.

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত যারই

কেবল মাত্র কালেমার শাব্দিক উচ্চারণকেই জান-মালের নিরাপত্তার কারণ বলা হয়নি এমনকি শব্দসহ এর অর্থ জানাকেও নয়, এর স্বীকৃতি প্রদানকেও নয়। এমনকি লা-শারীক এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করাকেও জান-মালের নিরাপত্তার কারণ বলা হয়নি। জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঠিক তখনই দেয়া হবে যখন আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় মাবুদকে অস্বীকার করার বিষয়টি কালেমার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে জান-মালের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, লা-শরীক এক আল্লাহর ইবাদত অপরিহার্য, এ বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে। আক্বীদাগত দিক এবং মৌখিক উচ্চারণ, উভয় দিক থেকে এর স্বীকৃতি দিতে হবে। আনুগত্য ও আত্মসর্পণের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। ধ্যান-ধারণা, কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্মের মাধ্যমে তাওহীদের পরিপন্থী যাবতীয় বিষয় থেকে মুক্ত থাকতে হবে। যারা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত তাদেরকে ভালবাসা, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে সাহায্য করা ব্যতীত তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না।

www.bjilibrary.com

ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে, তার ধন-সম্পদ ও রক্ত পবিত্র।" [অর্থাৎ জান, মাল, মুসলমানের কাছে নিরাপদ] এ বাণী হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। কারণ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারণ, শব্দসহ এর অর্থ জানা, এর স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি শুধুমাত্র লা-শারীক আল্লাহকে ডাকলেই জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর এবাদত তথা মিথ্যা মা'বুদগুলোকে অস্বীকার করার বিষয়টি সংযুক্ত না হবে। এতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় কিংবা দ্বিধা সংকোচ পরিলক্ষিত হয় তাহলে জান-মাল ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও অকাট্য দলীল।

কাফের মুশরিকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ তাদের বিরোধীতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুখের কথা আর অর্থহীন দাবীর কোন মূল্য নেই। বরং বান্দাহর জ্ঞান-বুদ্ধি, আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা-বার্তা, এবং কাজ-কর্ম তার দাবীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। এগুলোর কোন একটি বাদ পড়লে অবশিষ্ট বিষয়গুলো স্বাভাবিক ভাবেই বাদ পড়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

৭ম অধ্যায় ঃ

বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা [সূতা] ইত্যাদি পরিধান করা শিরক

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

قل افرأيتم ماتدعون من دون اللّه ان ارادنى اللّه بضر هل هن كاشفات ضره. (الزمر : ٣٨)

[হে রাসূল] "আপনি বলে দিন, তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা কি তাঁর [নির্ধারিত] ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে?" (যুমারঃ ৩৮)।

২। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি?" লোকটি বললো, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন,"এটা খুলে ফেলো। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি কখনো সফল কাম

ব্যাখ্যা

বালা মুসীবত দূর করা কিংবা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিং, সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক

এ অধ্যায়টি সঠিকভাবে বুঝার বিষয়, এর বিভিন্ন উপকরণের হুকুম-আহকাম গুলো জানার উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বান্দাহকে অবশ্যই জানতে হবে। আর তা হচ্ছেঃ-

১। শরীয়ত এবং তাকদীরের দিক থেকে প্রমাণিত উপায় উপকরণ ব্যতীত কোন কিছুকেই উপকরণ মনে করা যাবে না।

২। বান্দাহ উপকরণের উপর নির্ভরশীল হতে পারবে না বরং সে নির্ভরশীল হবে উপকরণের স্রষ্টা ও নির্ধারিত তাকদীরের উপর। এর সাথে সাথে শরীয়ত সম্মত পন্থায় কাংখিত কাজটি সম্পন্ন করবে এবং এর দ্বারা কল্যাণ লাভে আগ্রহী হবে।

৩।বান্দাহকে এ কথা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, উপকরণ যত বড় আর শক্তিশালীই হোক না কেন তা সম্পৃক্ত হচ্ছে আল্লাহর এমন ফায়সালা ও তাকদীরের

www.bjilibrary.com

হতে পারবে না।" (আহমাদ)

৩। উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে একটি "মারফু" হাদীসে বর্ণিত আছে, من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক ঝুলায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।" অপর একটি বর্ণনায় আছে,

من تعلق تميمة فقد اشرك

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করলো।"

৪। ইবনে আবি হাতেম হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন, "জ্বর নিরাময়ের জন্য হাতে সূতা বা তাগা পরিহিত অবস্থায় তিনি একজন লোককে দেখতে পেয়ে তিনি সে সূতা কেটে ফেললেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ

وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون (يوسف : ١٠٦)

সাথে যেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা যেমন চান তেমনই করবেন। যদি তিনি এর উপকরণ সমূহকে কার্যকর রাখতে চান তাহলে তার হেকমতের দাবী অনুযায়ী তা কার্যকর থাকবে। যাতে বান্দাহ মুসাব্বিব (কারণ সৃষ্টিকারী) এবং কারণ সমূহের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে তার পূর্ণ হিকমতের কথা জানতে পারে। আল্লাহ যদি চান তাহলে এগুলোকে তার ইচ্ছা মোতাবেক পরিবর্তন করবেন। যাতে বান্দাহ উপকরণ ও তদসংক্রান্ত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল না হয় এবং আল্লাহর পূর্ণ হিকমতের কথা জানতে পারে। কার্য পরিচালনা ও সম্পাদনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার। যাবতীয় উপায়-উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বান্দাহর চিন্তা ও কর্মে উপরোক্ত ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

এতটুকু জানার পর যে ব্যক্তি রিং, বালা, সূতা ইত্যাদি পরিধান করলো এবং এর দ্বারা বালা-মুসীবত দূর করা কিংবা তা আসার আগেই প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করলো সে আল্লাহর সাথে শিরক করলো। বান্দাহ যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, রিং, বালা, সূতাই মুসীবত দূর করতে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম তাহলে এটা হবে শিরকে আকবার। শুধু তাই নয়, এটা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের মধ্যে শিরক। কেননা বান্দাহ এমতাবস্থায় সৃষ্টি ও বিশ্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার রয়েছে বলে বিশ্বাস করে।

www.bjilibrary.com

"তাদের অধিকাংশই মুশরিক অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে" (ইউসুফঃ ১০৬)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। রিং (বালা) ও সূতা ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে পরিধান করার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা।

২। স্বয়ং সাহাবীও যদি এসব জিনিস পরিহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন তাহলে তিনিও সফলকাম হতে পারবেন না। এতে সাহাবায়ে কেরামের এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছোট শিরক কবিরা গুণাহর চেয়েও মারাত্মক।

৩। অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

৪। "لاتزيدك الا وهنا" " ইহা তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না।" এ কথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রিং বা সূতা পরিধান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই বরং অকল্যাণ আছে।

৫। যে ব্যক্তি উপরোক্ত কাজ করে তার কাজকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৬। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি (রোগ নিরাময়ের জন্য কোন কিছু

এরকম করা আল্লাহর উবুদিয়্যাতের মধ্যে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এমতাবস্থায় বান্দাহ পরিধানকৃত বস্তুকে ইলাহ হিসেবে গণ্য করে এবং কল্যাণ লাভের আশায় তার অন্তরকে উক্ত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করে রাখে। আর সে যদি একথা বিশ্বাসও করে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই বালা-মুসীবত দূর করেন এবং উঠিয়ে নেন তবে এগুলোকে সে এমন অসিলা হিসেবে বিশ্বাস করে যার দ্বারা বালা-মুসীবত দূর করা যায়। এমতাবস্থায় সে এমন জিনিসকে মুসীবত দূর করার উপকরণ বা অসিলা হিসেবে গণ্য করলো যা শরীয়তের দিক থেকে অছিলা হিসেবে আদৌ গণ্য নয়। এ রকম করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এধরনের কাজকে শরীয়ত দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে। আর শরীয়ত যে জিনিসটি নিষেধ করে তা আদৌ কল্যাণকর নয়।

তাকদীর এমন কোন প্রতিশ্রুত কিংবা অপ্রতিশ্রুত উপকরণ নয় যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। আর উপকার সাধনকারী বৈধ কোন ঔষধের মধ্যেও গণ্য নয়।

www.bjilibrary.com

[রিং সূতা] শরীরে লটকাবে তার কুফল তার উপরই বর্তাবে।

৭। এ কথাও সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করলো সে মূলতঃ শিরক করলো।

৮। জ্বর নিরাময়ের জন্য সূতা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৯। হযরত হুযাইফা কর্তৃক কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম শিরকে আসগারের দলীল হিসেবে ঐ আয়াতকেই পেশ করেছেন যে আয়াতে শিরকে আকবার বা বড় শিরকের কথা রয়েছে। যেমনটি হযরত আব্বাস (রাঃ) বাকারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

১০। নজর বা চোখ লাগা থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য শামুক, কড়ি, শঙ্খ ইত্যাদি লটকানো বা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১১। যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করে তার উপর বদ দোয়া করা হয়েছে, 'আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন।' আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি বা শঙ্খ (গলায় বা হাতে) লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।

রিং ও সূতা হচ্ছে শিরকের উপকরণ মাত্র। কারণ এগুলো যে ব্যক্তি লটকাবে কিংবা ব্যবহার করবে তার অন্তর [রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে] ব্যবহৃত জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। এটা এক ধরনের শিরক এবং শিরকে উপনীত হওয়ার অসিলা।

যদি উপরোক্ত বিষয় অর্থাৎ রিং বা সূতা পরিধান রাসূল (সঃ) এর পাক জবানে বর্ণিত এমন কোন শরয়ী উপকরণ না হয় যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব হাসিল করা যায়, তাকদীরের দিক থেকেও যদি এমন উপকরণ না হয় যা মুবাহ ঔষুধের মত তার উপকারিতা জানা ও পরীক্ষিত, যার ফলে তার ব্যবহারকারী কল্যাণ লাভের আশায় ব্যবহৃত জিনিসের সাথে তার অন্তরকে সম্পৃক্ত করে তাহলে মুমিনের করণীয় হচ্ছে তার ঈমান ও তাওহীদকে পরিপূর্ণ করার জন্য এগুলো পরিত্যাগ করা। কেননা তাওহীদ পরিপূর্ণ হলে তাওহীদের পরিপন্থী কোন জিনিসের সাথে বান্দাহর অন্তর যুক্ত হবে না। তাছাড়া রিং বা সূতা লটকানোর কাজটি স্বল্প জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক। কারণ এ ক্ষেত্রে বান্দাহ এমন কিছুর সাথে তার অন্তরকে সংযুক্ত করে যার সাথে দিলের সম্পৃক্তি মোটেই সমীচীন নয় বা কোন দিক থেকে কল্যাণকরও নয়। বরং নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর।

শরীয়তের মূল কথা হচ্ছে, পৌত্তলিকতার অবসান এবং সৃষ্টির সাথে মনের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে যাবতীয় কুসংস্কার আর অন্ধত্ব থেকে জ্ঞানকে মুক্ত রাখা। বিবেক বুদ্ধির উৎকর্ষতার জন্য কল্যাণকর বিষয়ে সাধনা করা। আত্মশুদ্ধি এবং দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান-বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ করা।

www.bjilibrary.com

৮ম অধ্যায় ঃ

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ

১। আবু বাসীর আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূল (সঃ) এর সফর সঙ্গী ছিলেন। এ সফরে রাসূল (সঃ) একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একজন দূত পাঠালেন। এর উদ্দেশ্য ছিল কোন উটের গলায় যেন ধনুকের কোন রজ্জু লটকানো না থাকে অথবা এ জাতীয় রজ্জু যেন কেটে ফেলা হয়। (বুখারী)

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি রাসূল (সঃ) কে একথা বলতে শুনেছি,

ان الرقى والتمائم والتولة شرك (رواه أحمد وابو داود)

"ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ হচ্ছে শিরক" (আহমাদ,আবু দাউদ)

৩। আবদুল্লাহ বিন উকাইম থেকে মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

من تعلق شيئًا وكل اليه (رواه أحمد والترمذى)

"যে ব্যক্তি কোন জিনিস [অর্থাৎ তাবিজ-কবজ] লটকায় সে উক্ত জিনিসের

ব্যাখ্যা

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজঃ

তাবিজ হচ্ছে ঝুলিয়ে বা লটকিয়ে রাখার জিনিস যার সাথে এর ব্যবহারকারী ব্যক্তির অন্তর সম্পৃক্ত থাকে। এ বিষয়ের বক্তব্য পুর্বোক্ত রিং, বালা ও সূতা সম্পর্কিত বক্তব্যের অনুরূপ।

এর মধ্যে কোনটি শিরকে আকবার হিসেবে গণ্য। যেমনঃ শয়তান বা অন্য কোন মাখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে যা শামিল তাই শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যা করতে সক্ষম নয় সে ব্যাপারে গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শিরকে আকবার (বা বড় শিরক)।

এর মধ্যে কোন কোনটি আবার হারাম। যেমনঃ তাবিজ-কবজে এমন নাম ব্যবহার করা যার অর্থ বোধগম্য নয়। এ জাতীয় নাম মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

আর ঝুলানো জিনিস অর্থাৎ তাবিজ-কবজের মধ্যে যেগুলোতে কুরআন, নবীর হাদীস অথবা ভাল ও ভক্তিমূলক দোয়া রয়েছে সেগুলো পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কারণ "শারে" অর্থাৎ শরীয়তের বিধান দাতার পক্ষ থেকে এগুলোর নির্দেশ আসেনি। আরো একটি কারণ হচ্ছে তাবিজ-কবজ হারাম কাজের অসিলা [মাধ্যম] হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এর ব্যবহার কারীই এর প্রতি কোন সম্মান দেখায় না। বরং এগুলো সাথে নিয়েই বিভিন্ন অপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে।

www.bjilibrary.com

দিকেই সমর্পিত হয়"। [অর্থাৎ এর কুফল তার উপরই বর্তায়] (আহমাদ, তিরমিজি)

"تمائم" বা তাবিজ হচ্ছে এমন জিনিস যা চোখ লাগা বা দৃষ্টি লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তানদের গায়ে ঝুলানো হয়। ঝুলন্ত জিনিসটি যদি কুরআনের অংশ হয় তাহলে সলফে সালেহীনের কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ অনুমতি দেননি বরং এটাকে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বলে গণ্য করতেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ অভিমতের পক্ষে রয়েছেন। আর "رقى" বা ঝাড়-ফুঁককে "عزائم" নামে অভিহিত করা হয়। যেসব ঝাড়-ফুঁক শিরক মুক্ত তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রাসূল (সঃ) চোখের দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

"تولة" এমন জিনিস যা কবিরাজদের বানানো। তারা দাবী করে যে, এ জিনিস [কবজ] দ্বারা স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর ভালবাসা আর স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর ভালবাসার উদ্রেক হয়। হযরত রুআইফি থেকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি [রুআইফি] বলেছেন, "রাসূল (সঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يا رويفع لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا او استنجى برجيع فان محمدا بريء عنه"।

[যেমনঃ পায়খানা, প্রশ্রাব খানা ইত্যাদি]।

ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হচ্ছে এই যে, ঝাড়-ফুঁক যদি কুরআন, সুন্নাহ অথবা উত্তম কথার দ্বারা হয় তাহলে তা ফুঁক দানকারীর জন্য সওয়াবের কাজ হবে। কেননা এর মধ্যে 'এহসান' [অন্যের প্রতি দয়া] নিহিত আছে। তাছাড়াও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পরোপকার। ঝাড়-ফুঁক গ্রহণকারীর জন্য এ ধরনের [কুরআন, সুন্নাহ ভিত্তিক] ঝাড়-ফুঁক জায়েয। তবে ঝাড়-ফুঁক চাওয়া তার জন্য উচিত নয়। কারণ পূর্ণ "তাওয়াককুল" এবং ঈমানের দাবী হচ্ছে কোন মাখলুকের কাছে বান্দাহ কিছু চাবে না। চাই তা ঝাড়-ফুঁকই হোক বা অন্য কিছু হোক। বরং বান্দাহর উচিৎ যখন কোন ব্যক্তির কাছে সে দোয়া চাবে তখন দোয়াকারীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আল্লাহর উবুদিয়্যাত প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী হিসেবে তার প্রতি এহসান করা। সাথে সাথে নিজের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে খেয়াল রাখা। এটাই হচ্ছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রকৃত অর্থের গোপান রহস্য। আল্লাহর কামেল বান্দাহ ব্যতীত এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং এর ভিত্তিতে আমল করা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

"হে রুআইফি, তোমার হায়াত সম্ভবতঃ দীর্ঘ হবে। তুমি লোকজনকে জানিয়ে দিও, "যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দিবে, অথবা গলায় তাবিজ-কবজ ঝুলাবে অথবা পশুর মল কিংবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ (সঃ) তার জিম্মাদারী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة (رواه وكيع)

"যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবিজ-কবজ ছিড়ে ফেলবে বা কেটে ফেলবে সে ব্যক্তি একটি গোলাম আযাদ করার মত কাজ করলো।" (ওয়াকী')।

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, তাঁরা সব ধরনের তাবীজ-কবজ অপছন্দ করতেন, চাই তার উৎস কুরআন হোক বা অন্য কিছু হোক।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজের ব্যাখ্যা।

২। (تولة) "তাওলাহ" এর ব্যাখ্যা।

৩। কোন ব্যাতিক্রম ছাড়াই উপরোক্ত তিনটি বিষয় শিরক এর অন্তর্ভুক্ত।

৪। সত্যবাণী তথা কুরআনের সাহায্যে [চোখের] দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ নিরাময়ের জন্য ঝাড়-ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫। তাবিজ-কবজ কুরআন থেকে হলে তা শিরক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ঝাড়-ফুঁকে যদি গাইরুল্লাহকে ডাকা হয় আর গাইরুল্লাহর কাছে রোগমুক্তি কামনা করা হয় তাহলে এটা হবে শিরকে আকবার । কারণ এরকম করার অর্থ হবে গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং সাহায্য চাওয়া।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুমি ভালভাবে উপলব্ধি করবে। ঝাড়-ফুঁকের কারণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকার পরও তুমি সর্বাবস্থায় এ ব্যাপারে কাউকে হুকুম করা থেকে সাবধান থাকবে।

www.bjilibrary.com

৬। খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পশুর গলায় রশি বা অন্য কিছু ঝুলানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৭। যে ব্যক্তি ধনুকের রজ্জু গলায় ঝুলায় তার উপর কঠিন অভিসম্পাত।

৮। কোন মানুষের তাবিজ-কবজ ছিড়ে ফেলা কিংবা কেটে ফেলার ফজীলত।

৯। ইবরাহীমের কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এর দ্বারা আবদুল্লাহর সঙ্গী-সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৯ম অধ্যায়ঃ
গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

افرأيتم اللات و العزى (النجم : ١٩)

"তোমরা কি [পাথরের তৈরী মুর্তি] 'লাত' আর "উয্যা" দেখেছো?" (আন নাজমঃ ১৯)।

২। আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমরা রাসূল (সঃ) এর সাথে হুনাইনের [যুদ্ধের] উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহন করেছি [নও মুসলিম]। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুলগাছ ছিল যার চারপাশে তারা বসতো এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটিকে তারা ذات انواط [যাতু আনওয়াত] বলতো। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রাসূল (সঃ) কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, মুশরিকদের যেমন "যাতু আনওয়াত" আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ "যাতু আনওয়াত" [অর্থাৎ একটি গাছ] নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (সঃ) বললেন,

اللّٰه اكبر انها السنن قلتم و الذى نفسى بيده كما قالت بنوا اسرائيل لموسى : (اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال : انكم قوم تجهلون (الإعراف : ١٣٨)

ব্যাখ্যা

গাছ পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা

গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা শিরক এবং মুশরিকদের কর্ম কান্ডের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ধরনের গাছ, পাথর, স্থান, নিদর্শন ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা শরীয়ত সম্মত নয়। এ কাজের মাধ্যমে

www.bjilibrary.com

"আল্লাহু আকবার, তোমাদের এ দাবীটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথাই বলেছো যা বনীইসরাইল মূসা (আঃ)কে বলেছিলো। তারা বলেছিলো, "হে মূসা, মুশরিকদের যেমন মা'বুদ আছে আমাদের জন্য তেমন মা'বুদ বানিয়ে দাও। মুসা (আঃ) বললেন, তোমরা মূর্খের মতো কথা বার্তা বলছো" (আরাফঃ ১৩৮)। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অবলম্বন করছো। (তিরমিজি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।)

এ অধ্যায় থেকে নিম্মোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ-

১। সূরা নাজম এর افرأيتم اللات و العزى এর তাফসীর।

২। সাহাবায়ে কেরামের কাংখিত বিষয়টির পরিচয়।

৩। তারা [সাহাবায়ে কেরাম] শিরক করেননি।

৪। তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ তা [কাংখিত বিষয়টি] পছন্দ করেন।

৫। সাহাবায়ে কেরামই যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন তাহলে অন্য লোকেরা তো এ ব্যাপারে আরো বেশী অজ্ঞ থাকবে।

৬। সাহাবায়ে কেরামের জন্য যে অধিক সওয়াব দান ও গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে অন্যদের ব্যাপারে তা নেই।

৭। রাসূল (সঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে অপারগতার কথা বলেননি বরং তাঁদের কথার শক্ত জবাব এ কথার মাধ্যমে দিয়েছেনঃ

الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم

"আল্লাহু আকবার নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি অনুসরণ করছো।" উপরোক্ত

শরীয়তে সীমা লংঘন করা হয়।আর তা পর্যায় ক্রমে উক্ত জিনিস গুলোর কাছে দোয়া করা এবং এ গুলোর ইবাদত করার দিকে মানুষকে ধাবিত করে। এ রকম করাটাই হচ্ছে শিরকে আকবার, যার সীমা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে ইতি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। এমনকি 'মাকামে ইবরাহীম', 'হুজরাতুন্নবী' [নবী (সঃ) এর

www.bjilibrary.com

তিনটি কথার দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে "উদ্দেশ্য"। এখানে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের দাবী মূলতঃ মুসা (আঃ) এর কাছে বনী ইসলাইলের মা'বুদ বানিয়ে দেয়ার দাবীরই অনুরূপ ছিল।

৯। রাসূল (সঃ) কর্তৃক না সূচক জবাবের মধ্যেই তাঁদের জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" মর্মার্থ অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

১০। রাসূল (সঃ) ফতোয়া দানের ব্যাপারে "হলফ" করেছেন।

১১। শিরকের মধ্যে 'আকবার' ও 'আসগার' রয়েছে। কারণ, তাঁরা এর দ্বারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাননি।

১২। "আমরা কুফরী যমানার খুব কাছাকাছি ছিলাম" [অর্থাৎ আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি] এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না।

১৩। আশ্চর্যজনক ব্যাপারে যারা 'আল্লাহু আকবার' বলা পছন্দ করেনা, এটা তাদের বিরুদ্ধে একটা দলীল।

১৪। পাপের পথ বন্ধ করা।

১৫। জাহেলী যুগের লোকদের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যশীল করা নিষেধ।

১৬। শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন বোধে রাগ করা।

১৭। "انها السنن" "এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি" এ বাণী একটা চিরন্তন নীতি।

১৮। রাসূল (সঃ) যে সংবাদ বলেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে। এটা নবুয়তেরই নিদর্শন।

হুজরা মোবারক] বাইতুল মোকাদ্দাসের পবিত্র পাথর এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানের ব্যাপারেও একই কথা।

'হাজরে আসওয়াদ' [কৃষ্ণ পাথর] স্পর্শ করা, চুম্বন দেয়া, পবিত্র কা'বা ঘরের রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা কিংবা চুম্বন দেয়া এ সবই হচ্ছে আল্লাহর উবুদিয়্যাত, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নতি স্বীকার করার নিদর্শন।

www.bjilibrary.com

১৯। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআ'লা ইহুদী ও খৃষ্টানদের চরিত্র সম্পর্কে যে দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই বলেছেন।

২০। তাদের [আহলে কিতাবের] কাছে এ কথা স্বীকৃত যে ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে [আল্লাহ কিংবা রাসুলের] নির্দেশ। এখানে কবর সংক্রান্ত বিষয়ে শর্তকতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

"من ربك" [তোমার রব কে?] দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। [অর্থাৎ আল্লাহ শিরক করার নির্দেশ না দেয়া সত্বেও তুমি শিরক করেছো তাহলে তোমার রব কে যার হুকুমে শিরক করেছো?]। من نبيك [তোমার নবী কে] এটা নবী কর্তৃক গায়েবের খবর [অর্থাৎ কবরে কি প্রশ্ন করা হবে এ কথা নবী ছাড়া কেউ বলতে পারেনা। এখানে এ কথার দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কে তোমার নবী? তিনি তো শিরক করার কথা বলেননি। তারপর ও তুমি শিরক করেছো। তাহলে তোমার শিরক করার নির্দেশ দাতা নবী কে?]

ما دينك [তোমার দ্বীন কি] এ কথা তাদের "اجعل لنا آلهة" [আমাদের জন্য ও ইলাহ ঠিক করে দিন] এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হবে। [অর্থাৎ তোমার দ্বীনতো শিরক করার নির্দেশ দেয়নি তাহলে তোমাকে শিরকের নির্দেশ দান কারী দ্বীন কি?]

২১। মুশরিকদের রীতি-নীতির মত আহলে কিতাবের [অর্থাৎ

এ গুলো হচ্ছে ইবাদতের প্রাণ শক্তি, সৃষ্টি কর্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁরই ইবাদত হিসেবে গণ্য। পক্ষান্তরে গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিলের বিষয়টি হচ্ছে মাখলুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করার শামিল।

'আল্লাহর কাছে দোয়া করা, যা ইখলাস ও তাওহীদের পরিচায়ক', আর 'মাখলুকের কাছে দোয়া করা' যা শিরক ও কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করার মাঝে যে বিরাট পার্থক্য নিহিত রয়েছে, উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যেও ঠিক একই পার্থক্য নিহিত রয়েছে।

www.bjilibrary.com

আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের] রীতি-নীতি ও দোষনীয়।

২২। যে বাতিল এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো তা পরিবর্তন কারী একজন নওমুসলিমের অন্তর পূর্বের সে অভ্যাস ও স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। "و نحن حدثاء عهد بكفر" [আমরা কুফরী যুগের খুব নিকটবর্তী ছিলাম বা নতুন মুসলমান ছিলাম] সাহাবীদের এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

www.bjilibrary.com

১০ম অধ্যায়ঃ

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى للّه رب العالمين لاشريك له (انعام : ١٦٢)

"আপনি বলুন, "আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ [সবই] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যার কোন শরীক নেই" (আনআম ঃ ১৬২)।

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

"فصل لربك و انحر" (الكوثر : ٢)

"আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন (আল-কাউসার ঃ ২)।

৩। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "রাসুল (সঃ) চারটি বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন ঃ

(ক) لعن اللّه من ذبح لغير اللّه

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লানত।"

(খ) لعن اللّه من لعن و الديه

"যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত"।

ব্যাখ্যা

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে [পশু] যবেহ করা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করার ব্যাপারেও তাঁর নির্দেশ দ্ব্যর্থহীন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর মহাগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে পশু যবেহ করার বিষয়টি নামাজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

www.bjilibrary.com

(গ) لَعَنَ اللّٰهُ من آوى محدثا

"যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত"।

(ঘ) لعن اللّٰه من غير منار الارض

"যে ব্যক্তি জমির সীমানা [চিহ্ন] পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত"। (মুসলিম)

৪। তারিক বিন শিহাব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

دخل الجنة رجل فى ذباب و دخل النار رجل فى ذباب قالوا و كيف ذلك يا رسول اللّٰه قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما : قرب قال : ليس عندى شئ أقرب ، قالوا له : قرب و لو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار . و قالوا للآخر : قرب ، قال ماكنت أقرب شيئا دون اللّٰه عز و جل فضربوا عنقه فدخل الجنة (رواه أحمد)

"এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বল্লেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এমনটি কিভাবে হলো? তিনি বললেন, "দু'জন লোক এমন একটি কওমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল যার জন্য একটি মূর্তি নির্ধারিত ছিল। উক্ত মূর্তিকে কোন কিছু নযরানা বা উপহার না দিয়ে কেউ সে স্থান অতিক্রম করতোনা। উক্ত কওমের লোকেরা দু'জনের একজনকে বললো, 'মূর্তির জন্য তুমি কিছু নযরানা পেশ করো'। সে বললো,

---

এ কথা যখন প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা একটি মহৎ ইবাদত ও আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত, তখন গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শিরকে আকবার,যা মানুষকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়ার মত অপরাধ।

শিরকে আকবারের সীমা এবং যে তাফসীর শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণীকে একত্রিত করেছে [অর্থাৎ শিরকে আকবরের সীমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্বারা যা বুঝা যায়]

www.bjilibrary.com

'নযরানা দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই'। তারা বললো, 'অন্ততঃ একটা মাছি হলেও নযরানা স্বরূপ দিয়ে যাও'। অতঃপর সে একটা মাছি মূর্তিকে উপহার দিলো। তারাও লোকটির পথ ছেড়ে দিলো। এরফলে মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে গেলো। অপর ব্যক্তিকে তারা বললো, "মূর্তিকে তুমিও কিছু নযরানা দিয়ে যাও। সে বললো, 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য আমি কাউকে কোন নযরানা দেইনা'। এর ফলে তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিলো। [শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে] মৃত্যুর পর সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।" (আহমাদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ-

১। "قل ان صلاتى و نسكى" এর তাফসীর।

২। "فصل لربك و انحر" এর তাফসীর।

৩। প্রথম অভিশপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ কারী।

৪। যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। এরমধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে, তুমি কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিবে।

৫। যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। বিদআতী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় আবিষ্কার

তার ফল হচ্ছে এই যে, বান্দাহর কোন প্রকার ইবাদত অথবা এর সামান্যতম অংশ গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করা শিরকে আকবরের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ধ্যান-ধারণা, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম শারে' [শরীয়ত প্রণেতা] এর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছে বলে প্রমাণিত সে গুলো এক আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করার নামই হচ্ছে তাওহীদ, ঈমান ও ইখলাস।

পক্ষান্তরে এগুলো গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করার নামই হচ্ছে শিরক এবং কুফর। শিরকে আকবার নির্ণয়ের এ ব্যাপক মূলনীতি [যা থেকে কিছুই বাদ পড়েনি] গ্রহণ করা উচিৎ।

www.bjilibrary.com

বা উদ্ভাবন করে, যাতে আল্লাহর হক ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায় যে তাকে উক্ত বিষয়ের দোষ-ত্রুটি বা অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৬। যে ব্যক্তি জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। এটা এমন চিহ্নিত সীমানা যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর জমির অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭। নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লানত এবং সাধারণভাবে পাপীদের উপর লানতের মধ্যে পার্থক্য।

৮। এ গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীটি মাছির কাহিনী হিসেবে পরিচিত।

৯। তার জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হচ্ছে ঐ মাছি, যা নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দেয়ার কোন ইচ্ছা না থাকা সত্বেও কওমের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সে [মাছিটি নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দিয়ে শিরকী] কাজটি করেছে।

১০। মুমিনের অন্তরে শিরকের [মারাত্মক ও ক্ষতিকর] অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। নিহত [জান্নাতী] ব্যক্তি নিহত হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের দাবীর কাছে সে মাথা নত করেনি। অথচ তারা তার কাছে কেবলমাত্র বাহ্যিক আমল ছাড়া আর

শিরকে আসগার হচ্ছে বান্দাহর এমন সব উপায় উপকরণ, যে গুলো কামনা-বাসনা,কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মের মাধ্যমে বান্দাহকে শিরকে আকবারের দিকে ধাবিত করে যদিও তা ইবাদতের পর্যায় উপনীত হয়নি।

তাই তোমার উচিৎ শিরকে আকবার ও আসগারের মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলা। কেননা এ জ্ঞান অত্র গ্রন্থটির বর্তমান অধ্যায়ের পূর্ব ও পরবর্তী অধ্যায়গুলো বুঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। আর এর সাহায্যেই তুমি এমন সব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে যে সব বিষয়ে অধিক সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দের অবকাশ আছে।

www.bjilibrary.com

কিছুই দাবী করেনি।।

১১। যে ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে সে একজন মুসলমান। কারণ সে যদি কাফের হতো তাহলে এ কথা বলা হতোনা "دخل النار فى ذباب" একটি মাছির ব্যাপারে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। [অর্থাৎ মাছি সংক্রান্ত শিরকী ঘটনার পূর্বে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য ছিল]

১২। এতে সেই সহীহ হাদীসের পক্ষে স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله و النار مثل ذلك

"জান্নাত তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। জাহান্নামও তদ্রূপ নিকটবর্তী।"

১৩। এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, অন্তরের আমলই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এমনকি মূর্তি পূজারীদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত ।

www.bjilibrary.com

১১তম অধ্যায়ঃ

যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে [পশু] যবেহ করা হয় সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা শরীয়ত সম্মত নয়।

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

لاتقم فيه اَبدًا (التوبة : ١٠٨)

"[হে নবী] আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না।"

(তাওবাহ ঃ ১০৮)

২। হযরত ছাবিত বিন আদ্দাহ্হাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

نذر رجل ان ينحر إبلا ببوانة فسأل النبى صلى الله عليه و سلم فقال : هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا، قال : فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا : لا، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اوف بنذرك ، فانه لا وفاء لنذر فى معصية الله، و لافيما لا يملك إبن آدم (رواه ابو داؤد و اسناده على شرطهما)

"এক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মান্নত করলো। তখন রাসুল (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সে স্থানে

ব্যাখ্যা

যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু যবেহ করা হয় সেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শরীয়ত সম্মত নয়। এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়ের পরপরই সন্নিবেশিত করা উত্তম হয়েছে। কারণ পূর্বের অধ্যায়টিতে উদ্দেশ্য এবং এ অধ্যায়ে তার মাধ্যমগুলো আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়টি ছিলো শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। আর এ অধ্যায়টিতে শিরকের নিকটবর্তী মাধ্যম গুলোর কথা আলোচিত হয়েছে।

যে স্থানে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে সে স্থানটি

www.bjilibrary.com

এমন কোন মূর্তি ছিলো কি, জাহেলী যুগে যার পূজা করা হতো" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'না,। তিনি বললেন,"সে স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হতো? "তাঁরা বললেন, 'না' [অর্থাৎ এমন কিছু হতোনা] তখন রাসূল (সঃ) বললেন, "তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করো।" তিনি আরো বললেন,"আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূর্ণ করা যাবেনা। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয় তেমন মান্নতও পূরা করা যাবেনা"

(আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে যে সব বিষয় জানা যায় তা নিম্নরূপ ঃ-

১। "لا تقم فيه ابداً" এর তাফসীর।

২। দুনিয়াতে যেমনি ভাবে পাপের [ক্ষতিকর] প্রভাব পড়তে পারে, তেমনিভাবে [আল্লাহর] আনুগত্যের [কল্যাণময়] প্রভাবও পড়তে পারে।

৩। দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য কঠিন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সহজ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

৪। প্রয়োজন বোধে "মুফতী" জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ [প্রশ্ন কারীর কাছে] চাইতে পারেন।

৫। মান্নতের মাধ্যম কোন স্থানকে খাস করা কোন দোষের বিষয় নয়, যদি তাতে শরীয়তের কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে।

৬। জাহেলী যুগের মূর্তি থাকলে তা দূর করার পরও সেখানে মান্নত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭। জাহেলী যুগের কোন উৎসব বা মেলা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে

শিরকের নিদর্শনে [তাদের ভাষায় পূণ্য লাভের স্থানে] পরিণত হয়। কারণ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেব-দেবীর নৈকট্য লাভ করা এবং আল্লাহর সাথে শরীক করা। এ কারণেই যদি কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তেও উক্ত স্থানে পশু যবেহ করে, তবু তা হবে মুশরিকদের অনুরূপ কাজ এবং মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের পূণ্যময় স্থানের অংশীদার। মুশরিকদের কোন কাজের সাথে বাহ্যিক মিল, অধিকন্তু তাদের সাথে আভ্যন্তরীন মিল এবং তাদের প্রতি আসক্তিরই পরিচায়ক।

www.bjilibrary.com

থাকলে, তা বন্ধ করার পর ও সেখানে মান্নত করা নিষিদ্ধ।

৮। এসব স্থানের মান্নত পূরা করা জায়েয নয়। কেননা এটা অপরাধমূলক কাজের মান্নত।

৯। মুশরিকদের উৎসব বা মেলার সাথে কোন কাজ সাদৃশ্য পূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল হওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

১০। পাপের কাজে কোন মান্নত করা যাবে না।

১১। যে বিষয়ের উপর আদম সন্তানের কোন হাত নেই সে বিষয়ে মান্নত পূরা করা যাবে না।

এ কারণেই "শারে" অর্থাৎ শরীয়তের বিধান দাতা, কাফেরদের নিদর্শন তাদের প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং তাদের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে মিল ও সামঞ্জস্য রাখতে নিষেধ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে কাফের ও মুশরিকদের এমন সব সাদৃশ্যমূলক বিষয় থেকে দূরে রাখা, যেগুলো তাদের প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তির দিকে ধাবিত করে। এমনকি মুশরিকরা যে সময় গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করতো, বিজাতীয় অনুকরণের আশংকায় সে সময় নফল নামায পড়তে [মুসলমানদেরকে] রাসূল (স:) নিষেধ করেছেন।

www.bjilibrary.com

১২তম অধ্যায়ঃ

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে মান্নত করা শির্‌ক

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

يوفون بالنذر (الانسان : ٧)

"তারা মান্নত পূরা করে" (ইনসান ঃ ৭)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه (البقرة : ٢٧)

"তোমরা যা কিছু খরচ করেছো আর যে মান্নত মেনেছো, তা আল্লাহ জানেন"। (বাকারা ঃ ২৭)

৩। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মান্নত করে সে যেন তা পূরা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।" [অর্থাৎ মান্নত যেন পূরা না করে।]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। [নেক কাজে] মান্নত পূরা করা ওয়াজিব।

২। মান্নত যেহেতু আল্লাহর ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত, সেহেতু গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করা শিরক।

৩। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূরা করা জায়েয নয়।

www.bjilibrary.com

১৩ তম অধ্যায়ঃ

গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا (الجن : ٦)

"মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাইতেছিল, এর ফলে তাদের [জ্বিনদের] গর্ব ও অহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল।" (জ্বিন ঃ ৬)

২। হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমি রাসূল (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতীর্ণ হয়ে বললো,

"اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" (رواه مسلم)

"আমি আল্লাহ তাআ'লার পূর্ণাঙ্গ কালামের কাছে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।" তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা জ্বিনের ৬নং আয়াতের তাফসীর।

২। গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরকের মধ্যে গণ্য।

৩। হাদীসের মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর [অর্থাৎ গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক] দলীল পেশ করা। ওলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করেন যে, কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ "আল্লাহর কালাম" মাখলুক [সৃষ্টি] নয়। তাঁরা বলেন 'মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক।'

৪। সংক্ষিপ্ত হলেও উক্ত দোয়ার ফজীলত।

৫। কোন বস্তু দ্বারা পার্থিব উপকার হাসিল করা অর্থাৎ কোন অনিষ্ট থেকে তা দ্বারা বেঁচে থাকা কিম্বা কোন স্বার্থ লাভ, এ কথা প্রমাণ করে না যে, উহা শেরকের অন্তর্ভূক্ত নয়।

www.bjilibrary.com

১৪ তম অধ্যায়ঃ
গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা দোয়া করা শিরক

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

و لاتَدعُ من دون اللّه ما لاينفعك و لايضرك فان فعلت فانـــك اذا مـن الظـالمين . و ان يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له الا هـــو (يونس : ١٠٦، ١٠٧)

"আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকোনা, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতি ও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন করো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।" (ইউনুসঃ ১০৬, ১০৭)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

فابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه (العنكبوت : ١٧)

"আল্লাহর কাছে রিযিক চাও এবং তাঁরই ইবাদত করো"।

(আনকাবূতঃ ১৭)

৩। আল্লাহ তাআ'লা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

و من اضل ممن يدعو من دون اللّه من لايستجيب له الى يوم القيامة (الاحقاف : ٥)

"তার চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন সত্তাকে ডাকে যে সত্তা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না"। (আহকাফঃ ৫)

৪। আল্লাহ তাআ'লা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

www.bjilibrary.com

أمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء (النمل : ٦٢)

"বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে? আর কে তার কষ্ট দূর করে?"(নামল ঃ ৬২)।

৫। ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) এর যুগে এমন একজন মুনাফিক ছিলো, যে মুমিনদেরকে কষ্ট দিতো। তখন মুমিনরা পরস্পর বলতে লাগলো, চলো, আমরা এ মুনাফিকের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (সঃ) এর সাহায্য চাই। নবী করীম (সঃ) তখন বললেন,

انه لايستغات بى و انما يستغاث باللّه

"আমার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবেনা। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নাক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ-

১। সাহায্য চাওয়ার সাথে দোয়াকে আত্ফ্ করার ব্যাপারটি কোন عام বস্তুকে خاص বস্তুর সাথে সংযুক্ত করারই নামান্তর।

২। "و لاتدع من دون اللّه ما لاينفعك و لايضرك" আল্লাহর এ বাণীর তাফসীর।

ব্যাখ্যা

শিরকে আকবারের সীমারেখার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচিত মূলনীতি [অর্থাৎ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করলো সে মুশরিক] এর মর্মার্থ যখন তুমি উপলব্ধি করতে পারবে, তখন গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত এর পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ও তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কেননা "মান্নত" ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তাই যারা "মান্নত" পূরা করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। নবী (সঃ) ও নেক কাজে মান্নত পূরা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন প্রতিটি জিনিসই "ইবাদত" যার প্রশংসা "শারে" [শরীয়তের বিধান দাতা] করেছেন অথবা যার সম্পাদন কারীর অথবা নির্দেশ দান কারীর প্রশংসা করেছেন।

www.bjilibrary.com

৩। গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া বা গাইরুল্লাহকে ডাকা 'শিরকে আকবার।'

৪। সব চেয়ে নেককার ব্যক্তিও যদি অন্যের সন্তুষ্টির জন্য গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় বা দোয়া করে, তাহলেও সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৫। এর পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ

وان يمسسك اللّه بضر فلاكا شف له الا هو এর তাফসীর।

৬। গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করা কুফ্‌রী কাজ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এর কোন উপকারিতা নেই। [অর্থাৎ কুফরী কাজে কোন সময় দুনিয়াতে কিছু বৈষয়িক উপকারিতা পাওয়া যায়, কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করার মধ্যে দুনিদয়ার উপকারও নেই]

৭। ৩য় আয়াত فابتغوا عند اللّه الرزق و اعبدوه

এর তাফসীর।

৮। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে রিযিক চাওয়া উচিৎ নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে জান্নাত চাওয়া উচিৎ নয়।

৯। ৪র্থ আয়াত অর্থাৎ

ومن اضل ممن يدعو من دون اللّه من لايستجيب
له الى يوم القيامة এর তাফসীর।

১০। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে, তার চেয়ে বড় গোমরাহ আর কেউ নয়।

তাই জাহেরী-বাতেনী কার্য-কলাপ ও কথা-বার্তার মধ্য থেকে যা আল্লাহ তাআ'লা পছন্দ করেন এবং যা দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হন এমন সব কিছুই আল্লাহর ইবাদত। মান্নতও এর [ইবাদতের] অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তাআ'লা যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে যাবতীয় বালা-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টের সময় একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। এসব বিষয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ইখলাস ও একনিষ্ঠতার নামই হচ্ছে ঈমান ও তাওহীদ। আর গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে এগুলো করার নামই হচ্ছে শিরক।

দোয়া এবং ইস্তেগাছার [সাহায্য চাওয়ার] মধ্যে পার্থক্য ঃ

সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নাম হচ্ছে 'দোয়া'। আর দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করার নাম হচেছ 'ইস্তেগাছা'।

www.bjilibrary.com

১১। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে, দোয়া করে সে গাইরুল্লাহ দোয়াকারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে, অর্থাৎ তার ব্যাপারে গাইরুল্লাহ সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে।

১২। مدعو [মাদউ'] অর্থাৎ যাকে ডাকা হয় কিংবা যার কাছে দোয়া, করা হয়, দোয়াকারীর প্রতি তার রাগ ও শত্রুতার কারণই হচ্ছে ঐ দোয়া যা তার [গাইরুল্লাহর] কাছে করা হয়। [কারণ প্রকৃত মাদউ'] কখনো এরকম শিরকী কাজের অনুমতি কিংবা নির্দেশ দেয়নি]।

১৩। গাইরুল্লাহকে ডাকার অর্থই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

১৪। ঐ ইবাদতের মাধ্যমেই কুফরী করা হয়।

১৫। আর এটাই তার [গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া কারীর] জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হওয়ার একমাত্র কারণ।

১৬। পঞ্চম আয়াত অর্থাৎ

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء

এর তাফসীর।

১৭। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মূর্তি পূজারীরাও একথা স্বীকার করে যে, বিপদগ্রস্ত, অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির ডাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিতে পারেনা। এ কারণেই তারা যখন কঠিন মুসীবতে পতিত হয়, তখন ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে তারা আল্লাহকে ডাকে।

১৮। এর মাধ্যমে রাসূল (সঃ) কর্তৃক তাওহীদের হেফাযত, সংরক্ষণ এবং আল্লাহ তাআ'লার সাথে আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার বিষয়টি জানা গেলো।

এসব ব্যাপারে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনিই দোয়া কারীর ডাকে সাড়া দেন। তিনিই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি কোন নবী, ফিরিস্তা, অলী অথবা অন্য কারো নিকট দোয়া করলো কিংবা গাইরুল্লাহর কাছে এমন ব্যাপারে সাহায্য চাইলো, যে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই, সে মুশরিক, কাফির। সাথে সাথে সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেলো। এবং জ্ঞান শূন্য উন্মাদে পরিণত হলো।

সৃষ্টি জগতের কারো কাছেই তার নিজের কিংবা অন্যের কল্যাণ সাধন অথবা মুসীবত দূর করার ক্ষমতা নেই। বরং সৃষ্টি কুলের সবাই সর্ব বিষয়ে আল্লাহর নিকট মহতাজ ও মুখাপেক্ষী।

www.bjilibrary.com

১৫ তম অধ্যায়ঃ

তাওহীদের মর্মকথা

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

ايشركون مالا يخلق شيئا و هم يخلقون و لايستطيعون لهم نصـــرا (الاعراف : ١٩١-١٩٢)

"তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়। আর তারা তদেরকে [মুশরিকদেরকে] কোন রকম সাহায্য করতে পারেনা।"

(আ'রাফ :১৯১,১৯২)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير (فاطر :١٣)

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে [উপকার সাধন অথবা মুসীবত দূর করার জন্য] ডাকো তারা কোন কিছুরই মালিক নয়।" (ফাতের ঃ ১৩)

৩। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'উহুদ যুদ্ধে নবী (সঃ) আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেলো। তখন নবী (সঃ) [দুঃখ করে] বললেন,

كيف يفلح قوم شجو نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيئ

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণীঃ ايشركون مالايخلق شيئا وهم يخلقون

"তারা কি আল্লাহর সাথে এমন জিনিসকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি হয়"। আল্লাহ তাআ'লার এ বাণী তাওহীদের দলীল ও প্রমাণাদির ক্ষেত্রে সূচনা মাত্র। তাওহীদের জন্য এত বেশী নকলী [কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক] এবং আকলী [জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক] দলীল প্রমাণাদি রয়েছে যা অন্য বিষয়ের জন্য নেই।

ইতিপূর্বে আলোচিত দু'রকমের তাওহীদ অর্থাৎ, রুবিয়্যাতের তাওহীদ এবং আসমা ও সিফাতের তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদের সবচেয়ে বড় দলীল ও প্রমাণ।

www.bjilibrary.com

"সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে, যারা তাদের নবীকে আঘাত দেয়"। তখন ليس لك من الامر شئ এ আয়াত নাযিল হলো। যার অর্থ হচ্ছে, [আল্লাহর] 'এ [ফয়সালার] ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই।'

৪। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সঃ) কে ফজরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন اللهم العن فلانا وفلانا "আল্লাহ তুমি অমুক, অমুক [নাম উল্লেখ করে] ব্যক্তির উপর তোমার লানত নাযিল করো।" তখন এ আয়াত নাযিল হয় ليس لك من الامر شيئ অর্থাৎ "এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।" আরেক বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল (সঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং সোহাইল বিন আমর আল-হারিছ বিন হিশামের উপর বদদোয়া করেন তখন এ আয়াত ليس لك من الامر شيئ

নাযিল হয়েছে।

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) এর উপর যখন وانذر عشيرتك الاقربين নাযিল হলো তখন আমাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

يامعشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغنى عنكم من

অতএব সৃষ্টি ও বিশ্ব নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে যিনি এক, এবং সর্ব্ব বিষয়ে যিনি "কামালে মুতলাক" [অর্থাৎ নিরঙ্কুশ পূর্ণতার অধিকারী], তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের হকদার নয়।

এমনিভাবে তাওহীদের আরো প্রমান হচ্ছে, মাখলুকের গুণাগুণ এবং কে ইবাদতের মধ্যে শিরক করছে সে সম্পর্কিত জ্ঞান। কেননা আল্লাহ ছাড়া ফিরিস্তা মানুষ, গাছ, পাথর, এবং অন্য যারই ইবাদত করা হোক না কেন সবই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, এবং তাঁর কাছে ক্ষমতাহীন। বিন্দুমাত্র উপকার সাধনের কোন ক্ষমতা তাদের নেই। কোন কিছুই তারা সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং নিজেরাই [আল্লাহর] সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত। ক্ষতি, কল্যাণ, মৃত্যু, জীবন, পুনরুত্থান ইত্যাদির উপর তাদের কোন ইখতেয়ার নেই।

www.bjilibrary.com

اللّه شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا اغنى عنك من اللّه شيئـــا
ياصفية عمة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا اغنى عنك من اللّه
شيئا و يا فاطمة بنت محمد سليني من مالى ما شئت لا اغنى عنك
من اللّه شيئا ـ

"হে কুরাইশ বংশের লোকেরা [অথবা এ ধরণেরই কোন কথা বলেছেন] তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। [শিরকের পথ পরিত্যাগ করতঃ তাওহীদের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও] আল্লাহর কাছে জাবাব দিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসবোনা। হে আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়্যাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ-

১। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত দু'টি আয়াতের তাফসীর।

২। উহুদ যুদ্ধের কাহিনী।

৩। নামাজে সাইয়্যেদুল মুরসালীন তথা বিশ্বনবী কর্তৃক "দোয়ায়ে কুনুত" পাঠ করা এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আমীন বলা।

একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। রিযিক গ্রহণ কারী প্রতিটি জীবের জন্যই তিনি রিযিকদাতা। তিনিই সকল বিষয়ের পরিকল্পনা গ্রহণকারী এবং নিয়ন্ত্রক। তিনি কল্যাণ ও অকল্যাণের একচ্ছত্র অধীপতি। তিনি কিছু দেয়া বা না দেয়ার একমাত্র মালিক। সবকিছুর মালিকানা তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সব কিছুই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন কারী। তিনিই সকল কামনা ও সাধনার আধার। সবকিছুই তাঁর করতলগত।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর মহাগ্রন্থের বহু জায়গায় এবং তাঁর রাসূলের পবিত্র জবানে [তাওহীদের উপর] যে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন তার চেয়ে উত্তম দলীল আর কি হতে পারে? আল্লাহর ওয়াদাানিয়্যাত যে অত্যাবশ্যক ও হক, আর শিরক যে বাতিল, এ মহা

www.bjilibrary.com

৪। যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়েছে তারা কাফের।

৫। অধিকাংশ কাফেররা অতীতে যা করেছিলো তারাও তাই করেছে। যেমনঃ নবীদেরকে আঘাত করা, তাঁদেরকে হত্যা করতে চাওয়া এবং একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির নাক,কান কাটা।

৬। এ ব্যাপারে নবী (সঃ) এর উপর "ليس لك من الامر شيئ" নাযিল হওয়া।

৭। "او يتوب عليهم اويعذبهم" এরপর তারা তাওবা করলো।

আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আর তারাও আল্লাহর উপর ঈমান আনলো।

৮। বালা-মুসীবতের সময় দোয়া-কুনুত পড়া।

৯। যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়, নামাজরে মধ্যে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে বদ দোয়া করা।

১০। "কুনুতে-নাযেলায়" নির্দিষ্ট করে অভিসম্পাত করা।

১১। "وانذر عشيرتك الاقربين" নাযিল হওয়ার পর পর নবী জীবনের ঘটনা।

১২। ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) এর অক্লান্ত

সত্যের জন্য বর্ণিত অধ্যায়ে যেমন রয়েছে স্বাভাবিক বুদ্ধি ভিত্তিক প্রমাণ তেমনি রয়েছে যুক্তি ভিত্তিক বর্ণিত প্রমাণ।

আশরাফুল খালক [সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি] মুহাম্মদ (সঃ) ই যদি তাঁর নিকটতম লোকদের কল্যাণ সাধনে অক্ষম হন যিনি সৃষ্টির মধ্যে দয়া ও করুণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহলে অন্যের জন্য তা কি করে সম্ভব? অতএব ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং কোন সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। এমতাবস্থায় তার দ্বীনি চেতনা বিলুপ্তির সাথে সাথে বুদ্ধি-বিবেক ও লোপ পায়। আল্লাহ তাআ'লার অসংখ্য গুণাগুণ, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং একক ভাবে "কামালে মুতলাক" [অর্থাৎ নিরঙ্কুশ পূর্ণতা] এর অধিকারী হওয়াটাই, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের হকদার নয়' এর সবচেয়ে বড় দলীল ও প্রমাণ। এমনিভাবে মাখলুকের যাবতীয় [অপূর্ণাঙ্গ] গুণাবলী তার ইলাহ হওয়ার যোগ্যতাকে বাতিল করার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

www.bjilibrary.com

সংগ্রাম ও সাধানার কথা। এমনকি এ মহৎ কাজের জন্য তাঁকে পাগল পর্যন্ত বলা হয়েছে। কোন মুসলিম যদি আজও সে ধরনের দাওয়াতী কাজ করে তবে সেও উক্ত অবস্থার শিকার হবে।

১৩। রাসূল (সঃ) তাঁর দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে বলেছেন "لا أغنى عنك من الله شيئا" [আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য করতে পারবোনা"]।এমনকি তিনি ফাতেমা (রাঃ) কেও লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

"يافاطمة لا أغنى عنك من الله شيئًا"

"হে ফাতেমা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার আমি করতে সক্ষম হবো না"।] তিনি সমস্ত নবীগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নারীকুল শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ যখন এটা বিশ্বাস করে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেননা, তখন সে যদি বর্তমান যুগের কতিপয় খাস ব্যক্তিদের অন্তরে সুপারিশের মাধ্যমে অন্যকে বাঁচানোর ব্যাপারে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে,তাহলে তার কাছে তাওহীদের মর্মকথা এবং দ্বীন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

কেননা তার সকল গুণাবলীতেই রয়েছে অপূর্ণাঙ্গতা। প্রতিটি বিষয়েই সে তার রবের মুখাপেক্ষী। তার কোন সিফাতে কামাল [পূর্ণগুণ] নেই। তার রব তাকে যতটুকু গুণের অধিকারী করেন ততটুকু গুণের অধিকারী সে হতে পারে। আর এটাই হচ্ছে তার [মাখলূকের] মধ্যে সামান্যতম উলুহিয়্যাতের অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে চিনতে পেরেছে সে তার এজ্ঞানকে এক ও লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের কাজে লাগিয়েছে। সাথে সাথে দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করেছে এবং তাঁরই প্রশংসা করেছে। দ্বীয় জবান, অন্তর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তাঁরই গুণ গেয়েছে এবং শুকরিয়া আদায় করেছে। আল্লাহর ভয়, তাঁর প্রতি আশা-আকাংখাকে অবলম্বন করে মাখলূকের সাথে তার সম্পর্ককে ছিন্ন করেছে।

www.bjilibrary.com

১৬ তম অধ্যায়ঃ

১। আল্লাহ তাআ'লার বাণী,

حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلى الكبير (شيئا : ٢٣)

"এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা সুপারিশ কারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গিয়েছে আর তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ। (সাবা ঃ ২৩)

২। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

"اذا قضى الله الامر فى السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله ، كانه سلسلة على صفوان ، ينفذهم ذلك (حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق و هو العلى الكبير فيسمعها مسترق السمع ، و مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض و صفه سفيان بن عيينه بكفه ، فحرفها و بدد بين اصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها الى من تحته ، ثم يلقيها الآخر الى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن ، فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها . و ربما القاها قبل ان يدركه. فيكذب معها

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বানী "حتى فزع عن قلوبهم"

"এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়"

তাওহীদ অনিবার্য হওয়া আর শিরক বাতিল হওয়ার এটা বিরাট প্রমাণ। আর এ প্রমাণ পেশ করা হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর এমন সব উক্তি বর্ণনার মাধ্যমে যা আল্লাহ তাআ'লার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। পক্ষান্তরে সৃষ্টি বা মাখলুকের শ্রেষ্ঠত্বকে ম্লান করে দেয়। ফিরিস্তাকুল, আকাশও ভূমন্ডলের সবকিছুই তাঁর বশ্যত স্বীকার করে।

www.bjilibrary.com

مائة كذبة . فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا " كذا و كـــــذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء ـ

"যখন আল্লাহ তাআ'লা আকাশে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর কথার সমর্থনে বিনয়াবনত হয়ে ফিরিস্তারা তাদের ডানাগুলো নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যখন তাদের অন্তর থেকে এক সময় ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কি বলেছেন? তারা জবাবে বলে, 'আল্লাহ হক কথাই বলেছেন। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব কথা চোরেরা এ ভাবে পর পর অবস্থান করতে থাকে। এহাদীসের বর্ণনাকারী সুফইয়ান বিন উ'য়াইনা চুরি করে কথা শ্রবণকারী [কথা চোরা]দের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিজের ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত এ কথা একজন যাদুকর কিংবা গণকের ভাষায় দুনিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বে শ্রবণকারীর উপর আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় আগুণের তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে মিথ্যার বেশাতি করা হয়। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক-অমুক দিনে এমন এমন কথা কি

তারা যখন তাঁর কথা শুনে তখন তাদের অন্তর স্থির থাকতে পারেনা। সমগ্র সৃষ্টিকুল তাঁর জালালত ও মহত্বের কাছে অবনত। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের কথা সবাই স্বীকার করে। সবাই তাঁর অনুগত। তাঁর ভয়ে সবাই ভীত। অতএব যে সত্তা এ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তিনিই একমাত্র রব যিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত, প্রশংসা, গুণগান, শুকরিয়া, তা'জীম এবং উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারেনা। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এসব বিষয়ে সামান্যতম অধিকার লাভ করার যোগ্যতা রাখেনা।

www.bjilibrary.com

তোমদেরকে বলা হয়নি? এমতাবস্থায় আকাশে শ্রুত কথাটিকেই সত্যায়িত করা হয়।

৩। নাওয়াস বিন সামআ'ন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)ইরশাদ করেছেন,

اذا اراد الله تعالى ان يوحى بالأمر ، و تكلم بالوحى اخذت السماوات منه رجفة ، او قال : رعدة شديدة خوفا من الله عز و جل، فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا و خروا لله سجداً ، فيكون اول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكة . كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق ، و هو العلى الكبير ، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهى جبريل بالوحى الى حيث أمره الله عز وجل .

"আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন বিষয়ে অহী করতে চান এবং অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত আকাশ মন্ডলী কেঁপে উঠে অথবা বিকট আওয়াজ করে। আকাশবাসী ফিরিস্তাগণ এ বিকট আওয়াজ শুনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে । এ অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হচ্ছেন 'জিবরাঈল' (আঃ) । তারপর আল্লাহ তাআ'লা যা ইচ্ছা করেন অহীর মাধ্যমে জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে কথা বলেন। জিবরাঈল (আঃ) এরপর ফিরিস্তাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। যতবারই আকাশ অতিক্রম করতে থাকেন ততবারই উক্ত আকাশের

কামালে মুত্লাক [অর্থাৎ নিরঙ্কুশ পূর্ণতা], বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের গুণাবলী এবং নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য যেহেতু আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট সেহেতু অন্য কারো পক্ষে এসব গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া সম্ভব নয়।

তাই জাহেরী-বাতেনী সকল ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। উবুদিয়্যাতের এ অধিকারে কোন দিক থেকেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

ফিরিস্তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে জিবরাঈল, আমাদের রব কি বলেছেন?' জিবরাঈল উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ হক কথাই বলেছেন, তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ'। একথা শুনে তারা সবাই জিবরাঈল যা বলেছেন তাই বলে। তারপর আল্লাহ তাআ'লা জিবরাঈলকে যেখানে অহী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন সে দিকে চলে যান।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা সাবার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২। এ আয়াতে রয়েছে শিরক বাতিলের প্রমাণ। বিশেষ করে সালেহীনের সাথে যে শিরককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটিই সে আয়াত, যাকে অন্তর থেকে শিরক বৃক্ষের 'শিকড় কর্তন কারী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩। قال الحق وهو العلى الكبير এ আয়াতের তাফসীর।

৪। হক সম্পর্কে ফিরিস্তাদের জিজ্ঞাসার কারণ।

৫। 'এমন এমন কথা বলেছেন' এ কথার মাধ্যমে জিবরাঈল কর্তৃক জবাব প্রদান।

৬। সিজদারত অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম জিবারঈল কর্তৃক মাথা উঠানোর উল্লেখ।

৭। সমস্ত আকাশবাসীর উদ্দেশ্যে জিবারঈল কথা বলবেন। কারণ তাঁর কাছেই তারা কথা জিজ্ঞাসা করে।

৮। বেহুশ হয়ে পড়ার বিষয়টি আকাশবাসী সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

৯। আল্লাহর কালামের প্রভাবে সমস্ত আকাশ প্রকম্পিত হওয়া।

১০। জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশিত পথে অহি সর্ব শেষ গন্তব্যে পৌঁছান।

www.bjilibrary.com

১৭তম অধ্যায় ঃ
শাফাআ'ত [সুপারিশ]

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

و انذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لاشفيع - (الانعام : ٥١)

"তুমি কুরআনের মাধ্যমে সে সব লোকদের ভয় দেখাও, যারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু এবং কোন শাফাআ'তকারী থাকবে না।" (আনআ'ম ঃ ৫১)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেন,

قل لله الشفاعة جميعا - (الزمر : ٤٤)

"বলুন, সমস্ত শাফাআ'ত কেবলমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ার ভুক্ত"। (যুমার ঃ ৪৪)

৩। আল্লাহ তাআ'লা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন.

ব্যাখ্যা

শাফাআ'ত [বা সুপারিশ]

লেখক আলোচিত অধ্যায় গুলোকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য "শাফাআ'ত" অধ্যায়টি আলোচনা করেছেন। কারণ, মুশরিকরা তাদের শিরক করার ব্যাপারে, ফিরিস্তা, আম্বিয়া এবং অলীদের কাছে তাদের দোয়া করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। তারা বলে, 'আমরা তাদেরকে ডাকি ও তাদের কাছে দোয়া করি, সাথে সাথে এটাও আমরা জানি যে, তারা মাখলুক, তারা আল্লাহর অধীন। যেহেতু আল্লাহ তাআ'লার কাছে তাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফাআ'ত করার জন্য আমরা তাদেরকে ডাকি, যেমনি ভাবে উদ্দেশ্য হাসিল, প্রয়োজন মিটানো এবং কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য মর্যাদাবান ব্যক্তিরা মধ্যস্থতা করে রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্যে পৌছে দেয়। তাদের এ যুক্তি একেবারেই বাতিল এবং

www.bjilibrary.com

من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه - (البقره : ٢٥٥)

"তাঁর [আল্লাহর] অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কে শাফাআ'ত [সুপারিশ] করতে পারে?" (বাকারাহ ঃ ২৫৫)

৪। আল্লাহ তাআ'লা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

و كم من ملك فى السماوات لاتغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد أن يأذن اللّه لمن يشاء و يرضى - (النجم : ٢٦)

"আকাশ মন্ডলে কতইনা ফিরিস্তা রয়েছে। তাদের শাফাআ'ত কোন কাজেই আসবেনা, তবে হাঁ, তাদের শাফাআ'ত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন।" (নাজম ঃ ২৬)

৫। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেন,

قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه لايملكون مثقال ذرة فى السماوات و لا فى الارض - (سبأ : ٢٢)

"[হে মুহাম্মদ, মুশরিকদেরকে] বলো, তোমরা তোমাদের সেই সব

অন্তঃসারশূণ্য। তাদের উপরোক্ত বক্তব্য রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ তাআ'লা যাকে সবাই ভয় করে, সমস্ত সৃষ্টি জগৎ যার করতলগত, তাঁর সাথে দুনিয়ার পর মুখাপেক্ষী রাজাদের তুলনা করারই নামান্তর। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা নিজেদের কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাধা করার জন্য এবং প্রভাব ও শক্তি খাটানোর জন্য মন্ত্রীবর্গের মুখাপেক্ষী হয়।

মুশরিকদের উপরোক্ত দাবী আল্লাহ তাআ'লা বাতিল ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা যেমনি ভাবে গোটা বিশ্বের মালিক এবং স্বার্বভৌমত্বের অধিকারী, তেমনি ভাবে সব ধরনের শাফাআ'তও তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁরই অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর কাছে শাফাআ'ত করতে পারবেনা। যার কথা ও কাজে তিনি সন্তুষ্ট, তাকে ছাড়া আর কাউকে তিনি শাফাআ'তের অনুমতি দিবেন না। আর তাওহীদ এবং ইখলাস পূর্ণ কাজ ব্যতীত তিনি অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হননা।

www.bjilibrary.com

মা'বুদদেরকে ডেকে দেখো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের মা'বুদ মনে করে নিয়েছো, তারা না আকাশের, না যমীনের এক অনু পরিমাণ জিনিসের মালিক।" (সাবা ঃ ২২)

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ (রাহঃ) বলেন, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার সবই আল্লাহ তাআ'লা অস্বীকার করেছেন।

গাইরুল্লাহর জন্য রাজত্ব অথবা আল্লাহর ক্ষমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদারিত্ব অথবা আল্লাহর জন্য কোন গাইরুল্লাহ সাহায্য কারী হওয়ার বিষয়কে তিনি অস্বীকার করেছেন। বাকী থাকলো শাফাআ'তের বিষয়। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ তাআ'লা শাফাআ'ত [সুপারিশ] এর জন্য যাকে অনুমতি দিবেন তার ছাড়া আর কারো শাফাআ'ত কোন কাজে আসবেনা।"

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

و لا يشفعون الا لمن ارتضى - (الانبياء : ٢٨)

"তিনি [আল্লাহ] যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তার পক্ষেই তারা শাফাআ'ত [সুপারিশ] করবে।" (আম্বিয়া ঃ ২৮)

আল্লাহ তাআ'লা বলে দিয়েছেন যে, মুশরিকদের ভাগ্যে কোন ধরনের শাফাআ'তই নেই। সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে যে শাফাআ'ত কুরআন ও সুন্নায় স্বীকৃত রয়েছে, তা তাঁরই পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ মুখ-লিস বান্দাহদের জন্যই বিশেষ ভাবে নির্ধারিত। এর দ্বারা তিনি তাঁর করুণা হিসেবে শাফাআ'ত কারীকে সম্মানিত করবেন। আর সুপারিশকৃত ব্যক্তির প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন করবেন। প্রকৃত পক্ষে এরজন্য তিনিই হচ্ছেন একমাত্র প্রশংসিত সত্তা। তিনিই মুহাম্মদ (সঃ) কে শাফাআ'তের জন্য অনুমতি প্রদান করবেন এবং "মাকামে মাহমুদ' প্রদান করে ভাগ্যবান করবেন। এটাই হচ্ছে শাফাআ'তের ব্যাপারে বিস্তারিত কথা, যার প্রমাণাদি কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায়। এখানে গ্রন্থকার শাইখ তাকীউদ্দীন (রাহঃ) এর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আলোচিত বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট।

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর এমন দলীল প্রমাণাদি উল্লেখ করা,

www.bjilibrary.com

মুশরিকরা যে শাফাআ'তের আশা করে, কেয়ামতের দিন তার কোন অস্তিত্বই থাকবেনা। কুরআনে কারীমও এধরনের শাফায়া'তকে অস্বীকার করেছে। নবী কারীম (সঃ) জানিয়েছেন,

انه يأتى فيسجد لربه و يحمده - لا يبدأ بالشفاعة اولا - ثم يقال له : ارفع رأسك ، و قل تسمع وسل تعط واشفع تشفع -

"তিনি অর্থাৎ নবী (সঃ) আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। অতঃপর তাঁর রবের উদ্দেশ্যে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হবেন। প্রথমেই তিনি শাফাআ'ত বা সুপারিশ করা শুরু করবেন না। অতঃপর তাঁকে বলা হবে, "হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও। তুমি তোমার কথা বলতে থাকো, তোমার কথা শ্রবন করা হবে। তুমি চাইতে থাকো, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে থাকো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শাফাআ'ত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?' নবী (সঃ) জবাবে বললেন, 'যে ব্যক্তি খালেস দিলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।"

এ হাদীসে উল্লেখিত শাফাআ'ত [বা সুপারিশ] আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি প্রাপ্ত এবং নেককার মুখলিস বান্দাহদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কাউকে শরীক করবে তার ভাগ্যে এ শাফাআ'ত জুটবে না।

যা দ্বারা মুশরিকদের সাথে তাদের যাবতীয় উপাস্য গুলোর সম্পর্ক ও ওসীলা বাতিল প্রমাণিত হয়। আল্লাহর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের কোন অধিকার নেই। এ অধিকার স্বতন্ত্র ভাবে ও নেই, সামষ্টিক ভাবেও নেই, সাহায্যকারী হিসেবেও নেই; এমনকি তার ক্ষমতা প্রকাশকারী হিসেবেও নেই। শাফাআ'তের ব্যাপারেও তাদের কিছুই করার নেই। এর সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন। অতত্রব এটাই প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য।

www.bjilibrary.com

এ আলোচনার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআ'লা মুখলিস বান্দাহগণের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং শাফাআ'তের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাফাআ'ত কারীকে সম্মানিত করা এবং মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান দান করা।

কুরআনে কারীম যে শাফাআ'তকে অস্বীকার করেছে, তাতে শিরক বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি সাপেক্ষে 'শাফাআ'ত' এর স্বীকৃতির কথা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। নবী (সঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শাফাআ'ত একমাত্র তাওহীদবাদী নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ

১। উল্লেখিত আয়াত সমূহের তাফসীর।

২। যে শাফাআ'তকে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি।

৩। স্বীকৃত শাফাআ'তের গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

৪। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাফায়া'তের উল্লেখ। আর তা হচ্ছে "মাকামে মাহমুদ"।

৫। রাসূল (সঃ) [শাফাআ'তের পূর্বে] যা করবেন তার বর্ননা। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই শাফাআ'তের কথা বলবেন না, বরং তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলেই তিনি শাফাআ'ত করতে পারবেন।

৬। শাফাআ'তের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ।

৭। আল্লাহর সাথে শিরককারীর জন্য কোন শাফাআ'ত গৃহীত হবেনা।

www.bjilibrary.com

১৮তম অধ্যায় ঃ
একমাত্র আল্লাহই হেদায়াতের মালিক

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

انك لا تهدى من احببت - (القصص : ٥٧)

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে আপনি হেদায়াত করতে পারবেন না"। (কাসাস ঃ ৫৭)

২। সহীহ বুখারীতে ইবনুল মোসাইয়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন রাসূল (সঃ) তার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ এবং আবু জাহল আবু তালিবের পাশেই উপস্থিত ছিলো। রাসূল (সঃ) তাকে বললেন, 'চাচা, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। এ কলেমা দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য কথা বলবো, তখন তারা দু'জন [আবদুল্লাহ ও আবু জাহল] তাকে বললো, 'তুমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে?' নবী (সঃ) তাকে কলেমা পড়ার কথা আরেকবার বললেন। তারা দু'জন আবু

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী- انك لا تهدى من احببت "আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না"

এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়েরই সদৃশ। রাসূল (সঃ) এক বাক্যে সকল সৃষ্টির সেরা। সম্মান ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে এবং 'ওসীলা'র দিক থেকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। এতদসত্ত্বেও তিনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করতে সক্ষম নন। হেদায়াতের পূর্ণ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার হাতে নিবদ্ধ। গোটা সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি যেমনিভাবে একক, ঠিক তেমনি ভাবে অন্তরের হেদায়াতের ক্ষেত্রেও একক ক্ষমতার অধিকারী। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, তিনিই হচ্ছেন "ইলা হে হক" [সত্য ইলাহ] তবে আল্লাহ তাআ'লার বাণী-

www.bjilibrary.com

তালিবের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা আরেকবার বললো। আবু তালিবের সর্বশেষ অবস্থা ছিল এই যে, সে আবদুল মোত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল ছিলো। এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করেছিলো। তখন রাসূল (সঃ) বললেন, 'আপনার ব্যাপারে যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হবে ততক্ষন পর্যন্ত আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো।' এরপর আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত নাযিল করেন,

ما كان للنبى و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين -

"মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা নবী এবং ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য শোভনীয় কাজ নয়।" (তাওবা ঃ ১৩)

আল্লাহ তাআ'লা আবু তালিবের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন,

إنك لا تهدى من احببت و لكن الله يهدى من يشاء -

(قصص : ٥٦)

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন।" (আল-কাসাস ঃ ৫৬)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায় ঃ-

১। انك لا تهدى من أحببت এ আয়াতের তাফসীর।

২। সুরা তাওবার ১৩নং আয়াত অর্থাৎ

و انك لتهدى الى صراط مستقيم

"আপনি অবশ্যই সরল সঠিক পথের দিকে মানুষকে হেদায়াত দান করেন।" এ আয়াতে হেদায়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের কাছে হেদায়াতের বর্ণনা দেয়া। অর্থাৎ রাসূল (সঃ) হচ্ছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মোবাল্লিগ [প্রচারক]; যা দ্বারা সৃষ্টি জগৎ হেদায়াত লাভ করতে পারে। [তিনি অন্তরের হেদায়াত দানের মালিক নন]।

www.bjilibrary.com

ما كان للنبى و الذين آمنوا أن يستغفرو للمشركين -

এর তাফসীর।

৩। قل لا اله الا الله অর্থাৎ "আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন" রাসূল (সঃ) এর এ কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এক শ্রেনীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবীদারদের বিপরীত।

৪। রাসূল (সঃ) মৃত্যু পথ যাত্রী আবু তালিবের ঘরে প্রবেশ করে যখন বললেন, চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, এ কথার দ্বারা নবী (সঃ) এর কি উদ্দেশ্য ছিল তা আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ আবু জাহলের ভাগ্য মন্দ করলেন, সে নিজেও গোমরাহ থেকে গেলো, অপরকে ও গোমরাহীর পরামর্শ দিলো। আল্লাহর চেয়ে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে আর কে বেশী জানে?

৫। আপন চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর তীব্র আকাংখ্যা ও প্রাণপন চেষ্টা।

৬। যারা আবদুল মোত্তালিব এবং তার পূর্বসূরীদেরকে মুসলিম হওয়ার দাবী করে, তাদের দাবী খন্ডন।

৭। রাসূল (সঃ) স্বীয় চাচা আবু তালেবের জন্য মাগফিরাত চাইলেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, বরং তার মাগফিরাত চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৮। মানুষের উপর খারাপ লোকদের ক্ষতিকর প্রভাব।

৯। পূর্ব পুরুষ এবং পীর-বুজুর্গের প্রতি অন্ধ ভক্তির কুফল।

১০। আবু জাহল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ ভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীর অন্তরে সংশয়।

১১। সর্বশেষ আমলের শুভাশুভ পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা আবু তালিব যদি শেষ মুহূর্তেও কালেমা পড়তো, তাহলে তার বিরাট উপকার হতো।

www.bjilibrary.com

১২। গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের অন্তরে এ সংশয়ের মধ্যে বিরাট চিন্তার বিষয় নিহিত আছে। কেননা উক্ত ঘটনায় রাসূল (সঃ) ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও তারা [কাফির মুশরিকরা] তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভাল বাসাকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে এর [গোমরাহীর তথা কথিত] সুস্পষ্টতা ও [তথা কথিত] শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই অন্ধ অনুকরণকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

www.bjilibrary.com

১৯তম অধ্যায় ঃ
নেককার পীর-বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা আদম সন্তানের কাফের ও বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম কারণ

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم - (النساء : ١٧١)

"হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করো না।" (নিসা ঃ ১৭১)

২। সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ'লার বাণী ঃ

و قالوا لا تذرن آلهتكم ، و لا تذرن ودًا و لاسواعًا و لايغوث و يعوق و نسرا - (نوح : ٢٣)

"কাফেররা বললো, 'তোমরা নিজেদের মাবূদগুলোকে পরিত্যাগ

ব্যাখ্যা

নেককার, পীর, বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা আদম সন্তানের কাফের ও বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম কারণ

"غلو" ('গুলু') হচ্ছে, সীমা লংঘন করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সাথে "খাস" কোন হকের মধ্যে কোন নেককার ব্যক্তি বা পীর বুজুর্গকে হকদার বানানো। কেননা আল্লাহর হকের মধ্যে কোন অংশীদারই শরীক হতে পারেনা। আল্লাহ তাআ'লা সর্বদিক থেকেই নিরঙ্কুশ কামালিয়াত বা পূর্ণতার অধিকারী। তিনি নিরঙ্কুশভাবে সমৃদ্ধশালী এবং কার্য পরিচালনার একচ্ছত্র মালিক। তিনি ব্যতীত আর কেউ উবুদিয়্যাত এবং উলুহিয়্যাতের অধিকারী হতে পারে না। তাই কোন ব্যক্তি যদি কোন মাখলুককে উপরোক্ত বিষয়ে আল্লাহর সামান্যতম অংশীদার মনে করে, তাহলে সে রবের সাথে মাখলুককে সমান করে ফেললো। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিরক।

www.bjilibrary.com

করোনা। বিশেষ করে "ওয়াদ", "সুআ", "ইয়াগুছ" "ইয়াউক" এবং "নসর" কে কখনো পরিত্যাগ করোনা। (নূহ ঃ ২৩)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এগুলো হচ্ছে নূহ (আঃ) এর কওমের কতিপয় নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যু বরণ করলো, তখন শয়তান তাদের কওমকে কুমন্ত্রনা দিয়ে বললো, 'যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসতো সে সব জায়গাগুলোতে তাদের [বুজুর্গ ব্যক্তিদের] মুর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মুর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করলো। তাদের জীবদ্দশায় মুর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপন কারীরা যখন মৃত্যু বরণ করলো এবং মুর্তি স্থাপনের ইতি কথা ভুলে গেলো, তখনই মুর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হলো।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, একাধিক আলেম ব্যক্তি বলেছেন, 'যখন নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদের কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে থাকতো। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করলো। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাঁদের ইবাদতে লেগে গেলো।

৩। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্নিত হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেন,

হক তিন প্রকার। একঃ আল্লাহ তাআ'লার খাস হক। এ হকের মধ্যে কোন অংশীদারই শরীক হতে পারে না। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লার উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাত। এক্ষেত্রে তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। ভয়-ভীতি এবং আশা-আকাংখার দিক থেকে 'রুগবত্' ও 'ইনাবত' একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত।

দুই ঃ নবীগণের খাস হক। আর তা হচ্ছে,তাঁদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার সমূহ আদায় করা।

তিনঃ যৌথ অধিকার। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ ও রাসূলগণের আনুগত্য করা। আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত ও তাঁর রাসূল গণের প্রতি মহাব্বত রাখা। এ মুহাব্বত মূলতঃ আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তবে রাসূল গণের প্রতি মুহাব্বত আল্লাহর হকের অধীন।

আহলে হক বা হক পন্থীগণ উপরোক্ত তিন প্রকার অধিকারের মধ্যে নিহিত

www.bjilibrary.com

لا تطرونى كما اطرت النصارى ابن مريم ، انما انا عبده فقولوا عبد اللّه و رسوله - (اخرجاه)

"তোমরা আমার মাত্রারিক্ত প্রশংসা করোনা যেমনিভাবে প্রশংসা করেছিলো নাসারারা মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) এর। আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দাহ মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

৪। হযরত ওমর (রাঃ) আরো বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ কলেছেন,

اياكم و الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو -

"তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি গুলো (দ্বীনের ব্যাপারে) সীমা লংঘন করার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

৫। মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে, রাসূল ইরশাদ করেছেন,

هلك المتنطعون قالها ثلاثا -

"দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন কারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ-

১। যে ব্যক্তি এ অধ্যায়টি সহ পরবর্তী দু'টি অধ্যায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআ'লার কুদরত এবং মানব অন্তরের আশ্চর্য জনক পরিবর্তন ক্ষমতা লক্ষ্য করতে পারবে।

২। পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম শিরকের সূচনা, যা নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সংশয় ও সন্দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

পার্থক্য সম্পর্কে অবগত আছেন। তাই তাঁরা আল্লাহর উবুদিয়াতের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে দ্বীনকে একনিষ্ঠ করেন। এর সাথে সাথে আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কেরামের হক, তাঁদের মান ও মর্যাদা অনুযায়ী আদায় করেন।

www.bjilibrary.com

৩। সর্বপ্রথম যে জিনিসের মাধ্যমে নবীগণের দ্বীনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে একথাও জেনে নেয়া যে, আল্লাহ তাআ'লাই তাদেরকে [দ্বীন কায়েমের জন্য] পাঠিয়েছেন।

৪। 'শরীয়ত' এবং 'ফিতরাত' 'বিদআতকে' প্রত্যাখ্যান করা সত্তেও বিদআত গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে অবগতি লাভ।

৫। উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হকের সাথে বাতেলের সংমিশ্রন ঃ এর প্রথমটি হচ্ছে, সালেহীন বা নেককার ও বুজুর্গ লোকদের প্রতি [মাত্রারিক্ত] ভালবাসা।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিদের এমন কিছু আচরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক উক্ত কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে 'বিদআ'ত' ও শিরকে লিপ্ত হয়।

৬। সূরা নূহের ২৩নং আয়াতের তাফসীর।

৭। মানুষের অন্তরে হকের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমান কম। কিন্তু বাতিলের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমান অপেক্ষাকৃত বেশী।

৮। কোন কোন সালফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, বিদআ'ত হচ্ছে কুফরীর কারণ। তাছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে এটাকেই বেশী পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তাওবা করা সহজ হলেও বিদআ'ত থেকে তাওবা করা সহজ নয়। [কারণ বিদআ'ত সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয় বলে পাপের অনুভূতি থাকেনা, তাই তাওবার ও প্রয়োজন অনুভূত হয়না]।

৯। আমলকারীর নিয়ত যত মহৎই হোক না কেন, বিদআ'তের পরিণতি কি, তা শয়তান ভাল করেই জানে। এ জন্যই শয়তান আমল কারীকে বিদআ'তের দিকে নিয়ে যায়।

১০। "দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন করা না করা" এ নীতি সম্পর্কে এবং সীমা লংঘনের পরিনতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১১। নেক কাজের নিয়তে কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

www.bjilibrary.com

১২। মুর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩। উপরোল্লিখিত কিস্‌সার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর অতীব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

১৪। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বিদআ'ত পন্থীরা তাফসীর হাদীসের কিতাব গুলোতে শিরক বিদআ'তের কথাগুলো পড়েছে এবং আল্লাহর কালামের অর্থও তারা জানতো, শিরক ও বিদআ'তের ফলে আল্লাহ তাআ'লা এবং তাদের অন্তরের মাঝখানে বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারপরও তারা বিশ্বাস করতো যে, নূহ (আঃ) এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটাই ছিল এমন কুফরী যার ফলে জান-মাল পর্যন্ত বৈধ হয়ে যায়। [অর্থাৎ হত্যা করে ধন-সম্পদ দখল করা যায়]।

১৫। এটা সুস্পষ্ট যে, তারা শিরক ও বিদআ'ত মিশ্রিত কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

১৬। তাদের ধারণা এটাই ছিল যে, যেসব পন্ডিত ব্যক্তিরা ছবি ও মুর্তি তৈরী করেছিল তারাও শাফাআ'ত লাভের আশা পোষণ করতো।

১৭। "তোমরা আমার মাত্রারিক্ত প্রশংসা করোনা যেমনিভাবে খৃষ্টানরা মরিয়ম তনয়কে করতো।" রাসূল (সঃ) তাঁর এ মহান বাণীর দাওয়াত তিনি পূর্ণাঙ্গ ভাবে পৌছিয়েছেন।

১৮। রাসূল (সঃ) আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন কারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীন ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত মুর্তি পুজার সূচনা হয়নি। এর দ্বারা ইলমে দ্বীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২০। ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আলেমগণের মৃত্যু।

www.bjilibrary.com

২০তম অধ্যায় ঃ

নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদত কিভাবে জায়েয হতে পারে?

১। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা (রাঃ) হাবশায় যে গীর্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা রাসূল (সঃ) এর কাছে উল্লেখ করলে রাসূল (সঃ) বললেন, اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله "তাদের মধ্যে কোন নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির মৃত্যু বরণ করার পর তাদের কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরী করতো এবং মসজিদে তারা ঐ ছবিগুলো অংকন করতো। [অর্থাৎ তুমি সে জাতীয় ছবিগুলোই দেখেছ]। তারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।" তারা দুটি ফেতনাকে একত্রিত করেছে। একটি হচ্ছে কবর পূজার ফেতনা। অপরটি হচ্ছে মূর্তি পূজার ফেতনা। (বুখারী)

২। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যু

ব্যাখ্যা

কোন নেককার বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে এত কঠোরতা সেখানে নেককার ব্যক্তির ইবাদত করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? [অর্থাৎ কোনক্রমেই জায়েয হবে না]

নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে দ্বীনের সীমা অতিক্রম ও বাড়া-বাড়ি, কবরকে মূর্তিতে পরিণত করে এবং গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। এটাই হচ্ছে এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

www.bjilibrary.com

ঘনিয়ে আসলো, তখন তিনি নিজের মুখমন্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার অস্বস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমন অবস্থায়ই তিনি বললেনঃ

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء هم مساجد"

"ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে" তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) শতর্ক করে দিয়েছেন। কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশংকা না থাকলে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। জুনদুব বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "রাসূল (সাঃ) কে তাঁর ইনতিকালের পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার খলীল [বন্ধু] হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআ'লা আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে ইবরাহীম (আঃ) কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।"

الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذلك.

"সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান, তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি।"

লেখক অধ্যায় দুটিতে যা উল্লেখ করেছেন তা আরো পরিষ্কার হবে নেককার, বুজুর্গ লোকদের কবরের পাশে যে সব কার্যকলাপ হয় তার বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে। কবরের পাশে যেসব কার্যকলাপ হয় তা দু'রকমের। একটি শরীয়ত সম্মত [বৈধ], অপরটি নিষিদ্ধ [অবৈধ]।

কবরের ব্যাপারে বৈধ কাজ হচ্ছে শরীয়ত সম্মত উপায়ে কবর যিয়ারত করা, তবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। সুন্নতকে অনুসরণ করে একজন মুসলিম কবর যিয়ারত করবে। সাধারণভাবে সমস্ত কবরবাসীর জন্য এবং খাসভাবে তার

www.bjilibrary.com

রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও এ কাজ [কবরকে মসজিদে পরিণত] করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করেছে (তাঁর কথার ধরন দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে) তাদেরকে তিনি লানত করেছেন। কবরের পাশে মসজিদ নির্মিত না হলেও সেখানে নামায পড়া রাসূল (সাঃ) এর এলানতের অন্তর্ভূক্ত।

"خشى ان يتخذ مسجدا"

এ বাণীর দ্বারা এ মর্মার্থই বুঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কবরের পাশে মসজিদ বানানোর মত লোক ছিলেন না। যে স্থানকে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে স্থানকেই মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং এমন প্রতিটি স্থানের নামই মসজিদ যেখানে নামায আদায় হয়। যেমনঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

جعلت لى الارض مسجدا وطهوراً

"পৃথিবীর সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে 'মারফূ' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "জীবন্ত অবস্থায় যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ, আবু হাতিম এ হাদীসটি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছে।)।

আত্মীয় স্বজন, পরিচিত ব্যক্তিবর্গের জন্য সে দোয়া করবে। এর ফলে সে ক্ষমা, মাগফিরাত এবং আল্লাহর রহমত কামনার মাধ্যমে কবরবাসীদের প্রতি এহসান করবে। আবার সুন্নতের অনুসরণ, আখেরাতের স্মরণ এবং কবর যিয়ারত দ্বারা উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে সে নিজের প্রতিও এহসান করবে।

কবর সংক্রান্ত নিষিদ্ধ কাজও দু'ধরনেরঃ

একটি হচ্ছে হারাম কাজ যা শিরকের অসিলা বা মাধ্যম হিসেবে গণ্য যেমনঃ কবর স্পর্শ করা এবং কবরবাসীকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসিলা হিসেবে গণ্য করা। কবরের পাশে নামাজ পড়া, বাতি জ্বালানো এবং কবরের উপরে সৌধ নির্মান করা

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যে ব্যক্তি নেককার ও বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানায় নিয়ত সহীহ হওয়া সত্বেও তার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর উক্তি।

২। মূর্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং কঠোরতা অবলম্বন।

৩। কবরকে মসজিদ না বানানোর বিষয়টি তিনি প্রথমে কিভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি যা বলার তা বলেছেন। তারপর কবর পূজা সম্পর্কিত কথাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। [যার ফলে মৃত্যুর পূর্বেও এব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন] অতএব রাসূল (সাঃ) কর্তৃক এ ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে।

৪। নিজ কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তাঁর কবরের পাশে এসব কাজ অর্থাৎ কবর পূজাকে নিষেধ করেছেন।

৫। নবীদের কবর পূজা করা বা কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ইহুদী নাসারাদের রীতি-নীতি।

৬। এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের উপর রাসূল (সাঃ) এর অভিসম্পাত।

কবর এবং কবরবাসীর ব্যাপারে শরীয়তের সীমা লংঘন করা যদিও তা ইবাদতের পর্যায়ে উপনীত না হয়।

দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে শিরকে আকবার [বা বড় ধরনের শিরক]। যেমনঃ কবরবাসীর কাছে দোয়া করা। সাহায্য চাওয়া, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আবেদন করা। এ সব কাজ বড় ধরনের শিরক। মূর্তি পূজারীরা তাদের মূর্তির সাথে হুবহু এ ধরনের আচরণই করে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি এ আক্বীদা পোষণ করে যে, উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে কবরবাসীরা স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তারা হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী মাত্র, তাহলে পূর্বোক্ত আচরণ আর এ আক্বীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা মুশরিকরাও একথাই বলে,

www.bjilibrary.com

৭। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী (সাঃ) এর কবরের ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া।

৮। তাঁর কবরকে উন্মুক্ত না রাখার কারণ এ হাদীসে সুস্পষ্ট।

৯। কবরকে মসজিদ বানানোর মর্মার্থ

১০। যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে এ দু'ধরনের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ কোন পথ অবলম্বনে শিরকের দিকে ধাবিত হয় এবং এর পরিণতি কি তাও উল্লেখ করেছেন।

১১। রাসূল (সাঃ) তাঁর ইনতিকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় বিদআতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু'টি দলের জবাব দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিদআতীদেরকে ৭২ দলের বহির্ভূত বলে মনে করেন। এসব বিদআতীরা হচ্ছে "রাফেজা" ও "জাহমিয়্যা"। এ রাফেজা দলের কারণেই শিরক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম কবরের উপর তারাই মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২। মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে রাসূল (সঃ) কে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়।

ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (الزمر : ٣)

তারা (মূর্তিরা) আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে, এজন্যই আমরা তাদের ইবাদত করি (যুমারঃ ৩)।

(يقولون هؤلاء شفعاء نا عند الله (يونس : ١٨)

তারা বলে, এরা (মূর্তিরা) আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। (ইউনুছঃ ১৮)

যে ব্যক্তি এ কথা দাবী করে যে, "কবরবাসীর কাছে দোয়াকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ আক্বীদা পোষণ না করে যে, কবরবাসীরা কল্যাণ সাধন ও অনিষ্টতা দূর করার ব্যাপারে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী। আর যে ব্যক্তি

www.bjilibrary.com

১৩। 'খুল্লাত' বা বন্ধুত্বের মর্যাদা ও সম্মান রাসূল (সাঃ) কে দেয়া হয়েছে।

১৪। খুল্লাতই হচ্ছে মুহাব্বত ও ভালবাসার সর্বোচ্চ স্থান।

১৫। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) সর্ব শ্রেষ্ট সাহাবী হওয়ার ঘোষণা।

১৬। তাঁর [আবুবকর রাঃ] খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান।

বিশ্বাস করে যে আল্লাহই হচ্ছেন মূল কার্য সম্পাদনকারী, তবে কবরবাসী বুজুর্গ ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহ ও দোয়াকারী এবং সাহায্য প্রার্থনাকারীর মাঝখানে একটা মাধ্যম মাত্র, তাকে কাফের বলা যাবে, সে মূলতঃ গাইরুল্লাহকে ডাকার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং এজমায়ে উম্মতের রায়কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা উপরোক্ত উভয় অবস্থায়ই সে মুশরিক, কাফির। চাই সে কবরবাসীকে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসেব বিশ্বাস করুক অথবা মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই বিশ্বাস করুক।

দ্বীন ইসলামে এর ব্যাপারে উপরোক্ত কথাগুলো জানা অত্যাবশ্যকীয়।

পাঠক, আপনার উচিৎ এ বিষদ বিবরণ থেকে শিক্ষা নেয়া, যার মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে সংঘটিত অস্থিরতা ও ফিতনার পার্থক্য বুঝাতে পারবেন।

যে ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পেরে তা অনুসরণ করলো, একমাত্র সেই ফিতনা থেকে মুক্তি পেলো।

www.bjilibrary.com

২১তম অধ্যায় ঃ

নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত করে

১। ইমাম মালেক (রাঃ) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূল (সঃ) দোয়া করেছেন।

اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء هم مساجد.

"হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাযিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।"

২। ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে "افريتم اللات والعزى" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "লাত" এমন একজন নেককার লোক ছিলেন, যিনি হজ্জ যাত্রীদেরকে "ছাতু" খাওয়াতেন। তারপর যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তখন লোকেরা তার কবরে ই'তেকাফ করতে লাগলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আবুল জাওযা একই কথা বর্ণনা করে বলেন, "লাত" হাজীদেরকে "ছাতু" খাওয়াতেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (رواه اهل السنن)

"রাসূল (সঃ) কবর যিয়ারত কারিনী (মহিলা) দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে লা'নত করছেন। ['আহলুস সুনান' এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়,

১। " اوثان " (মূর্তি ও প্রতিমা) এর তাফসীর।

২। "ইবাদত" এর তাফসীর।

৩। রাসূল (সঃ) যা সংঘটিত হওয়ার আশংকা করেছেন একমাত্র তা থেকেই আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

৪। নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তিপূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫। আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে কঠিন গযব নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্ববৃহৎ মূর্তি "লাতের" ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে তা জানা গেলো।

৭। "লাত" নামক মূর্তির স্থানটি মূলতঃ একজন নেককার লোকের কবর।

৮। "লাত" প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামকরণের রহস্য ও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। কবর জিয়ারত কারিনী (মহিলা) দের প্রতি নবী (সঃ) এর লা'নত।

১০। যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি ও রাসূর (সঃ) এর লানত।

www.bjilibrary.com

২২তম অধ্যায় ঃ

তাওহীদের হেফাযত ও শিরকের সকল পথ বন্ধ করার ক্ষেত্রে নবী মুস্তফা (সঃ) এর অবদান

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لقد جاءكم رسول من انفسكم (التوبه : ١٢٨)

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছেন। (তাওবাঃ ২৮)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لاتجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا علىّ فان صلاتكم تبلغنى حيث كنتم

"তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবর বানিও না, আর আমার কবরকে "ঈদে" পরিণত করো না। আমার উপর তোমরা দরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছে যায়। (আবু দাউদ)।

৩। হযরত আলী ইবনুল হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, "তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, রাসূল (সঃ) এর কবরের পাশে

ব্যাখ্যা

তাওহীদের হেফাজত ও শিরকের পথ রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর অবদান

যে ব্যক্তি এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত কুরআন ও সুন্নাহর উক্তিগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে অবশ্যই এমন তথ্যের সন্ধান পাবে যা তাওহীদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং তার উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করে। সাথে সাথে কুরআন সুন্নাহ লব্ধ জ্ঞান যে সব বিষয়ে তাকে অমূল্য পাথেয় যোগাবে সেগুলো হচ্ছেঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভ, ভয়-ভীতি

www.bjilibrary.com

একটি ছিদ্র পথে প্রবেশ করে সেখানে কিছু দোয়া-খায়ের করে চলে যায়। তখন তিনি ঐ লোকটিকে এধরনের কাজ নিষেধ করে দিলেন। তাকে আরো বললেন, "আমি কি তোমার কাছে সে হাদীসটি বর্ণনা করবো না, যা আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা শুনেছেন রাসূল (সঃ) এর কাছ থেকে? রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لا تتخذوا قبرى عيدا، ولابيوتكم قبورا فان تسليمكم ليبلغنى أين كنتم (رواه فى المختارة)

"তোমরা আমার কবরকে ঈদে [মেলায়] পরিণত করোনা আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করোনা। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌছে যায়"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা তাওবার لقد جاءكم رسول من أنفسكم আয়াতের তাফসীর।

২। রাসূল (সঃ) স্বীয় উম্মতকে কবর পূজা তথা শিরকী গুনাহর সীমারেখা থেকেবহুদূরে রাখতে চেয়েছেন।

ও আশা-আকাংখার ভিত্তিতে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, তাঁরই করুণা ও দয়া লাভের ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করা, সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জন, যে কোন দিক থেকে সৃষ্টির সাথে সম্পর্কহীন হওয়া অথবা কোন সৃষ্টির ব্যাপারে সীমালংঘন না করা, জাহেরী ও বাতেনী আমলগুলো পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন করা, বিশেষ করে উবুদিয়্যাতের প্রাণ শক্তি তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ খুলুসিয়াত অর্জন করা ।

এর মোকাবেলায় [অর্থাৎ শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করার জন্য] রাসূল (সঃ) এমন সব কথা ও কাজ নিষিদ্ধ করেছেন যার মধ্যে মাখলুকের ব্যাপারে শরীয়তের সীমালংঘন নিহিত রয়েছে।

মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যমূলক কোন কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কারণ, এ জাতীয় কাজ মুশরিক হওয়ার দিকে মানুষকে আহবান জানায়।

তিনি এমন সব কথা ও কাজকে নিষেধ করেছেন যার মধ্যে মানুষকে শিরকের

www.bjilibrary.com

৩। আমাদের জন্য রাসূল (সঃ) এর মমত্ববোধ, দয়া, করুণা এবং আমাদের ব্যাপারে তার তীব্র আগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। রাসূল (সঃ) এর যিয়ারত সর্বোত্তম নেক কাজ হওয়া সত্ত্বেও বিষেশ উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন।

৫। অধিক যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছেন।

৬। ঘরে নফল ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৭। "কবরস্থানে নামাজ পড়া যাবে না" এটাই সলফে-সালেহীনের অভিমত।

৮। নবী (সঃ) এর কবরস্থানে নামায কিংবা দরূদ না পড়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল (সঃ) এর উপর পঠিত দরূদ ও সালাম দূরে অবস্থান করে পড়লেও তাঁর কাছে পৌছানো হয়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় কবরস্থানে দরূদ পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৯। 'আলমে বরযখে' রাসূল (সঃ) এর কাছে তাঁর উম্মাতের আমল দরূদ ও সালামের মধ্যে পেশ করা হয়।

দিকে অকৃষ্ট করার আশংকা রয়েছে। তিনি এ কাজ করেছেন তাওহীদের হেফাজত ও সংরক্ষণের স্বার্থে।

এমন সব কার্যকারণকেও তিনি নিষেধ করেছেন যা মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে। আর এ কাজটি তিনি করেছেন মুমিনদের প্রতি তাঁর মমত্ব ও করুণানুভূতির কারণে। যাতে করে মুমিনরা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা অর্জন করতে পারে তথা পূর্ণ কল্যাণ ও শান্তি লাভের জন্য যাতে তারা আল্লাহর [উদ্দেশ্যে] জাহেরী ও বাতেনী ইবাদত পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারে।

এসব বিষয়ের সথেষ্ট দৃষ্টান্ত ও প্রমাণাদি রয়েছে।

www.bjilibrary.com

২৩তম অধ্যায় ঃ

মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পুজা করবে

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

الم ترى الى الذين اوتوا نصيبامن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت (النساء : ٥١)

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা 'জিবত' এবং 'তাগুত'কে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ ৫১)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت (المائدة : ٦٠)

"বলো, [হে মুহাম্মদ] আমি কি সে সব লোকদের কথা জানিয়ে দেবো? যাদের পরিণতি আল্লাহর কাছে [ফাসেক লোকদের পরিণতি] এর চেয়েও খারাপ। তারা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। তারা তাগুতের পূজা করেছে। (মায়েদাঃ ৬০)

৩। আল্লাহ তাআ'য়ালা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

ব্যাখ্যা

মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তিপূজা করবে

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিরকের ব্যাপারে শতর্কতা অবলম্বন করা এবং শিরককে ভয় করে চলা। উম্মতে মুসলিমা শিরকে পতিত হওয়ার বিষয়টি বাস্তব ও

www.bjilibrary.com

قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدًا (الكهف : ٢١)

"যারা তাঁদের ব্যাপারে বিজয়ী হলো তারা বললো, আমরা অবশ্যই তাদের উপর [অর্থাৎ কবরস্থানে] মসজিদ তৈরী করবো" (কাহাফঃ ২১)

৪। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوة القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ (اخرجاه)

"আমি আশংকা করছি "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে [যা আদৌ করা উচিৎ নয়] এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তোমরাও তাতে ঢুকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা কি ইহুদী ও নাসরা?' জবাবে তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে? (বুখারী ও মুসলিম)

৫। মুসলিম শরীফে হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقها ومغاربها. وان امتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها، واعطيت الكنزين : الاحمر والابيض وانى سألت ربى لامتى أن لايهلكها بسنة بعامة، وان لا يسلط عليهم عدوامن سوى انفسهم، فيستبيح بيضتهم، وان ربى قال : يامحمد إنى اذا قضيت قضاء فانه لايرد، وانى اعطيتك لامتك أن لاأهلكهم

অবধারিত। এর আরো একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জবাব দেয়া, যে এ কথা দাবী করে যে, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লা বলে মুসলিম নাম ধারণ করলো সে ইসলামের পরিপন্থী কাজ করেও ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারে। ইসলাম পরিপন্থী উক্ত কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে, কবরবাসীদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদের কাছে দোয়া করা

www.bjilibrary.com

بسنة لعامة وأن لااسلط عليهم عدواً من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من باقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضاً.

"আল্লাহ তাআ'লা গোটা যমীনকে একত্রিত করে আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি যমীনের পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। পৃথিবীর ততটুকু স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে আমার উম্মতের শাসন বা রাজত্ব যতটুকু স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। লাল ও সাদা দুটি ধন ভান্ডার আমাকে দেয়া হলো আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এ আরজ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন করে না দেন যার ফলে সে (শত্রু) তাদের সম্পদকে হালাল মনে করবে [লুটে নিবে] আমার রব আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ, আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা নিয়ে ফেলি, তখন তার কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য এ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদেরকে গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করবো না এবং তাদের নিজেদেরকে ছাড়া যদি সারা বিশ্ব ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় তবুও এমন কোন শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করবো না যে তাদের সম্পদকে বৈধ মনে করে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে আর একে অপরকে বন্দী করবে।

এবং এটাকে ইবাদতের পরিবর্তে অসীলা নামে অবিহিত করা। তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ বাতিল।

"ওয়াছান (وثن) অর্থাৎ মূর্তি এমন ব্যাপক অর্থবোধক নাম যা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় উপাস্যকে বুঝানো হয়। এ ক্ষেত্রে গাছ, পাথর, বাড়ী-ঘর, এবং আম্বিয়া, আউলিয়া, নেককার ও বদকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। [অর্থাৎ গাইরুল্লাহ, নেককার, বদকার কিংবা গাছ-পাথর যাই হোক না কেন তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া আর দোয়া করা সর্বাবস্থাতেই] এটা তাদের ইবাদত করার শামিল যা কেবলমাত্র একক

www.bjilibrary.com

বারকানী তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে,

وانما اخاف على أمتى الائمة المضلين، واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامة ولاتقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين وحتى تعبد فئام من امتى الاوثان، وانه سيكون فى امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى، وانا خاتم النبيين، لانبى بعدى، ولاتزال طائفة من امتى على الحق منصورة، لايضرهم من خذلهم حتى يأتى امر الله تبارك وتعالى.

"আমি আমার উম্মতের জন্য গোমরাহ আলেমদের ব্যাপারে বেশী আশংকা বোধ করছি। একবার যদি তাদের উপর তলোয়ার উঠে তবে সে তলোয়ার কেয়াতম পর্যন্ত আর নামবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি শ্রেণী মূর্তি পূজা করবে। আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী অর্থাৎ ভন্ড নবীর আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমিই হচ্ছি সর্বশেষ নবী। আমার পর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সাহায্য প্রাপ্ত দলের অস্তিত্ব থাকবে যাদেরকে কোন অপমানকারীর অপমান ক্ষতি করতে পারবে না। [অর্থাৎ সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

আল্লাহর প্রাপ্য। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করলো অথবা তার ইবাদত করলো সে ব্যক্তি তাকে [গাইরুল্লাহকে] وثن অর্থাৎ উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করলো। এবং সাথে সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদতের কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেলো। ইসলামের সাথে এমতাবস্থায় তার সম্পর্কের কোন মূল্যই হবে না। এমন বহু মুশরিক মুলহিদ, কাফির এবং মুনাফিকের সম্পর্কই তো ইসলামের সাথে ছিলো। এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে দ্বীনের মূল শিক্ষা এবং তার মর্মার্থ। অর্থহীন নাম আর শব্দ এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা মায়েদার ৬০নং আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা কাহাফের ২১নং আয়াতের তাফসীর।

৪। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [আর তা হচ্ছে] এখানে "জিবত" এবং "তাগুতের" প্রতি ঈমানের অর্থ কি? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিব্‌ত্‌ ও তাগুতের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বাতিল বলে জানা সত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা বুঝায়?

৫। তাগুত পূজারীদের কথা হচ্ছে, কাফেররা তাদের কুফরী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্বেও তারা মুমিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।

৬। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে যে ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ধরনের বহু সংখ্যক লোক এ উম্মতের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে। [যারা ইহুদী খৃস্টানদের হুবহু অনুসারী]।

৭। এ রকম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। অর্থাৎ এ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে বহু মূর্তি পূজারী লোক পাওয়া যাবে।

৮। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, "মুখতারের" মত মিথ্যা এবং ভন্ড নবীর আবির্ভাব। মুখতার নামক এ ভন্ডনবী আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সঃ) এর রিসালতকে স্বীকার করতো। সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত বলেও ঘোষণা করতো সে আরো ঘোষণা দিতো, রাসূল (সঃ) সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী হিসেবে কুরআনে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সত্বেও তার মধ্যে উপরোক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভন্ড মুর্খও সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং বেশ কিছু লোক তার অনুসারীও হয়েছিলো।

৯। সু সংবাদ হচ্ছে এই যে, অতীতের মতো হক সম্পূর্ণরূপে কখনো বিলুপ্ত হবে না বরং একটি দল হকের উপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

www.bjilibrary.com

১০। এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, তারা [হক পন্থীরা] সংখ্যায় কম হলেও কোন অপমানকারী ও বিরোধীতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১১। কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত শর্ত কার্যকর থাকবে।

১২। এ অধ্যায়ে কতগুলো বড় বড় নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে।

যথাঃ রাসূল (সঃ) কর্তৃক এ সংবাদ পরিবেশন যে, 'আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সবকিছুই একত্রিত করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদ দ্বারা যে অর্থ বুঝিয়েছেন বাস্তবে ঠিক তাই সংঘটিত হয়েছে, যা উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপারে ঘটেনি। তাঁকে দু'টি ধন- ভান্ডার প্রদান করা হয়েছে এ সংবাদও তিনি দিয়েছেন।

তাঁর উম্মতের ব্যাপারে মাত্র দুটি দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এবং তৃতীয় দোয়া কবুল না হওয়ার খবরও তিনি জানিয়েছেন।

তিনি এ খবরও জানিয়েছেন যে, এ উম্মতের উপরে একবার তলোয়ার উঠলে তা আর খাপে প্রবেশ করবে না [অর্থাৎ সংঘাত শুরু হলে তা আর থামবে না।]

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, উম্মতের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করবে। উম্মতের জন্য তিনি গোমরাহ আলেমদের ব্যাপারে শতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

এ উম্মতের মধ্য থেকে মিথ্যা ও ভন্ড নবী আবির্ভাবের কথা তিনি জানিয়েছেন। সাহায্য প্রাপ্ত একটি হক পন্থীদল সব সময়ই বিদ্যমান থাকার সংবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখিত সব বিষয়ই পরিবেশিত খবর অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হয়েছে। অথচ এমনটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাধীন নয়।

১৩। একমাত্র পথভ্রষ্ট ইমাম [নেতাদের] ব্যাপারেই তিনি শংকিত ছিলেন।

১৪। মূর্তি পূজার মর্মার্থের ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর শতর্কবাণী।

www.bjilibrary.com

২৪তম অধ্যায় ঃ
যাদু

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করছেন,

ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من خلاق (البقرة : ١٠٢)

"তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা [যাদু] ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোন সুফল পাওনা নেই।" (বাকারাঃ ১০২)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

يؤمنون بالجبت والطاغوت (نساء : ٥١)

"তারা" "জিব্‌ত্‌" এবং "তাগুত"কে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ ৫১)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, "জিবত" হচ্ছে যাদু, আর "তাগুত" হচ্ছে 'শয়তান।'

হযরত জাবির (রাঃ) বলেছেন, 'তাগুত' হচ্ছে 'গণক।' তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিলো।

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا : يارسول الله، وما هن؟ قال :الشرك بالله، والسحر، وقتل التى حرم الله الابالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন,

১। আল্লাহর সাথে শিরক করা। ২। যাদু করা। ৩। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা - যা আল্লাহ তাআ'লা হারাম করে দিয়েছেন। ৪। সুদ

www.bjilibrary.com

খাওয়া। ৫। এতিমের সম্পদ আত্মস্বাৎ করা ৬। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন কর। ৭। সতী সাধ্বী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।

৪। হযরত জুনদুব (রাঃ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

حد الساحر ضربة بالسيف (رواه الترمذى)

"যাদু করের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া [মৃত্যু দন্ড]। (তিরমিজি)

৫। সহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশ নামায় লিখেছেন

" ان اقتلوا كل ساحر وساحرة "

"তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা করো।" বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।

৬। হযরত হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছে, তিনি তাঁর অধীনস্ত একজন বান্দী (ক্রীতদাসী) কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে যাদু করেছিলো। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে। একই রকম হাদীস হযরত জুনদাব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) এর তিনজন সাহাবী থেকে একথা সহীহ্ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর।

৩। "জিব্‌ত" এবং 'তাগুত' এর ব্যাখ্যা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪। "তাগুত" কখনো জ্বিন আবার কখনো মানুষ হতে পারে।

৫। ধ্বংসাত্মক সাতটি এমন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৬। যাদুকরকে কাফের ঘোষণা দিতে হবে।

৭। তাওবার সুযোগ ছাড়াই যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।

যদি হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগে যাদু বিদ্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরবর্তী যুগের অবস্থা কি দাড়াবে? [অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী যুগে যাদু বিদ্যার প্রচলন অবশ্যই আছে।]

www.bjilibrary.com

২৫তম অধ্যায় ঃ
যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভূক্ত বিষয়

১। কুতুন বিন কুবাইসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت.

"নিশ্চয়ই 'ইয়াফা', 'তারক্' এবং 'তিয়ারাহ' হচ্ছে 'জিব্ত্' এর অন্তর্ভূক্ত।

হযরত আউফ বলেছেন, 'ইয়াফা' হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। 'তারক' হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হযরত হাসান বলেছেন, 'জিব্ত' হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র। এ বর্ণনার সনদ সহীহ (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান)

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসুল(সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر (رواه ابوداؤد)

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো। এ [জ্যোতির্বিদ্যা] যত বাড়বে যাদু বিদ্যাও তত বাড়বে।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা

যাদুকে তাওহীদের অধ্যায়ে শামিল করার কারণ হচ্ছে, এমন অনেক যাদু আছে যেগুলো শিরক ব্যতীত কার্যকর করা সম্ভব নয়। আবার শয়তানী আত্মার অসীলা ব্যতীত যাদুকরের স্বার্থ অর্জিত হয় না। তাই কম হোক আর বেশীই হোক যাদুবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত বান্দাহর তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না। এজন্যই 'শারে' অর্থাৎ শরীয়তের বিধানদাতা যাদুকে শিরকের সাথে সংযুক্ত করেছে।

যাদু দু'টি কারণে শিরকের অন্তর্ভূক্ত ঃ

১। যাদু বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয়। তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

www.bjilibrary.com

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك : ومن تعلق شيئا وكل اليه

"যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে। আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলতঃ শিরক করে আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। (নাসায়ী)

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

ألا هل انبئكم ما العضة ؟ هى النميمة القالة بين الناس (رواه مسلم)

আমি কি তোমাদেরকে যাদু কি-এ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো। (মুসলিম)

কোন কোন সময় শয়তান যেসব কাজ পছন্দ করে সে সব কাজ সম্পাদনকরে তার নৈকট্য লাভ করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তান যেন যাদু করের কাজ করে দেয় এবং তার উদ্দেশ্য হাসিলে সচেষ্ট হয়।

২। যাদু বিদ্যায় এলমে গায়েবের দাবী করা হয়, যাদুকরের জ্ঞান ও যাদুবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লার অংশীদারিত্বের দাবী করা হয়, এটা নিঃসন্দেহে শিরক এবং কুফরীর অন্তর্ভূক্ত।

তাছাড়াও যাদুকে কার্যকর করতে গেলে অনেক হারাম ও ঘৃণ্য কার্যকলাপের আশ্রয় নিতে হয় যেমনঃ হত্যা করা, কাউকে বশ করা, জ্ঞানশূন্য করে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্যতম কাজ।যাদুকরের জঘন্য ক্ষতিকর ও শাস্তি শৃংখলা বিনষ্টকারী কার্যকলাপের কারণেই তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যাদুর শ্রেণীভূক্ত আরেকটি বিষয় অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রিয়জনদের অন্তরে

www.bjilibrary.com

৫। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, " ان من البيان لسحرا "

"নিশ্চয় কোন কোন কথার মধ্যে যাদু আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। 'ইয়াফা', 'তারক', এবং 'তিয়ারাহ' জিবতের অন্তর্ভূক্ত।

২। 'ইয়াফা', 'তারক' এবং 'তিয়ারাহ' এর তাফসীর।

৩। জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্তর্ভূক্ত।

৪। ফুঁক সহ গিরা লাগানো যাদুর অন্তর্ভূক্ত।

৫। কুৎসা রটনা করা যাদুর শামিল।

৬। কিছু কিছু বাগ্মীতা ও যাদুর অন্তর্ভূক্ত।

বিরাগ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তরিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন এবং মানুষের মধ্যে অমঙ্গল ও অশান্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাদুর সাথে চোগোলখুরীর সামঞ্জস্য রয়েছে।

তাই যাদুবিদ্যা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে-যার একটা থেকে আরেকটা অধিকতর হীন, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য।

www.bjilibrary.com

২৬তম অধ্যায় ঃ
গনক

১। রাসূল (সঃ) এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من اتى عراقا فسأله عن شيئ فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما

"যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো, তারপর তাকে [ভাগ্য সম্পর্কে] কিছু জিজ্ঞাসা করলো, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলো, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কুবল হবে না। (মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من اتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد (رواه ابو داؤد)

"যে ব্যাক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বললো তা সত্য বলে বিশ্বাস করলো, সে মূলতঃ মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তাকেই অস্বীকার করলো। (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসারী, ইবনে মাজা ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

আবু ইয়া'লা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মাউকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

যদি কেউ যে কোন পন্থায় গায়েবের এলেম বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবগত আছে বলে দাবী করে তবে সে ব্যক্তিই গণকের মধ্যে শামিল। অদৃশ্য জ্ঞান বা এল্‌মুল্ গায়েবের একচ্ছত্র অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। অতএব যে ব্যক্তি গণনা কিংবা ভবিষ্যদ্বানীর মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে অংশীদারীত্বের দাবী করে অথবা এর দাবীদারকে সত্য বলে বিশ্বাস করে সে মূলতঃ এমন বিষয়ে আল্লাহর সাথে [সৃষ্টিকে]

www.bjilibrary.com

৩। হযরত ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

ليس منا من تطير أو تطير له، اوتكهن او تكهن لـــه اوسحر اوسحرله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم (رواه البزار باسناد جيد)

"যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করলো, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হলো, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করলো, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হলো, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করলো অথবা যার জন্য যাদু করা হলো অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো অতঃপর সে [গণক] যা বললো তা বিশ্বাস করলো সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর নাযিলকৃত জিনিস [কুরআন] কেই অস্বীকার করলো। (বায্যার)

[ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ومن اتى থেকে হাদীসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসে উল্লেখ নেই]।

ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন "عراف" [গণক] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবী করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বানী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবী করে তাকেই গণক বলা হয়।

শরীক বানায় যা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য হিসেবেই গণ্য। সাথে সাথে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল।

শয়তানের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক গণনাই শিরক থেকে মুক্ত নয় [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত] এবং এতে এমন সব পদ্ধতি, উপায় অবলম্বন করা হয় যার মাধ্যমে এলমে গায়েব জানার ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয়।

www.bjilibrary.com

কারো মতে যে ব্যক্তি দিলের (গোপন) খবর দেয়ার দাবী করে, সেই গনক।

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمّال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই আররাফ [عرّاف] বলে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবী "ابـاجـاد" লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।

২। ভাগ্য গণনা করা কুফরী। হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩। যার জন্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।

৪। পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর উল্লেখ।

৫। যার জন্য যাদু করা হয়, তার উল্লেখ।

৬। ভাগ্য গণনা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি "আবাজাদ" শিক্ষা করেছে তার উল্লেখ।

৭। 'কাহিন, [كاهن] এবং 'আররাফ' [عراف] এ মধ্যে পার্থক্য।

তাই বিষয়টি যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সাথে খাস এবং তাঁর এলেমের মধ্যে অংশীদারিত্বের দাবী রাখে সেহেতু বিষয়টি শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এটা শিরক হওয়ার আরো একটি দিক হচ্ছে এই যে, এতে গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে।

এতে শারে' অর্থাৎ বিধানদাতা যাবতীয় কুসংস্কার এবং দ্বীন ও বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের জন্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছেন।

www.bjilibrary.com

২৭তম অধ্যায় ঃ
নাশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক যাদু

১। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) কে নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন, هى من عمل الشيطان (رواه أحمد وابوداود) "এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ" (আহমাদ, আবু দাউদ)

আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) কে নাশরাহ [প্রতিরোধমূলক যাদু] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছেন, "ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর [নাশরাহর] সব কিছুই অপছন্দ করতেন।"

সহীহ্ বুখারীতে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, "একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমাধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক যাদু [নাশরাহ্] এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, 'এতে কোন দোষ নেই।'.কারণ তারা এর [নাশরাহ] দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।"

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

لا يحل السحر إلا الساحر، "একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।"

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور،

ব্যাখ্যা

'নাশরাহ্' হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তিকে যাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত করা। এ বিষয়ে গ্রন্থকার বিস্তারিতভাবে ইবনুল কাইয়্যিমের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি যাদুর ক্রিয়া দূর করার ক্ষেত্রে 'নাশ্‌রাহ' জায়েয ও নাজায়েযের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

www.bjilibrary.com

'নাশারহ' হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা।

নাশরাহ দু'ধরনের:

প্রথমটি হচ্ছেঃ যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [যাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। নাশরাহ (প্রতিরোধমূলক যাদু) এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

২। নিষিদ্ধ বস্তু ও অনুমতি প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করণ, যাতে সন্দেহ মুক্ত হওয়া যায়।

www.bjilibrary.com

২৮তম অধ্যায় ঃ
কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

ألا إنما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لايعلمون - (الاعراف : ١٣١)

"মনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (আ'রাফ ঃ ১৩১)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

قالوا طائركم معكم (يس : ١٩)

"তারা বললো, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে।" (ইয়াসীন ঃ ১৯)

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, لاعدوى ولاطيرة، ولاهامة ولاصفر، (اخرجاه) "দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য, কথার কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

[মুসলিমের হাদীসে 'নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে কিছুই নেই' এ কথাটুকু অতিরিক্ত আছে]

ব্যাখ্যা

"طيرة" [তিয়ারাহ] হচ্ছে পাখি উড়িয়ে নাম, শব্দ, স্থান ইত্যাদি দ্বারা শুভা-শুভ নির্দ্ধারণ করা। "শারে" অর্থাৎ শরীয়তের বিধান দাতা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করে তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি [রাসূল (সঃ)] ফাল পছন্দ করতেন, আর কুলক্ষণের ধারণাকে ঘৃণা করতেন। 'ফাল' এবং 'তিয়ারাহ' এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, 'ফাল' [ভাল কথা] দ্বারা মানুষের ঈমান-আক্বীদা ও জ্ঞান-বুদ্ধির কোন ক্ষতি হয় না। এতে গাইরুল্লাহর সাথে মানব হৃদয় সম্পৃক্ত হয় না। বরং এর দ্বারা কল্যাণময় কাজে প্রাণচাঞ্চল্য আসে এবং আনন্দ অনুভূত হয়। সাথে সাথে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্তরে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এর উদাহরণ

www.bjilibrary.com

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

لاعدوى ولاطيرة ويعجبنى الفأل، قالوا : ماالفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة.

"ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে 'ফাল' আমাকে অবাক করে [অর্থাৎ আমার কাছে ভাল লাগে।] সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ফাল' কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, "উত্তম কথা"। [যে কথা শিরকমুক্ত]

৫। উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুলক্ষণ বা দূর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল (সঃ) এর দরবারে উল্লেখ করা হলো। জবাবে তিনি বললেন,

أحسنها الفأل، ولاترد مسلما فإذا رأى أحدكم مايكره، فليقل :

এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে 'ফাল'। কুলক্ষণ কোন মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলে,

---

হচ্ছে, কোন বান্দাহ ভ্রমণ, বিয়ে-শাদী, কিংবা কোন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য মনস্থির করলো অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হলো, এমতাবস্থায় তার উদ্দেশ্য হাসিল অথবা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এমন কিছু দেখতে পেলো বা শুনতে পেলো, যা তার মনকে প্রফুল্ল করে তোলে অথবা আনন্দ দেয়। যেমনঃ কেউ তাকে লক্ষ্য করে বললো, ইয়া রাশেদ [হে বুদ্ধিমান] অথবা ইয়া সালেম [হে শান্তির প্রতীক] অথবা ইয়া গানেম [হে ভাগ্যবান] এ কথাকে বান্দাহ শুভলক্ষণ গণ্য করে এবং কাজের প্রতি তার আগ্রহকে আরো বৃদ্ধি করে। এর ফলে কাংখিত কাজটি সহজভাবে করতে প্রয়াস পায়। উপরোক্ত কথাগুলো ভাল এবং এর ফলাফল ও ভাল। এতে দোষের কিছুই নেই।

আর طيرة [তিয়ারাহ] অর্থাৎ পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার

www.bjilibrary.com

اللهم لايأتى بالحسنات إلا أنت ولايدفع السيئات إلا أنت ولاحول ولاقوة الا بك،

"হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই।" (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শেরেকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নিধারণ করা শেরেকী কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তাআ'লা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

৭। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 'কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করলো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে,

---

বিষয়টি হচ্ছে এ রকম ঃ বান্দাহ যখন দ্বীন কিংবা দুনিয়ার কোন কল্যাণকর কাজ করার জন্য মনস্থির করলো, তখন সে [তিয়ারার মাধ্যমে] এমন কিছু লক্ষ্য করলো বা শুনতে পেলো যা তার কাছে অপছন্দনীয়, এমতাবস্থায় তার অন্তরে এর দু'রকমের প্রভাব পড়তে পারে, যার একটি অপরটির চেয়ে জটিল।

এক ঃ বান্দাহ [তিয়ারাহ] এর মাধ্যমে তার লক্ষণীয় কিংবা শ্রুত বিষয় দ্বারা তাড়িত হয়ে তাকে কুলক্ষণ মনে করে মনস্থিরকৃত কাজটি পরিত্যাগ করবে অথবা এর বিপরীত কোন কাজ করবে।

এমতাবস্থায় সে এটাকে কুলক্ষণ মনে করে ভয়ে-সংকোচে মনস্থিরকৃত কাজটি করতে অক্ষম হবে। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একটি অনাকাংখিত জিনিসের সাথে তার অন্তরকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজও করেছে। তার ইচ্ছা, সংকল্প ও কাজের উপর অনাকাংখিত বিষয়টি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। নিঃসন্দেহে এভাবে [তিয়ারাহ] তার ঈমানের উপর বিরাট ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে এবং তার তাওহীদ ও তাওয়াক্কুলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অতঃপর এ

www.bjilibrary.com

اللهم لاخير إلا خيرك ولاطير إلا طيرك ولا إله غيرك - (احمد)

"হে আল্লাহ, তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আহমাদ)

৮। ফজল বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে "طيرة [তিয়ারাহ] অর্থাৎ কুলক্ষণ হচ্ছে এমন জিনিস যা তোমাকে কোন অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন ন্যায় কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে।"

(আহমাদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। إنما طائرهم عند الله [জেনে রাখো তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে নিহিত] এবং طائركم معكم [তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে] এ আয়াত দু'টির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২। সংক্রামক রোগের অস্বীকৃতি।

৩। কুলক্ষণের অস্বীকৃতি।

প্রশ্ন করা তোমার জন্য অবান্তর যে, উল্লেখিত বিষয়টি দ্বারা বান্দাহর অন্তরে দূর্বলতা, মাখলুকের প্রতি তার ভীতি, আস্‌বাব [উপায়-উপকরণ] এবং আস্‌বাব নয় এমন জিনিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আর আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কর্তনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে? [অর্থাৎ বিনা প্রশ্নে বান্দাহর মধ্যে "তিয়ারাহর" প্রভাবে সব ধরনের ইসলামী আক্বীদা বিরোধী অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।]

এটা মূলত ঃ তাওহীদ ও তাওয়াক্কুলের দূর্বলতা এবং শিরকে পতিত হওয়ার পথ ও পদ্ধতি। সাথে সাথে এটা বান্দাহর বুদ্ধি-বিবেক হননকারী একটি কুসংস্কার।

দুই ঃ বান্দাহ তার অনাকাংখিত দৃশ্য বস্তু বা শ্রুত কথা দ্বারা তাড়িত হয়ে তার ডাকে সাড়া দিবে। কিন্তু এমন অবস্থা দুশ্চিন্তা, দূর্ভাবনা ও অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে তার অন্তরে খারাপ প্রভাব ফেলবে। এ বিষয়টি প্রথমটির নিম্ন পর্যায়ের হলেও বান্দাহর জন্য খুবই খারাপ ও ক্ষতিকর। সাথে সাথে এ অবস্থা নিঃসন্দেহে তার ঈমানকে দূর্বল করবে এবং তাওয়াক্কুলকে হালকা করে দিবে। আর যদি কোন অনাকাংখিত কিছু ঘটে যায়, তাহলে এর দ্বারা তার কুলক্ষণ বিষয়ক চিন্তা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এভাবে

www.bjilibrary.com

৪। দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে অস্বীকৃতি [অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বলতে ইসলামে কোন কিছু নেই]

৫। কুলক্ষুণে 'সফর' এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন [অর্থাৎ কুলক্ষুণে 'সফর মাস' বলতে কিছুই নেই। জাহেলী যুগে সফর মাসকে কুলক্ষুণে মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।]

৬। "ফাল্" উপরোক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এটা মোস্তাহাব।

৭। "ফাল" এর ব্যাখ্যা।

৬

পর্যায়ক্রমে হয়ত সে প্রথম বিষয়টিতে [অর্থাৎ শিরকে] পৌছে যেতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 'শারে' অর্থাৎ শরীয়তের বিধানদাতা 'তিয়ারাহ' [পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করা কে) কি জন্য অপছন্দ ও ঘৃণা করেছেন, আর কেনইবা একে তাওহীদ এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী বলেছেন।

যে ব্যক্তিই এগুলোর মধ্য থেকে খারাপ কিছু লক্ষ্য করবে, আর প্রাকৃতিক কারণসমূহ তার উপর প্রবল হয়ে উঠার আশংকা করবে, তার উচিৎ হচ্ছে তার আশঙ্কা দূর করার জন্য নফসের সাথে জিহাদ করা এবং এর জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। অসুবিধা দূর করার জন্য কোন অবস্থাতেই সেদিকে মনোনিবেশ করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

২৯তম অধ্যায় ঃ
জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়তের বিধান

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআ'লা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন ঃ আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং [দিক ভ্রান্ত পথিকদের] নিদর্শন হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে না।"

হযরত কাতদাহ (রাঃ) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর হযরত উ'য়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকেই হযরত 'হারব' (রহঃ) একথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক (রহ) [চাদের] কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

---

ব্যাখ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা দু'প্রকার ঃ এক প্রকার জ্যোতির্বিদ্যাকে বলা হয় علم التاثير [ইলমুত্তাছীর]। আর তা হচ্ছে, আকাশের বিভিন্ন অবস্থা থেকে জাগতিক ঘটনাবলীর প্রমাণ বা ফয়সালা গ্রহণ করা। এটা সম্পূর্ণ বাতিল। সাথে সাথে যে 'ইলমে গায়েবের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ, এ জ্ঞান দ্বারা তাঁরই অংশীদারিত্বের দাবী করা হয় অথবা উক্ত জ্ঞানের দাবীদারকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ জ্ঞানের মধ্যে মিথ্যা দাবী, গাইরুল্লাহর সাথে অন্তরের সম্পর্ক এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিপর্যয় থাকার কারণে এটা [জ্যোতির্বিদ্যা] তাওহীদের পরিপন্থী। কেননা বাতিল পথ অবলম্বন করা এবং তা সমর্থন করা মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের শামিল। দ্বিতীয় প্রকার জ্যোতির্বিদ্যা হচ্ছেঃ علم التسيير [ইলমুত্তাসয়ীর]।আর "ইলমুত্তাসয়ীর" হচ্ছে চন্দ্র,

www.bjilibrary.com

ثلاثة لايدخلون الجنة : مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر (رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه)

তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ঃ

১। মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ৩। যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (আহমাদ, ইবনু হিব্বান)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য।

২। নক্ষত্র সৃষ্টির ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান।

৩। কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।

৪। যাদু বাতিল জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাদুর অন্তর্ভুক্ত সামান্য জিনিসকেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী।

সূর্য ও নক্ষত্রের সাহায্যে কেবলা, সময় এবং দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করা। এ ধরনের বিদ্যা কোন দোষের নয় বরং এর অধিকাংশই উপকারী।

এ ধরনের বিদ্যা যদি ইবাদতের সময় জানা অথবা দিক নির্ণয়ের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে "শারে" অর্থাৎ শরীয়তের বিধানদাতা এতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

অতএব 'শারে' এ বিদ্যার কোনটি নিষেধ করেছেন আর কোনটি হারাম ঘোষণা করেছেন, আবার কোনটিকে মুবাহ, মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিব করে দিয়েছেন; এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অত্যাবশ্যক। উল্লেখিত প্রথম প্রকারের জ্যোতির্বিদ্যা তাওহীদের পরিপন্থী। দ্বিতীয় প্রকারের জ্যোতির্বিদ্য তাওহীদের পরিপন্থী নয়।

www.bjilibrary.com

৩০তম অধ্যায় ঃ
নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون (الواقعه : ٨٢)

"তোমারা [নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের] রিজিক নিহিত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো।" (ওয়াকেয়া ঃ ৮২)

২। হযরত আবু মালেক আশআ'রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لايتركو نهن : الفخر بالأحساب، والطعن فى الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب. (رواه مسم)

"জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবেনা। এক ঃ আভিজাত্যের অহংকার করা। দুই ঃ বংশের বদনাম গাওয়া। তিন ঃ নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা এবং চার ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য

ব্যাখ্যা

নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা

নেয়ামত লাভ করা এবং বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া, সাথে সাথে কথা ও কাজে তাঁরই আনুগত্য করা যখন তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখন "অমুক অমুক নক্ষত্রের ওসীলায় বা বরকতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে" এ ধরনের কথা বলা 'তাওহীদের' সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

www.bjilibrary.com

বিলাপ করা। তিনি আরো বলেন, 'মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিণী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে।'(মুসলিম)

৩। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি বলেছেন, রাসূল (সঃ) হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিলো।' নামাজান্তে রাসূল (সঃ) লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب. وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب .

"তোমরা কি জানো তোমাদের রব কি বলেছেন? লোকেরা বললো, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাহদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে সকাল অতিবাহিত করলো। যে ব্যক্তি বলেছে, 'আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের 'ওসীলায়' বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।"

কেননা এখানে বৃষ্টিকে নক্ষত্রের সাথে সম্পৃক করা হয়েছে। অথচ এখানে অপরিহার্য করণীয় ছিলো, বৃষ্টি ও অন্যান্য নেয়ামতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। কেননা তিনিই তাঁর বান্দাহকে স্বীয় করুণা দ্বারা ধন্য করেন।

তারপর কথা হচ্ছে নক্ষত্র কোন দিক থেকেই বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হতে পারে না বরং এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লার অপরিসীম রহমত এবং বান্দাহর

www.bjilibrary.com

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ অর্থেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, 'অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে।' তখন আল্লাহ তাআ'লা আয়াত নাযিল করেন ঃ

" فلا أقسم بمواقع النجوم – إلى قوله تعالى تكذبون"

"আমি নক্ষত্র রাজির [অস্তমিত হওয়ার] স্থানসমূহের কসম করে বলছি, ... তোমরা মিথ্যাচারিতায় মগ্ন রয়েছো।" (ওয়াকিয়া ঃ ৭৫-৮৬)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২। জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়া উল্লেখ।

৪। এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একে বারে নিঃশ্চিহ্ন হবে না।

৫। "বান্দাহদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে" এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার নেয়ামত [বৃষ্টি] নাযিল হওয়া।

৬। এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

প্রয়োজনে বান্দাহরা তাদের অবস্থা ও কথার মাধ্যমে তাদের রবের কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলে তিনি তাদের উপর স্বীয় রহমত ও হিকমতের মাধ্যমে যথাসময় তাদের প্রয়োজন মোতাবেক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

অতএব বান্দার তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের উপর এবং সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহ তাআ'লার জাহেরী ও বাতেনী অসংখ্য

www.bjilibrary.com

৭। এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮। "لقد صدق نوء كذا وكذا" [অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে] এর মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।

৯। তোমরা জানো কি, 'তোমাদের রব কি বলেছেন?' এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১১। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করে, সাথে সাথে এসব নেয়ামতকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর ইবাদত, জিকির ও শুকরিয়ার জন্য তাঁরই সাহায্য কামনা করে।

এ বিষয়টি হচ্ছে তাওহীদকে নিশ্চিতভাবে মেনে নেয়ার মোক্ষম পন্থা। এর সাহায্যে ঈমানের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা নির্ণয় করা যায়।

www.bjilibrary.com

৩১তম অধ্যায় ঃ

১। আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله (البقرة : ١٦٥)

"মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ ও অংশীদার বানায়।"(বাকারা ঃ ১৬৫)

২। আল্লাহ্ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

قل إن كان آباء كم وأبناءكم. —— إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله (التوبة : ٢٤)

"হে রাসূল, আপনি বলেদিন, 'যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার লোকসান হওয়াকে তোমরা অপছন্দ করো, তোমাদের পছন্দনীয় বাড়ী-ঘর, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁরই পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"(তাওবা ঃ ২৪)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

"ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله

"মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আর তাদেরকে আল্লাহর মতো ভালবাসে।"

তাওহীদের মর্মবাণী ও প্রাণ সত্তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসাকে একনিষ্ঠ করা [অর্থাৎ খুলুসিয়াতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে ভালবাসা] আর এটাই হচ্ছে তাঁর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের মূল ভিত্তি। মূলত ঃ

www.bjilibrary.com

৩। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده والناس أجمعين (أخرجاه)

"তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحبّ المرء لايحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار.

"যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা

এটাই হচ্ছে ইবাদতের হাকিকত বা মর্মকথা। স্বীয় রবের প্রতি বান্দাহর ভালবাসা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ না হবে, সকল বস্তুর উপর তাঁর [আল্লাহর] ভালবাসা প্রবল, অধিক এবং শক্তিশালী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহর তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না। বান্দাহর যাবতীয় ভালবাসার বিষয় আল্লাহর ভালবাসার অধীন হতে হবে। এ ভালবাসার মধ্যেই নিহিত আছে বান্দাহর শান্তি ও সফলতা।

বিভিন্ন প্রকার ভালবাসার মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ভালবাসা হচ্ছে, আল্লার জন্য ভালবাসা। অতএব বান্দাহ এমন কার্যাবলী পছন্দ করবে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন, এমন ব্যক্তিকে ভালবাসবে, যাকে আল্লাহ ভালবাসেন, এমনকাজকে ঘৃণা করবে যা আলাহ ঘৃণা করেন, এমন ব্যক্তিদেরকে ঘৃনা করবে, যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। অনুরূপ ভাবে সে আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, এবং তাঁর শত্রুদেরকে শত্রু মনে করবে। এর দ্বারাই বান্দাহর ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে।

আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা, আল্লাহকে ভালবাসার মতই তাকে

www.bjilibrary.com

ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। এক ঃ তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া। দুই ঃ একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার [সন্তুষ্টি লাভের] জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা। তিন ঃ আল্লাহ তাআ'লা তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পূনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتي

অর্থাৎ কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না ..... [হাদীসের শেষ পর্যন্ত।]

৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; সে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করবে। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত নামায রোজার পরিমান যত বেশীই হোক না কেন, কোন বান্দাহই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।

ভালবাসা, আল্লাহর আনুগত্যের উর্ধ্বে তার আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া, যিকির ও দোয়ার মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি ধ্যান-মগ্ন হওয়া শিরকে আকবারের অন্তর্ভূক্ত। এ শিরক আল্লাহ তাআ'লা [তাওবা ব্যতীত] মাফ করবেন না। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তর মহাপরাক্রমশালী ও গুণধর আল্লাহর জিম্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ক্ষমতাহীন দুর্বল গাইরুল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এ দুর্বল ও অর্থহীন বিষয়টির সাথেই মুশরিকদের সম্পর্ক। কেয়ামতের দিন এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। [অথচ তাদের ধারণা মতে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য] এ সম্পর্ক তাদের জন্য সেদিন খুবই প্রয়োজন হবে। কিন্তু শিরক সম্পর্কিত দুনিয়ার ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সেদিন ঘৃণা ও শত্রুতায় পর্যবসিত হবে।

মুহাব্বত ও ভালবাসা তিন প্রকার ঃ

এক ঃ আল্লাহর প্রতি ভালবাসা। এ ভালবাসা হচ্ছে ঈমান ও তাওহীদের মূল ভিত্তি।

দুই ঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা। এ ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে ভালবাসা। এমনিভাবে আল্লাহ তাআ'লা যে

www.bjilibrary.com

সাধারণত ঃ মানুষের মধ্যে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। (ইবনে জারীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ وتقطعت بهم الأسباب

অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক বিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা বাকারার ১৬নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ২৪নং আয়াতের তাফসীর।

৩। রাসূল (সঃ) এর প্রতি ভালবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪। কোন কোন বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না [এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যেতে পারে]।

৫। ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মানুষ কখনো এ স্বাদ অনুভব করতেও পারে, আবার কখনো অনুভব নাও করতে পারে।

সব কার্যকলাপ, কাল [যুগ-যামানা] ও স্থানকে ভালবাসেন বা পছন্দ করেন, সেগুলোকে ভালবাসা। এ ভালবাসা আল্লাহর [প্রতি] ভালবাসার অধীন এবং পরিপূরক।

তিন ঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালবাসাঃ যেমন গাছ, পাথর, মানুষ, ফিরিস্তা প্রভৃতির প্রতি মুশরিকদের ভালবাসা। এ ভালবাসাই হচ্ছে শিরকের মূল ভিত্তি।

চার ঃ আরো এক প্রকার ভালবাসা আছে যা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। যেমন ঃ খাদ্য, পানীয়, বিয়ে-শাদী, পোষাক-পরিচ্ছদ, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির প্রতি বান্দাহর সংগতিপূর্ণ এবং স্বাভাবিক ভালবাসা। এ ভালবাসা শরীয়ত সম্মত। এটা যদি আল্লাহর

www.bjilibrary.com

৬। অন্তরের এমন চারটি আমল আছে যা ছাড়া আল্লাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না, ঈমানের স্বাদ ও অনুভব করা যায় না।

৭। একজন [জলীলুল কদর] সাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণতঃ গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮। وتقطعت بهم الأسباب এর তাফসীর।

৯। মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহকে খুব ভালবাসে [কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালবাসা অর্থহীন।]

১০। আটটি জিনিসের ভালবাসা যার অন্তরে স্বীয় দ্বীনের চেয়েও বেশী, তার প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ।

১১। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে এবং ঐ শরীককে আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরনের শিরক করলো।

ভালবাসা এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য সহায়ক হয়, তাহলে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি আল্লাহর আনুগত্যের পথে এ ভালবাসা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন কাজের ওসীলা [উপায়] হয়ে যায়, তাহলে তা শরীয়ত নিষিদ্ধ বা অবৈধ ভালবাসা হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় তা মোবাহ বা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

www.bjilibrary.com

৩২তম অধ্যায় ঃ
আল্লাহর ভয়

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين (آل عمران : ١٧٥)

"এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফের বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়। তোমরা যদি প্রকৃত মোমেন হয়ে থাকো তাহলে তাদেরকে [শয়তানের সহচরদেরকে] ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো।" (আল ইমরান ঃ ১৭৫)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله (التوبة : ١٨)

"আল্লাহর মসজিদগুলোকে একমাত্র তারাই আবাদ করতে পারে, যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত

ব্যাখ্যা

গ্রন্থকার এ অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুকরণ করার জন্য সন্নিবেশিত করেছেন। আর তা হচ্ছে, ভয়ের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার সাথে সম্পৃক্ত থাকা অত্যাবশ্যক। মাখলুকের সাথে এর সম্পর্ক থাকা নিষিদ্ধ। আর আল্লাহর সাথে ভয়-ভীতির সম্পর্ক ব্যতীত তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না।

এখানে বিষয়টির বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যাতে বিষয়টি পাঠকদের কাছে আরো সুস্পষ্ট হয় এবং এ ব্যাপারে যাবতীয় সংশয়ের নিরসন হয়।

এটা জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, বিভিন্ন কারণ ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে ভয়-ভীতি কখনো ইবাদতে পরিণত হয়, আবার কখনো তা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে গণ্য হয়।

www.bjilibrary.com

আদায় করে এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।"

(তাওবা ঃ ১৮)

৩। আল্লাহ তাআ'লা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل الناس كعذاب الله (العنكبوت : ١٠)

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর যখন আল্লাহর পথে তারা দুঃখ কষ্ট পায় তখন মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহর আযাবের সমতূল্য মনে করে।" (আনকাবূত ঃ ১০)

৪। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, ঈমানের দুর্বলতা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা, তোমাকে আল্লাহ যা দান করেননি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। কোন লোভীর লোভ আল্লাহর রিযিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোন ঘৃণা কারীর ঘৃণা আল্লাহর রিযিক বন্ধ করতে পারে না।

যাকে ভয় করা হয়, ভয়-ভীতি যদি তার ইবাদত বন্দেগী ও দাসত্ব করার জন্য হয়, তারই নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হয়, এবং তারই আনুগত্য করা আর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কারণ হয়, তাহলে এ ভয়ের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়াই ঈমানের সবচেয়ে বড় দাবী। এ সর্ম্পক গাইরুল্লাহর সাথে হওয়া শিরকে আকবার, যা আল্লাহ তাআ'লা [তাওবা ব্যতীত] মাফ করবেন না। কারণ এমতাবস্থায় বান্দাহ আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে এমন একটি ইবাদতের সাথে শরীক করলো, যা অন্তরের সবচেয়ে বড় দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ দায়িত্ব অবহেলার কারণে কোন কোন সময় আল্লাহর ভয়ের চেয়ে গাইরুল্লাহর ভয় [বান্দাহর মধ্যে] প্রবল হয়ে উঠে।

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে, সে ব্যক্তিই খালেস তাওহীদবাদী। আর যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ভয় করলো, সে ভয়-ভীতির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করলো, যেমনিভাবে মুহব্বতের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করলো। কোন কবরবাসীকে এই ভেবে ভয় করা যে, ভয় না করলে হয়তো তার কোন ক্ষতি করে ফেলবে, অথবা তার উপর কবরবাসী রাগান্বিত হয়ে তার কাছ থেকে

www.bjilibrary.com

৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس (رواه ابن حبان فى صحيحه)

"যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।" (ইবনে হিব্বান)

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা আল-ইমরানের ১৭৫নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা আনকাবুতের ১০ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। ঈমান শক্তিশালী হওয়া আবার দূর্বল হওয়া সংক্রান্ত কথা।

কোন নেয়ামত ছিনিয়ে নিবে, এ ধরনের ভয় শিরক। কবর পূজারীদের মধ্যে মূলত ঃ এ বিশ্বাসই বিদ্যমান রয়েছে।

ভয় যদি স্বভাবজাত এবং প্রাকৃতিক হয়, যেমন ঃ শত্রু, হিংস্র প্রাণী, সাপ ইত্যাদিকে ভয় করা, কারণ এগুলো দ্বারা বাহ্যিক অনিষ্টতা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাহলে তা [প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত ভয়] ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়। এ ধরনের ভয় প্রায় সব মুমিন লোকদের মধ্যেই রয়েছে। এ ভয় ঈমানের পরিপন্থী নয়। এ ভয়ের পিছনে যদি কোন সংগত কার্যকারণ নিহিত থাকে, তাহলে এ ভয়ে কোন দোষ নেই। আর যদি এ ভয় অবাস্তব ও কাল্পনিক হয় যেমন ঃ অহেতুক, ভিত্তিহীন কোনভয়, অথবা যে ভয়ের পিছনে কোন দুর্বল কারণ নিহিত রয়েছে, তাহলে এ জাতীয় ভয় খুবই দোষণীয়। যার মধ্যে এ জাতীয় ভয়ের অস্তিত্ব আছে সে কাপুরুষ বলে গণ্য। নবী করীম (সঃ) এ ধরনের ভীতি ও কাপুরুষতা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চেয়েছেন।

www.bjilibrary.com

৫। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয় ঈমানের দুর্বলতার আলামত।

৬। এখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

৭। অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় পরিত্যাগকারীর জন্য শাস্তির উল্লেখ।

৮। আল্লাহকে যে ভয় করে তার জন্য সওয়াবের উল্লেখ।

কারণ, কাপুরুষতা হচ্ছে হীনচরিত্রের লক্ষণ। এ কারণেই পরিপূর্ণ ঈমান, তাওয়াক্কুল এবং বীরত্ব এ ধরনের ভয়কে দূরীভূত করে দেয়। এমনকি ঈমানী বলে বলীয়ান বিশেষ ঈমানদার ব্যক্তিগণ ভয়-ভীতির ক্ষেত্রগুলোকে ঈমানী শক্তি, বীরত্ব, দুর্বার সাহসিকতা আর পূর্ণ তাওয়াক্কুল দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করেছেন।

www.bjilibrary.com

৩৩তম অধ্যায় ঃ

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين (المائده : ٢٣)

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো।" (মায়েদা ঃ ২৩।)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

(الانفال : ٢)

"একমাত্র তারাই মুমিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়।" (আনফাল ঃ ২)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين"

আল্লাহর উপর ভরসা করা তাওহীদ ও ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী। আল্লাহ তাআ'লার উপর বান্দাহর তাওয়াক্কুল বা ভরসার ভিত্তিতেই ঈমান বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয় এবং তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়। বান্দাহ তার দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা করতে চায় কিংবা পরিত্যাগ করতে চায় তার প্রতিটি কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করতে এবং তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করতে বাধ্য। [কারণ বান্দাহ আল্লাহর কাছে সর্বাবস্থাতেই দুর্বল ও মুখাপেক্ষী।]

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার মর্মার্থ হচ্ছে ঃ বান্দাহ অবশ্যই জেনে রাখবে যে, আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন সমস্ত বিষয়ের একচ্ছত্র মালিক, আল্লাহ যা চান তাই হয়। যা

www.bjilibrary.com

৩। আল্লাহ তাআ'লা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

ومن يتوكل على الله فهو حسبه (الطلاق : ٣)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তাআ'লাই যথেষ্ট।" (তালাক ঃ ৩)

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, حسبنا الله ونعم الوكيل এ কথা হযরত ইবরাহীম (আঃ) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হলো,

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا

"লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো করেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করুন। তখন তাঁদের ঈমানী বল আরো বৃদ্ধি পেলো।" (আল-ইমরান ঃ ১৭৩)।

চান না তা হয়না। একমাত্র তিনিই কল্যাণ দান করেন, আবার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেন। তিনিই দানকারী আবার দানের পথ রোধকারী। একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন ক্ষমতা ও শক্তির আধার।

এ জ্ঞান অর্জনের পর বান্দাহ তাঁর অন্তর দিয়ে তার দ্বীনও দুনিয়ার উপকার ও কল্যাণ সাধন এবং কোন অনিষ্টতা দূর করার ব্যাপারে তার স্বীয় রবের উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে। এ বিশ্বাসের পাশাপাশি বান্দাহ কল্যাণকর কাজের উপায় উপকরণগুলো কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহর মধ্যে এ সম্পর্কিত জ্ঞান, আত্মনির্ভরশীলতা এবং আস্থা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর ভরসাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। তার জন্য সুসংবাদ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআ'লাই তার জন্য যথেষ্ট এবং তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা। ভরসার বি

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। আল্লাহর উপর ভরসা করা ফরজ।

২। আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানের শর্ত।

৩। সূরা আনফালের ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪। আয়াতটির তাফসীর, এর শেষাংশেই রয়েছে।

৫। সূরা তালাকের ৩নং আয়াতের তাফসীর।

৬। "حسبنا الله نعم الوكيل" কথাটি হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও মুহাম্মদ (সঃ) বিপদের সময় বলার কারণে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

তাওয়াক্কুলের] সম্পর্ক যখনই গাইরুল্লাহর সাথে হবে তখনই সে মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করলো, গাইরুল্লাহর সাথে তা সম্পৃক্ত করলো, সে ব্যক্তি নিজেকে তার কাছে [গাইরুল্লাহর কাছে] সোপর্দ করলো, ফলে তার কামনা ও বাসনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

www.bjilibrary.com

৩৪তম অধ্যায় ঃ

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

(الاعراف : ٩٩)

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত [নির্ভয়] হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে একমাত্র

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: أفأمنوا مكر الله

"তারা কি আলাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে ভয়হীন হয়ে গিয়েছে।"

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি মহা সূত্রকে উপলব্ধি করা। আর তা হচ্ছে, 'আল্লাহকে ভয় করা বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য।' 'আশা-আকাংখা এবং ভয়-ভীতি; এ উভয় গুণের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর দয়া ও করুণা প্রত্যাশা করবে। বান্দাহ যদি স্বীয় গুনাহর দিকে লক্ষ্য করে এবং সাথে সাথে আল্লাহর ন্যায় বিচার ও কঠিন শাস্তির প্রতি খেয়াল করে তাহলে সে তার রবকে ভয় করবেই। আবার বান্দাহ যদি আল্লাহর সাধারণ ও বিশেষ করুণা, দয়া, ব্যাপক ক্ষমা ও মার্জনার দিকে তাকায় তাহলে তাঁর কাছে পাওয়ার জন্য আশান্বিত ও লালায়িত হবেই। আল্লাহ তাআ'লা যদি তাকে আনুগত্যের শক্তি দেন, তাহলে সে তার আনুগত্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও করুণা লাভের আকাংখা করবে। আবার স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে উক্ত নেয়ামত চলে যাওয়ার আশংকাও করবে। যদি কোন গুনাহর দ্বারা সে পরীক্ষিত হয় [অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কোন গুনাহর কাজ করেই ফেলে] তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হওয়া এবং গুনাহ মাফ হওয়ার আশা ও আকাংখা পোষণ করে। আবার তওবা করতে অবহেলা করার কারণে এবং স্বীয় গুনাহর কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, এ ভয়ও করে। এমনিভাবে নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহর কাছে নেয়ামতের স্থায়িত্ব ও আধিক্যের আশা করে। সাথে সাথে এর শুক্‌রিয়া জ্ঞাপনের জন্য তাঁর তাওফীক কামনা করে। আবার স্বীয় অবহেলা ও না-শুকরী করার কারণে আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকাও করে। দুঃখ-দুর্দশার সময় বান্দাহ আল্লাহর কাছে এর অবসান কামনা করে এবং দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রহর গুণতে থাকে। বিপদে ধৈর্য ধারণ করার সময় [মুমিন বান্দাহ] আল্লাহর কাছে এ কামনাই করে, তিনি যেন তাকে বিপদের মধ্যে অটল ও অবিচল রাখেন। আবার বিপদে ধৈর্য ধারণে অক্ষম হলে কাংখিত পুরস্কার

www.bjilibrary.com

হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা ছাড়া অন্য কেউ ভয়-হীন হতে পারে না।" (আ'রাফ ঃ ৯৯)।

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون (الحجر : ٥٦)

"একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে?" (হিজর ঃ ৫৬)

থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অনাকাংখিত দুঃখে পতিত হওয়ার আশংকাও করে, তাই তাওহীদবাদী মুমিন বান্দাহ সর্বাবস্থায় ভয় এবং আশা এ দুটি জিনিসের মধ্যেই বেঁচে থাকে। মূলতঃ এটাই তার করণীয়, এটাই তার জন্য কল্যাণকর। এর মাধ্যমেই তার শান্তি আসবে।

দু'টি খারাপ স্বভাব বান্দাহর জন্য ভয়ের কারণ। একটি হচ্ছে, আল্লাহর ভয় বান্দাহকে এমনভাবে পেয়ে বসা, যার কারণে সে তাঁর রহমত ও দয়া থেকে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি বান্দাহ এত বেশী মাত্রায় আশাবাদী হয়ে পড়া, যার ফলে তাঁর শাস্তি ও পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

যখন বান্দাহ উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত হয় তখন আশা ও ভয়ের দাবী অনুযায়ী বান্দাহর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ এ দুটি বিষয়ই তাওহীদের সব চেয়ে বড় ভিত্তি এবং ঈমানের জন্য অপরিহার্য বিষয়।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং তাঁর দয়া, ক্ষমা ও করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমটি হচ্ছে, বান্দাহ অত্যাধিক গুনাহর দ্বারা নিজের উপর জুলুম করা, বেপরোয়াভাবে অন্যায় ও পাপাচারিতায় লিপ্ত থাকা এবং সাথে সাথে আল্লাহর রহমতের পরিপন্থী কারণগুলোর উপর অনড় থাকা। ফলে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থা চলতে থাকার কারণে পাপাচারিতাই তার স্বভাব ও চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। আর এটাই হচ্ছে বান্দাহর কাছ থেকে শয়তান যা চায় তার চূড়ান্তরূপ। বান্দাহ যখন এরকম অবস্থায় পৌছে যায় তখন 'তাওবা নসূহা' ব্যতীত অর্থাৎ পাপাচারিতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত তার জন্য কোন রকমের কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ বান্দাহর মধ্যে আল্লাহর প্রতি মাত্রারিক্তি ভয়। বান্দাহ তার অত্যাধিক অন্যায়, অপরাধ ও পাপাচারিতার কারণে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় এত বেশী হয়ে যায় যে, তাঁর অপরিসীম রহমত ও মাগফিরাতের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে

www.bjilibrary.com

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সঃ) কে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছেন, 'কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে ঃ

الشرك بالله، واليأس من روح الله والامن من مكر الله

"আল্লাহর সাথে কাউকে শীরক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা।"

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

বান্দাহ উদাসীন ও অজ্ঞ হয়ে যায়। এর ফলে বান্দাহর মধ্যে এমন হতাশা ও নিরাশার উদ্ভব ঘটে যে, সে মনে করে তাওবা করলে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না, কোন দয়াও করবেন না। এমতাবস্থায় পাপের পথ থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা খুব দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এর ফলে আল্লাহর রহমত থেকে সে বঞ্চিত হয়। এ অবস্থা তার জন্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। এটা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে এবং তার নিজের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা, মনের দুর্বলতা, অপারগতা এবং অবহেলার কারণে।

বান্দাহ যদি এসব বিষয় [অর্থ্যাৎ আল্লাহর ক্ষমা ও অপরিসীম রহমতের কথা] জানতো, আর অলসতা ও অবহেলায় পড়ে না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তার সামান্য প্রচেষ্টা তাকে রবের অপরিসীম রহমত, করুণা ও দয়ার কাছে পৌছে দিতে পারতো।

আল্লাহর পাকড়াও বা শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার দুটি মারাত্মক কারণ রয়েছে।

একটি হচ্ছে ঃ বান্দাহ দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা। স্বীয় রবের পরিচয় এবং তাঁর হকের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকা এবং বিষয়টিকে অবজ্ঞা করা। অব্যাহত ভাবে স্বীয় রব থেকে বিমুখ থাকা, অবহেলা করা, ও হারাম কাজে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে নিজের অত্যাবশ্যকীয় আমল তথা ফরজ ইবাদতসমূহ আদায় না করা। যার ফলে আল্লাহর ভয় হৃদয় থেকে বিলুপ্ত হয়ে বান্দাহর অন্তরে ঈমানী শক্তিও লোপ পায়। কারণ, বান্দাহর ঈমান নির্ভর করে আল্লাহর ভয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর শাস্তির ভয়ের উপর।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ বান্দাহ মুর্খ আবেদ হওয়া। স্বীয় আমল দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজের আমলে নিজেই মুগ্ধ হওয়া। তার অব্যাহত মুর্খতার কারণে আমলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। যার ফলে তার কাছ থেকে আল্লাহর ভয় দূর হয়ে যায় এবং সে মনে করতে থাকে যে, আল্লাহর কাছে তার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এভাবে স্বীয় শক্তিহীন ও দুর্বল হৃদয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে পাপ পঙ্কিলতা দ্বারা বান্দাহ কলুষিত হয়। এর ফলে নেক কাজের পথে তাওফীক

www.bjilibrary.com

أكبر الكبائر : الإشراك بالله، والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله (رواه عبد الرزاق)

"সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহর শাস্তি হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা আ'রাফের ৯৯নং আয়াতের তাফসীর

২। সূরা হিজরের ৫৬নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আল্লাহর পাকড়াও থেকে ভয়হীন ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

না হয়ে বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এভাবেই বান্দাহ তার নিজের উপর জুলুম ও অত্যাচার করে।

আলোচিত অধ্যায়ের বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটাই জানা যায় যে উপরোক্ত কাজগুলো তাওহীদের পরিপন্থী।

www.bjilibrary.com

৩৫তম অধ্যায় ঃ
তাকদীরের [ফায়সালার] উপর ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অঙ্গ

১। আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

ومن يؤمن بالله يهد قلبه (التغابن : ١١)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে তিনি হেদায়াত দান করেন।" (তাগাবুন ঃ ১১)

২। হযরত আলকামা (রাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিই মুমিন, যে ব্যক্তি বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর ফলে সে বিপদগ্রস্থ হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই স্বীকার করে নেয়।

৩। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

"মানুষের মধ্যে এমন দু'টি [খারাপ] স্বভাব রয়েছে, যার দ্বারা তাদের কুফরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে, বংশ উল্লেখ করে খোটা দেয়া, আর একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।"

৪। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে মারফু হাদীসে বর্ণনা করেন,

---

ব্যাখ্যা

ভাগ্যের [তাকদীরের] উপর ধৈর্য ধারণ ঈমানের অঙ্গ।

আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের বিষয়টি সবার কাছে সুস্পষ্ট। উপরোক্ত দু'টি বিষয়ই ঈমানের অঙ্গ। এমনকি এ দুটি বিষয়ই ঈমানের ভিত্তি। ঈমানের সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহ যা পছন্দ করেন, যাতে

www.bjilibrary.com

إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة

"আল্লাহ তাআ'লা যখন তাঁর কোন বান্দাহর মঙ্গল করতে চান, তখন তাড়াতাড়িকরে দুনিয়াতেই তার [অপরাধের] শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর কোন বান্দাহর অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন, যেন কেয়ামতের দিন তাকে পুরো শাস্তি দিতে পারেন।

৫। রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء .....

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়।" আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তার উপর আল্লাহ ও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি আল্লাহও অসন্তুষ্ট থাকেন। (তিরমিজি)

তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাতে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা যায়, তার উপর ধৈর্য ধারণ করা। সাথে সাথে যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা।

দ্বীন তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এক ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সংবাদ বা তাঁর বাণীর স্বীকৃতি প্রদান করা।

দুই ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করা

তিন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

এতএব আল্লাহ তাআ'লার ফয়সালাকৃত তাকদীরের কোন দুঃখজনক অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা। এ বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা এবং তদানুযায়ী আমল করা খুবই জরুরী বিধায় বিষয়টি এখানে খাসভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বান্দাহ যখন এ কথা জানতে পারবে যে, আল্লাহর হুকুমেই মুসীবত আসে,

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা তাগাবুন এর ১১নং আয়াতের তাফসীর।

২। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।

৩। কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্নাম করা কুফরীর শামিল।

৪। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল-চাপড়ায়, জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের কোন রীতি-নীতির প্রতি আহবান জানায়, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

৫। বান্দাহর মঙ্গলের প্রতি আল্লাহর ইচ্ছার নিদর্শন।

৬। বান্দাহর প্রতি আল্লাহর অমঙ্গলেচ্ছার নিদর্শন।

৭। বান্দাহর প্রতি আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন।

৮। আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।

৯। বিপদে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সওয়াব।

তাকদীরের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লা হিকমত নিহিত রেখেছেন এবং তাকদীরে নির্ধারিত মুসীবতের মধ্যেই বান্দাহর জন্য আল্লাহর নেয়ামত নিহিত আছে, তখন সে আল্লাহ তাআ'লার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। তাঁর নির্দেশকে মেনে নিবে এবং দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আলাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ করা সওয়াব লাভের আকাংখা করা, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা এবং উত্তম চরিত্র গঠনের সুযোগ গ্রহণ করা। এর ফলে বান্দহর অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং তার ঈমান ও তাওহীদ শক্তিশালী হবে।

www.bjilibrary.com

৩৬তম অধ্যায় ঃ
রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসংগে শরীয়তের বিধান

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

قل إنما انابشر مثلكم يوحى إلىّ أنما إلهكم اله واحد

(الكهف : ١١٠)

"[হে মুহাম্মদ], আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট এ মর্মে অহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ।" (কাহাফ ঃ ১১০)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه (رواه مسلم)

ব্যাখ্যা

মানুষের কোন আমল দ্বারা দুনিয়া লাভের আশা করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা দরকার যে, এখলাসের সাথে আল্লাহর জন্য কাজ করাই হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি, তাওহীদ এবং ইবাদতের প্রাণশক্তি। এর উপমা হচ্ছে একজন বান্দাহ তার সম্পূর্ণ কাজই আল্লাহর উদ্দেশ্যে করবে, তাঁরই সওয়াব ও করুণা ভিক্ষা করবে। অতঃপর ঈমানের ছয়টি মূল-নীতি এবং ইসলামী শরীয়তের পাঁচটি বিধান বাস্তবায়িত করবে। ইহসানের হাকীকত তথা আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। এর উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করা। লোক দেখানো, সুনাম অর্জন, নেতৃত্ব দান, দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন একটি আল্লাহর ইবাদতের দ্বারা আশা করা যাবে না। উপরোক্ত অবস্থায় পৌছলেই বান্দাহর ঈমান ও তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করবে।

www.bjilibrary.com

"আমি অংশীদারদের শিরক (অর্থাৎ অংশিদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি [ঐ] ব্যক্তিকে এবং শিরককে [অংশীদারকে ও অংশিদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করি।" (মুসলিম)

৩। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে অন্য এক 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى، قال : الشرك الخفى يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته، لمايرى من نظر رجل (رواه أحمد)

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে 'মসীহ দাজ্জালের' চেয়েও ভয়ঙ্কর?" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে 'শিরকে খফী' বা গুপ্ত শিরক। [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার নামাজকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে [বলে সে মনে করছে]।"(আহমাদ)

ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে, লোক দেখানো কার্যকালাপ, মানুষের প্রশংসা এবং সম্মান অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অথবা কেবলমাত্র পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য কাজ করা যা বান্দাহর খুলুসিয়াত এবং তাওহীদকে কলুষিত করে।

রিয়ার ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক কথা ঃ

বান্দাহ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং এ ফাসেদ উদ্দেশ্য নিয়েই তার কাজ চলতে থাকে, তাহলে তার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ ধরনের আমল শিরকে আসগার বা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সাথে সাথে এ আশংকাও রয়েছে যে, এ ছোট শিরককে অবলম্বন করে বান্দাহ শিরকে আকবার বা বড় শিরকে উপনীত হয়ে যাবে।

বান্দাহ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাজ করে তবে এর সাথে লোক দেখানোর ইচ্ছাও আছে, এমতাবস্থায় বান্দাহ যদি তার আমলের দ্বারা রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছাকে পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলেও কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে উক্ত নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়াও অন্যকে খুশী করার নিয়ত।

৩। এর [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার] অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। [এ জন্য গাইরুল্লাহ মিশ্রিত কোন আমল তাঁর প্রয়োজন নেই।]

৪। আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লার সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণে উত্তম।

৫। রাসূল (সঃ) এর অন্তরে রিয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উপর ভয় ও আশংকা।

৬। রাসূল (সঃ) রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলত ঃ নামাজ আদায় করবে আল্লাহরই জন্যে। তবে নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে।

বান্দাহ যদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কোন কাজ করা আরম্ভ করে, কিন্তু কর্মরত অবস্থায় রিয়ার বিষয়টি এসে যোগ হয়, এমতাবস্থায় বান্দাহ রিয়া পরিত্যাগ করে খুলুসিয়াতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে পারলে, তার কোন ক্ষতি হবে না, অর্থাৎ আমল বাতিল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি রিয়া বিষয়টি বান্দাহর মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে, তাহলে তার আমল ত্রুটিপূর্ণ হবে। সাথে সাথে বান্দাহর ঈমান ও ইখলাসের মধ্যে সে পরিমাণ দুর্বলতা আসবে যে পরিমাণ রিয়া তার অন্তরে বিরাজমান থাকবে।

www.bjilibrary.com

৩৭তম অধ্যায় ঃ
নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শিরক

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها (هود : ١٥ - ١٦)

"যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি।" (হুদ ঃ ১৫-১৬)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله اشعث رأسه، مغبرة قدماه إن كان فى الحراسة، كان فى الحراسة وإن كان فى الساقة كان فى الساقـــة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع -

"দীনার ও দেরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পুজারী [পোষাক-বিলাসী] ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, তার আরো খারাপ হোক, কাঁটা-ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হোক [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক।] সে বান্দাহর সৌভাগ্য যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলো-মেলো করেছে আর পদযুগলকে

www.bjilibrary.com

করেছে ধূলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যানা যায় ঃ

১। আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা।

২। সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। একজন মুসলিমকে দিনার-দেরহাম ও পোষাকের বিলাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৪। উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে, বান্দাহকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়।

৫। দুনিয়াদারকে আল্লাহর নবী এ বদদোয়া করেছেন, "সে ধ্বংস হোক, সে অপমানিত হোক বা অপদস্ত হোক।"

৬। দুনিয়াদারকে এ বলেও বদদোয়া করেছেন, "তার গায়ে কাঁটা ফুটুক এবং তা সে খুলতে না পারুক।"

৭। হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীতে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা।

www.bjilibrary.com

৩৮তম অধ্যায় ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে [অন্ধভাবে], আলেম, বজুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করলো, সে মূলতঃ তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করলো

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر "

"তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, "রাসূল (সঃ) বলেছেন।" অথচ তোমরা বলছো, "আবুবকর এবং ওমর (রাঃ) বলেছেন।"

ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে আলেম, বজুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করলো, সে মূলতঃ তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিলো

আল্লাহ তাআ'লার বাণী ঃ

الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা তারা বিশ্বাস করে বলে দাবী করে?"

গ্রন্থকার এখানে যা উল্লেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। একমাত্র রব এবং ইলাহই হচ্ছেন 'কাদারী', [তাকদীর] 'শরয়ী' [শরীয়ত] এবং 'জাযায়ী' [শাস্তি] সংক্রান্ত বিষয়ে হুকুম দানের মালিক। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। তিনি একক ও লা-শারীক। নিরঙ্কুশ আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তাই তাঁর নাফরমানী করা যাবেনা। এর ফলে সমস্ত আনুগত্যই তাঁর আনুগত্যের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে।

www.bjilibrary.com

২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাঃ) বলেছেন, 'ঐ সব লোকদের ব্যাপার আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদীসের সনদ ও 'সিহ্হাত' [বিশুদ্ধতা] অর্থাৎ হাদীসের পরম্পরা ও সহীহ্ হওয়ার বিষয়টি জানার পর ও সুফইয়ান সওরীর মতামতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

فليذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. (النور : ٦٣)

"যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিৎ যে, তাদের উপর কোন কঠিন পরীক্ষা কিংবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়ে।" (নূর ঃ ৮৩)

তুমি কি জানো ফিতনা কি? ফিতনা হচ্ছে শিরক। সম্ভবত ঃ তাঁর কোন কথা অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি করলে এর ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। হযরত আদী বিন হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল

বান্দাহ যদি উপরোল্লিখিত আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলেম, বুজুর্গ এবং নেতাগণকে গ্রহণ করে এবং তাদের আনুগত্যকে আসল মনে করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে তাদের আনুগত্যের অধীন মনে করে, তাহলে সে আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকেই [আলেম, বুজুর্গ ও নেতাগণকে] রব হিসেবে মেনে নিলো, তাদের ইবাদত করলো, তাদেরকে ফায়সালাদানকারী হিসেবে গ্রহণ করলো এবং তাদের ফায়সালাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার উপরে অগ্রাধিকার দিলো। আর এটাই হচ্ছে নির্ঘাত কুফরী। কেননা হুকুমদানের একচ্ছত্র অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআ'লা। [এমনিভাবে তিনিই ইবাদতের পূর্ণ হকদার]

তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে গাইরুল্লাহকে হুকুমকর্তা হিসেবে গ্রহণ না করা। বিতর্কিত বিষয়ের ফায়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম তথা কুরআন ও সুন্নাহকে মেনে নেয়া। এর দ্বারাই বান্দাহর দ্বীন ও তাওহীদ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ণতা অর্জন করবে।

যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ব্যতীত অন্য কোন [মানব রচিত] বিধান

www.bjilibrary.com

(সঃ) কে এ আয়াত পড়তে শুনেছেন,

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله (التوبة :٣١)

"তারা [ইহুদী ও খৃস্টান জাতির লোকেরা] আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলো।" (তাওবা ঃ ৩১) তখন আমি নবীজিকে বললাম, 'আমরাতো তাদের ইবাদত করি না।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা আল্লাহর হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করো না? আবার আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললে, তোমরা কি তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো না? তখন আমি বললাম, 'হাঁ।' তিনি তখন বললেন, 'এটাই তাদের ইবাদত (করার মধ্যে গণ্য।)' (আহমাদ ও তিরমিজী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা নূরের ৬৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ৩১নং আয়াতের তাফসীর।

মতে বিচার ফায়সালা গ্রহণ করলো, সেই তাগুতকে মেনে নিলো। এরপরও যদি সে দাবী করে যে, সে একজন মু'মিন, তাহলে সে চরম মিথ্যাবাদী।

দ্বীনের মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মেনে নেয়া ব্যতীত বান্দাহর ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। গ্রন্থকারের আলোচিত অপর একটি অধ্যায়ের মর্মানুযায়ী প্রতিটি হক বা অধিকারের ক্ষেত্রে এ হুকুম [অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মেনে নেয়া] প্রযোজ্য।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো ফায়সালা মেনে নিলো, সে মূলতঃ গাইরুল্লাহকে রব হিসেবে এবং তাগুতকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নিলো।

www.bjilibrary.com

৩। হযরত আদী বিন হাতেম ইবাদতের যে অর্থ অস্বীকার করেছেন, সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু বকর এবং ওমর (রাঃ) এর দৃষ্টান্ত আর ইমাম আহমাদ (রঃ) কর্তৃক সুফইয়ান সওরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা।

৫। অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে এমন [গোমরাহীর] পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পন্ডিত ও পীর বুজুর্গের পূজা করাটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম ইবাদতে পরিণত হয়। আর এরই নাম দেয়া হয় "বেলায়াত।" 'আহবার' তথা পন্ডিত ব্যক্তিদের ইবাদত হচ্ছে, তদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো, সে সালেহ বা পূণ্যবান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে যে ইবাদত করলো অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত করলো, সেই জাহেল বা মুর্খ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

৩৯তম অধ্যায় ঃ

১। আল্লাহ তাআ'লা, ইরশাদ করেছেন,

ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً ..... - (النساء : ٦٠)

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবী করে? তারা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুত [খোদাদ্রোহী শক্তি] এর কাছে যায়, অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়।" (নিসা ঃ ৬০)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون - (البقرة : ١١)

"তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাইতো শান্তিকামী।" (বাকারা ঃ ১১)

৩। আল্লাহ তাআ'লা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

لاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها - (الاعراف : ٥٦)

"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" (আ'রাফ ঃ ৫৬)

www.bjilibrary.com

৪। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

أفحكم الجاهلية يبغون - (المائدة : ٥٠)

"তারা কি বর্বর যুগের আইন চায়?" (মায়েদা ঃ ৫০)

৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়।" (ইমাম নববী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৬। ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেছেন, একজন মুনাফিক এবং একজন ইহুদীর মধ্যে (একটি ব্যাপারে) ঝগড়া ছিলো। ইহুদী বললো, 'আমারা এর বিচার-ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ (সঃ) এর কাছে যাবো, কেননা মুহাম্মদ (সঃ) ঘুষ গ্রহণ করেন না, এটা তার জানা ছিলো। আর মুনাফিক বললো, 'ফয়সালার জন্য আমরা ইহুদী বিচারকের কাছে যাবো, কেননা ইহুদীরা ঘুষ খায়, এ কথা তার জানা ছিলো। পরিশেষে তারা উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তারা এর বিচার ও ফয়সালার জন্য জোহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

ألم ترى إلى الذين يزعمون ..... الأية

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত দু'জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিলো, মীমাংসার জন্য আমরা নবী (সঃ) এর কাছে যাবো, অপরজন বলেছিলো, 'কা'ব বিন আশরাফের কাছে যাবো।' পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে সোপর্দ করলো। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলো। যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর বিচার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তাকে লক্ষ্য করে হযরত ওমর

www.bjilibrary.com

(রাঃ) বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এরকম? সে বললো, "হ্যাঁ।" তখন তিনি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললেন।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা

২। সূরা বাকারার ১১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩। সূরা আ'রাফের ৫৬নং আয়াতের তাফসীর।

৪। সূরা মায়েদার أفحكم الجاهلية يبغون এর তাফসীর।

৫। এ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত

ألم ترى إلى الذين يزعمون ..... الأية

নাযিল হওয়া সম্পর্কে শা'বী (রহঃ) এর বক্তব্য।

৬। সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭। মুনাফিকের সাথে হযরত ওমর (রাঃ) এর ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা।

৮। প্রবৃত্তি যতক্ষন পর্যন্ত রাসূল (সঃ) এর আনীত আদর্শের অনুগত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিষয়।

www.bjilibrary.com

৪০তম অধ্যায় ঃ

আল্লাহর 'আস্‌মা ও সিফাত' [নাম ও গুণাবলী] অস্বীকারকারীর পরিণাম

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

و هم يكفرون بالرحمن - (الرعد : ٣٠)

"এবং তারা রহমান [আল্লাহর গুণবাচক নাম] কে অস্বীকার করে।" (রা'দঃ ৩০)

২। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) বলেন,

حدثوا الناس بما يعرفون أتُريدون أن يُكذب اللّه و رسوله

"লোকদেরকে এমন কথা বলো, যা দ্বারা তারা [আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে সঠিক কথা] জানতে পারে। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?"

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল (সঃ) থেকে একটি হাদীস শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করার জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তখন

ব্যাখ্যা

ঈমানের মূল ভিত্তি এবং তা যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। বান্দাহর জ্ঞান ও ঈমান যখনই উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে শক্তিশালী হয় আর আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, তখন তার তাওহীদও শক্তিশালী হয়। তারপর বান্দাহ যখন জানতে পারে যে, আল্লাহ তাআ'লা সিফাতে কামাল, বা পরিপূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অনন্য, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং সৌন্দর্য্যের দিক দিয়েও একক, তাঁর কামালিয়াত অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টান্ত ও নযীর নেই, তখন এ কথা জেনে নেয়া এবং নিশ্চিত হওয়া বান্দাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, তিনিই হচ্ছেন ইলাহে হক (সত্য ইলাহ) এবং তাঁর উলুহিয়্যাত ব্যতীত যাবতীয় উলুহিয়্যাত বাতিল। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ইসম ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণ অস্বীকার

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন, এরা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি করে করলো? তারা মুহকামের [বা সুস্পষ্ট] আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখালো, আর মুতাশাবাহ [অস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে] ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করলো?"

কুরাইশরা যখন রাসূল (সঃ) এর কাছে [আল্লাহর গুণবাচক নাম] "রহমানের" উল্লেখ করতে শুনতে পেলো, তখন তারা 'রাহমান' গুণটিকে অস্বীকার করলো। এ প্রসঙ্গেই وهم يكفرون بالرحمن আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। আল্লাহর কোন নাম ও গুণ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঈমান না থাকা।

২। সূরা রা'দের وهم يكفرون بالرحمن এর তাফসীর।

৩। যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা।

৪। অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি? তার উল্লেখ।

৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর কোন একটির অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

করলো, সে এমন কাজই করলো যা তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং পরিপন্থী। আর এ কাজটি হচ্ছে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

www.bjilibrary.com

৪১তম অধ্যায় ঃ
আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها - (النحل : ٨٣)

"তারা আল্লাহর নেয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে।" (নাহল ঃ ৮৩)

এর মর্মার্থ বুঝাতে মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন মানুষের এ কথা বলা "এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।" আ'উন ইবনে আবদিল্লাহ বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, "অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতোনা।" ইবনে কুতাইবা এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুশরিকরা বলে, "এটা হয়েছে আমাদের ইলাহদের সুপারিশের বদৌলতে।"

আবুল আব্বাস যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীসে- যাতে একথা আছে, "আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"أصبح من عبادى مؤمن بى و كافر"

ব্যাখ্যা

আল্লাহর নেয়ামত জেনে শুনে অস্বীকার করার পরিণাম ঃ

ঘোষণা এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে যাবতীয় নেয়াতমকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাই মাখলুকের কর্তব্য। এর মাধ্যমেই [বান্দাহর] তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি অন্তর এবং জবানের দ্বারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করলো, সেই কাফের। তার মধ্যে দ্বীনের কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে ব্যক্তি অন্তরে এ কথা স্বীকার করে যে, সব নেয়ামতই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত, কিন্তু মৌখিকভাবে কখনো সে উক্ত নেয়ামতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে, আবার কখনো নেয়ামতকে নিজের সাথে, নিজ কর্মের সাথে, কোন সময় অন্যের চেষ্টা-সাধনার সাথে সম্পৃক্ত করে যেমনটি বহু মানুষের মুখে-মুখে প্রচলিত আছে। এমতাবস্থায় বান্দাহর অনিবার্য করণীয় হচ্ছে, এ রকম [শিরকী] কাজ করার জন্য তাওবা করা আর নেয়ামতের মালিক ব্যতীত অন্য কারো সাথে তা সম্পৃক্ত না করা এবং তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকার জন্য চেষ্টা সাধনা করা। ঘোষণা ও স্বীকৃতির মাধ্যমে

www.bjilibrary.com

"আমার কোন বান্দাহর ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মুমিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয় কাফির অবস্থায়"- উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের অনেক বক্তব্য কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নেয়ামত দানের বিষয়টি গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তার নিন্দা করেন।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন সালফে-সালেহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতোই, "অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকুল বাতাস, আর মাঝির বিচক্ষণতা" এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। নেয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

২। জেনে-শুনে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত

৩। মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত এসব কথা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করারই শামিল।

৪। অন্তরে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের সমাবেশ।

যাবতীয় নেয়াতমকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা ব্যতীত বান্দাহর ঈমান ঠিক হবে না। কেননা আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন, যা হচ্ছে ঈমানের মূল বিষয়, তা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

এক ঃ বান্দাহ তার নিজের উপর এবং অন্যের উপর আল্লাহর যেসব নেয়ামত আছে, অন্তর দিয়ে সেগুলোর স্বীকৃতি দিবে।

দুই ঃ নেয়ামতের আলোচনা করবে এবং এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবে।

তিন ঃ নিয়ামতদানকারীর আনুগত্য করবে এবং তাঁরই ইবাদতের জন্য তাঁর সাহায্য কামনা করবে।

www.bjilibrary.com

৪২তম অধ্যায় ঃ

আল্লাহ তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক না করা

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

فلا تجعلو للّه أندادا و أنتم تعلمون - (البقرة : ٢٢)

"অতএব জেনে-শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।" (বাকারা ঃ ২২)

২। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, انداد [আন্দাদ] হচ্ছে এমন শিরক যা অন্ধকার রাত্রে নির্মল কাল পাথরের উপর পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সুক্ষ্ম। এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, "আল্লাহর কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম, আমার জীবনের কসম।" "যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করতো।" "হাঁসটি যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে অবশ্যই চোর আসতো।" কোন ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলা,

---

ব্যাখ্যা

জেনে-শুনে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা

পূর্বেক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত-

و من الناس من يتخذ من دون اللّه أندادًا

দ্বারা শিরকে আকবার [অর্থাৎ বড় শিরক] বুঝানো হয়েছে। শিরকে আকবারের উদাহরণ হচ্ছে ঃ ইবাদত, মুহাব্বত, ভয়, এবং আশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

আর এ অধ্যায়টির মাধ্যমে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরককে বুঝানো হয়েছে। যেমন ঃ কথা ও শব্দ প্রয়োগের মধ্যে শিরক করা। এর উদাহরণ হচ্ছে ঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগের মধ্যে

www.bjilibrary.com

"আল্লাহ তাআ'লা এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছো।" কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, "আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখো না।" এগুলো সবই শিরক। (ইবনে অবি হাতেম)

৩। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

من حلف بغير اللّه فقد كفر أو أشرك - (رواه الترمذى و حسنه و صححه الحاكم)

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করলো, সে কুফ্রী অথবা শিরক করলো।" (তিরমিজি)

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

لأن أحلف باللّه كاذبا أحب إلى من أحلف بغيره صادقا

"আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার কাছে গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

---

উভয়কে সমতুল্য মনে করা। যেমন ঃ "আল্লাহ এবং অমুক যদি না হতো," "আল্লাহ এবং তোমার নামে কসম" এ ধরনের কথা বলা। কোন বিষয়ের সম্পর্ক এবং সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারকে গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন ঃ "পাহারাদার না থাকলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর আসতো" "অমুক ঔষধটি না হলে আমি মারাই যেতাম," অমুক কারবারে যদি অমুকের বিচক্ষণতা না হতো তাহলে কিছুই লাভ করা যেতো না।" এগুলো সবই তাওহীদের পরিপন্থী।

এ ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, কোন কিছু সংঘটিত হওয়া এবং এর 'আসবাব' অর্থাৎ কার্যকারণসমূহের উপকারিতার বিষয়টি আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁরই ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা। এর সাথে সাথে কার্যকারণের মর্যাদা ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করা। অতএব কথা বলার নীতি হবে এ রকম, "لو لا اللّه ثم كذا" অর্থাৎ "আল্লাহ

www.bjilibrary.com

لاتقولوا : ماشاء اللّه و شاء فلان و لكن قولوا: ماشاء اللّه ثم شاء فلان - (رواه ابو داود)

"আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন" এ কথা তোমরা বলো না। বরং এ কথা বলো, "আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে" (আবু দাউদ)

ইবরাহীম নাখ্য়ী থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, أعوذ باللّه و بك অর্থাৎ "আমি আল্লাহ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই" এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর أعوذ باللّه ثم بك অর্থাৎ "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে আশ্রয় চাই।" এ কথা বলা তিনি জায়েয মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, "لو لا اللّه ثم فلان" "যদি আল্লাহ অতঃপর অমুক না হয়" একথা বলে, কিন্তু لو لا اللّه و فلان অর্থাৎ "যদি আল্লাহ এবং অমুক না হয়" এ কথা বলো না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

[তাআ'লার মেহেরবানী] অতঃপর এমন [ঘটনা] না হলে এমন হতো।" এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'যাবতীয় কার্যকারণ আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার সাথে সম্পৃক্ত' এ কথা জানা।

অতএব বান্দাহর তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর,কথা ও কাজে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে বিরত না থাকে।

www.bjilibrary.com

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা সংক্রান্ত সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২। শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতকে সাহাবায়ে কেরাম ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তাফসীর করেছেন।

৩। গাইরুল্লাহর নামে কসম করা শিরক।

৪। গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করা, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করার চেয়েও জঘন্য গুনাহ।

৫। বাক্যস্থিত وَ এবং ثُمَّ (ছুম্মা) এর মধ্যে পার্থক্য।

www.bjilibrary.com

৪৩তম অধ্যায় ঃ
আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

১। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لاتحلفوا بابائكم من حلف باللّه فليصدق و من حلف له باللّه فليرض و من لم يَرض فليس من اللّه - (رواه ابن ماجه بسند حسن)

"তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, তার উচিৎ কসমকে বাস্তবায়িত করা। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার উচিৎ উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই।" (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর নমে কসম করে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট নয় তার পরিণাম

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা উপলব্ধি করা যে, যদি তোমার [বিবদমান] প্রতিপক্ষের প্রতি 'হলফ' করার নির্দেশ হয় এবং তার সত্যতা সম্পর্কে জানা থাকে অথবা 'হলফ'টা বহ্যতঃ কল্যাণকর ও ন্যায়-ভিত্তিক হয়, তাহলে তার হলফের ব্যাপারে তোমার সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকা উচিৎ।

মুসলমানদের উপরে তাদের রবের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তার অপরিহার্য করণীয় হিসেবে আল্লাহর নামে কসমের ব্যাপারে তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এমনিভাবে তুমি যদি তার জন্য আল্লাহর নামে কসম করো, তারপর সে যদি বিষয়টি পরিত্যাগ করার হলফ কিংবা প্রতিপক্ষের উপর শাস্তির অভিশাপ ও বদদোয়া ব্যতীত রাজী না হয়, তাহলে এটা [আচরণ] হবে وَعِيْد

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। বাপ-দাদার নামে কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

২। যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার প্রতি [কসমের বিষয়ে] সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ।

৩। আল্লাহর নামে কসম করার পর, যে উহাতে সন্তুষ্ট থাকেনা, তার প্রতি ভয় প্রদর্শন ও হুশিয়ারী উচ্চারণ।

[ওয়াঈ'দ অর্থাৎ শাস্তির হুশিয়ারী] এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ ধরনের আচরণ বেয়াদবী এবং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পরিত্যাগ করার শামিল।

আর যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের কোন অশ্লীলতা এবং মিথ্যা সম্পর্কে অবগত আছে, সে তার [প্রতিপক্ষের] যতটুকু মিথ্যা নিশ্চিত ভাবে জানে, ততটুকুর ব্যাপারে হলফ করবে। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষের মিথ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকার কারণে তার [মিথ্যা সম্পর্কিত] হলফ وَعِيْد [ওয়াঈ'দ] এর মধ্যে অন্তভুক্ত হবেনা। কেননা তার [মিথ্যুক] প্রতিপক্ষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি কোন সম্মান নেই। যার ফলে তার হলফের ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিত হতে পারে। অতএব প্রতিপক্ষের মিথ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত জেনে হলফ করলে তা ওয়াঈ'দ (وَعِيْد) অর্থাৎ শাস্তি দেয়ার হুশিয়ারীর অন্তর্ভুক্ত হবেনা। কারণ তার অবস্থা নিশ্চিতভাবে ত্রুটিমুক্ত।

www.bjilibrary.com

৪৪তম অধ্যায় ঃ
"আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন" বলা

১। হযরত কুতাইলা হতে বর্ণিত আছে, একজন ইহুদী রাসূল (সঃ) এর কাছে এসে বললো, 'আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন।' কারণ আপনারা বলে থাকেন, ماشاء الله و شئت "আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন।" আপনারা আরো বলে থাকেন, والكعبة অর্থাৎ "কা'বার কসম।" এরপর রাসূল (সঃ) বললেন, 'মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে, و رب الكعبة "কাবার রবের কসম" আর যেন "ماشاء الله ثم شئت "আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন" একথা বলে। (নাসায়ী)

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর উদ্দেশ্যে বললো, ماشاء الله وشئت [আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল (সঃ) বললেন, أجعلتنى لله ندا "তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরীক করে ফেলেছো?" আসলে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন, তা একক ভাবেই করেছেন।

৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মায়ের তরফের [আখ্ইয়াফী] ভাই, হযরত তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম,

---

ব্যাখ্যা

এ অধ্যায়টি ইতিপূর্বে আলোচিত অধ্যায় "فلا تجعلوا لله أندادًا" *-এর আওতাধীন।*

www.bjilibrary.com

'তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লাহর পুত্র না বলতে। তারা বললো, "তোমরাও অবশ্যই একটি ভাল জাতি যদি তোমরা ماشاء اللّه و شاء محمد [আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ (সঃ) যা ইচ্ছা করেছেন।" এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, "ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র" এ কথা না বললে, তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বললো, "তোমরা ও ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন।" সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। তারপর রাসূল (সঃ) এর কাছে এলাম এবং তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছো?" বললাম, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, "তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলেছো, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা ماشاء اللّه و شاء محمد অর্থাৎ "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ (সঃ) যা ইচ্ছা করেছেন" একথা বলো না বরং তোমরা বলো, ماشاء اللّه وحده অর্থাৎ "একক আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদীরাও অবগত আছে।

২। কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।

৩। রাসূল (সঃ) এর উক্তি, أجعلتنى للّه ندا [তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছো?] [অর্থাৎ "ماشاء اللّه و شئت" এ কথা

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

"আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। কারণ, সে যমানা বা কালকে গালি দেয়। অথচ আমিই হচ্ছি যমানা। আমিই [যমানার] রাত দিনকে পরিবর্তন করি।" অন্য বর্ণনায় আছে,

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر

"তোমরা যমানাকে গালি দিওনা। কারণ, আল্লাহই হচ্ছেন যমানা।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। কাল বা যমানাকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। যমানাকে গালি দেয়া আল্লাহকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।

৩। فإن الله هو الدهر "আল্লাহই হচ্ছেন যমানা" রাসূল (সঃ) এর এ বাণীর মধ্যে গভীর চিন্তার বিষয় নিহিত আছে।

৪। বান্দাহর অন্তরে আল্লাহকে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধানতা বশতঃ মনের অগোচরে তাঁকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

করছে। তাই যমানাকে গালি দিলে এবং এর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলে সে গালি ও দোষ-ত্রুটি প্রকৃতপক্ষে এর মহানিয়ন্ত্রক ও পরিচালকের উপর বর্তায়।

দ্বীনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের স্বল্পতার অর্থই হচ্ছে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বল্পতা। এতে দুঃখ দুর্দশাই শুধু বৃদ্ধি পায়, আর অঘটন বড় আকার ধারণ করে, প্রয়োজনীয় ধৈর্যের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মুমিন ব্যক্তি জানে যে, যাবতীয় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার লিখন ও ফয়সালা [বিধি-লিপি] ও হিকমতের ইশারায়। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যতক্ষন পর্যন্ত কোন জিনিসের দোষারোপ না করেন, ততক্ষন পর্যন্ত তাকে দোষী করা যায়না। এক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে; তাঁর নির্দেশকে মাথা পেতে নেয়। এভাবেই তার তাওহীদ পুরিপূর্ণ হয় এবং হৃদয়ে এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করে।

www.bjilibrary.com

৪৬তম অধ্যায় ঃ

কাযীউল কুযাত [মহা বিচারক] প্রভৃতি নামকরণ প্রসংগ

১ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

"إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ، لا مالك إلا الله"

"আল্লাহ তাআ'লার কাছে ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার নামকরণ করা হয় 'রাজাধিরাজ' বা 'প্রভূর প্রভূ'। আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভূ নেই।" (বুখারী)

সুফইয়ান সওরী বলেছেন, 'রাজাধিরাজ' কথাটি 'শাহানশাহ' এর মতই একটি নাম। আরো একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

"أغيظ رَجُل على الله يوم القيامة و أخبثه .....

ব্যাখ্যা

'কাযীউল কুযাত' এবং এ জাতীয় নাম করণ প্রসংগ এবং আল্লাহর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নামের পরিবর্তন প্রসংগ

এ দু'টি শিরোনামই পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

[পূর্ববর্তী অধ্যায়ের] মূল কথা হচ্ছে, নিয়ত, কথা ও কাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য। তাই কেউ যেন এমন নাম করণ না করে যার মধ্যে আল্লাহর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের কথা নিহিত আছে। যেমন 'কাযীউল কুযাত' [মহা বিচারক], অথবা 'মালিকুল মুলূক', 'হাকিমুল হুক্কাম' [মহা শাসক] অথবা আবুল হাকাম [মহা জ্ঞানী] প্রভৃতি। এ সব কিছুই হচ্ছে তাওহীদ এবং আল্লাহর আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলী] এর হেফাজতের জন্য. আর শিরকের

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ "কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে [যার নামকরণ করা হয়েছে রাজাধিরাজ]"। উল্লেখিত হাদীসে أَخْنَع শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। 'রাজাধিরাজ' নামকরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২। 'রাজাধিরাজ' এর অর্থ সুফইয়ান সওরী কর্তৃক বর্ণিত "শাহানশাহ" এর অর্থের অনুরূপ।

৩। বর্ণিত ব্যাপারে এবং এ জাতীয় বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে অন্তরে কি নিয়ত আছে তা বিবেচ্য নয়।

৪। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাবতীয় পথ ও মাধ্যম বন্ধ করার জন্য। এমনকি সেই সব আশংকাজনক শব্দাবলীর প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য, যা ধীরে- ধীরে মানুষকে আল্লাহর খাসিয়াত ও হকের ব্যাপারে অংশীদারিত্বের দিকে নিয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

৪৭তম অধ্যায় ঃ
আল্লাহর সম্মানার্থে [শিরকী] নামের পরিবর্তন

১। হযরত আবু শুরাইহ্ হতে বর্ণিত আছে, এক সময় তার কুনিয়াত ছিল আবুল হাকাম [জ্ঞানের পিতা] রাসূল (সঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إن الله هو الحكم و إليه الحكم

"আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন জ্ঞান সত্তা এবং তিনিই জ্ঞানের আধার।" তখন আবু শুরাইহ্ বললেন, 'আমার কওমের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফয়সালার জন্য আমার কাছে চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।' রাসূল (সঃ) একথা শুনে বললেন, 'এটা কতইনা ভাল।' 'তোমার কি সন্তানাদি আছে?' আমি বললাম, 'শুরাইহ, 'মুসলিম' এবং 'আবদুল্লাহ' নামে আমার তিনটি ছেলে আছে।' তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে সবার বড় কে?' আমি আললাম, "শুরাইহ্"। তিনি বললেন, "অতএব তুমি আবু শুরাইহ্" [শুরাইহের পিতা] (আবু দাউদ)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। আল্লাহর আসমা ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর সম্মান করা; যদিও এর অর্থ বান্দার উদ্দেশ্য না হয়।

২। আল্লাহর নাম ও সিফাতের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা।

৩। কুনিয়াতের জন্য বড় সন্তানের নাম পছন্দ করা।

www.bjilibrary.com

৪৮তম অধ্যায় ঃ

আল্লাহর যিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল-তামাশা করা প্রসংগ

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

و لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب ـ

(فصلت : ٥٠)

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা খেল-তামাশা করছিলাম।" (ফুসসিলাত ঃ ৫০)

২। হযরত ইবনে ওমর, মুহাম্মদ বিন কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, [তাদের একের কথা অপরের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে] তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বললো, এ ক্বারীদের [কুরআন পাঠকারীর] মত এত অধিক পেটুক, কথায় এত অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এত অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর ক্বারী সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলো। আওফ বিন মালেক লোকটিকে বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলেছো। কারণ, তুমি মুনাফিক।

ব্যাখ্যা

আল্লাহর যিকির, কুরআন ও রাসূল সম্পর্কিত বিষয়ে যে ব্যক্তি হাসি-তামাশা করে তার পরিণাম হচ্ছে এই যে, তার এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে ঈমানের পরিপন্থী। এ কাজ মানুষকে ইসলামের গন্ডী থেকে বের করে দেয়। কারণ, দ্বীনের মূল বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লা, তাঁর যাবতীয় ঐশী গ্রন্থাবলী এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। [তাই এ মূল বিষয় নিয়ে তামাশা করার নামই কুফরী]

www.bjilibrary.com

আমি অবশ্যই রাসূল (সঃ) কে এ খবর জানাবো. আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল (সঃ) এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়েও অগ্রগামী [অর্থাৎ আওফ পৌছার পূর্বেই অহীর মাধ্যমে রাসূল (সঃ) ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন] এ ফাঁকে মুনাফিক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল (সঃ) এর কাছে চলে আসলো। তারপর সে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল, চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মত পরস্পরে হাসি, রং-তামাশা করছিলাম' যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিলো, আর সে বলছিলো, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম।' তখন রাসূল (সঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَبِاللّٰه و آيـاتـه و رسـولـه كـنـتـم تـسـتـهـزئـونَ

"তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত [কুরআন] এবং তাঁর রাসূলের সাথে

এসব বিষয় গুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা এবং হাসি-তামাশা করা কুফরী করার চেয়েও জঘন্য। এ কথাগুলো জানা থাকা আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন। এ রকম করা নিঃসন্দেহে কুফরী কাজ। তদুপরি এতে রয়েছে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করার মানসিকতা।

কাফের দু ধরনের ঃ-

এক ঃ معرضون *(মু'রিদূন) যারা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে।*

দুই ঃ معارضون *[মুআ'রিদূন] যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ, তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রাসূলের দোষ ও দুর্নাম গায়। এরা জঘন্য রকমের কুফরী করে, চরম অশান্তির সৃষ্টি করে। যারা আল্লাহ, রাসূল এবং কুরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং রং তামাশা করে তারাও এর শ্রেনীভুক্ত।*

www.bjilibrary.com

ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে?" তিনি তার দিকে [মুনাফিকের দিকে] দৃষ্টিও দেননি। এর অতিরিক্ত কোন কথাও বলেননি।

এ আধ্যায় তেকে নিম্নোক্ত বিষযগুলো জানা যায় ঃ

১। এখানে গরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তারা কাফের।

২। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ,কুরআন ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে।

৩। চোগলখুরী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নসীহতের মধ্যে পার্থক্য।

৪। এমন ওযরও রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

www.bjilibrary.com

৪৯তম অধ্যায় ঃ

১। আল্লাহ তাআ'লার বাণী ঃ

و لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى - (فصلت : ٥٠)

- "দুঃখ-দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নেয়ামত আমারই জন্য হয়েছে।" (ফুসসিলাত ঃ ৫০) বিখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, 'ইহা আমারই জন্য, এর অর্থ হচ্ছে, 'আমার নেক আমলের বদৌলতেই এ নেয়ামত দান করা হয়েছে, আমিই এর হকদার।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'সে এ কথা বলতে চায়, 'নেয়ামত আমার আমলের কারণেই এসেছে অর্থাৎ এর প্রকৃত হকদার আমিই।'

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেছেন,

قَال : إنما أوتيته على علم عندى - (القصص : ٧٨)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআ'লার বাণী

و لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته

এখানে আলোচিত অধ্যায়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি দাবী করে, যেসব নেয়ামত ও রিযিক সে প্রাপ্ত হয়েছে, তার সবই হচ্ছে স্বীয় পরিশ্রম, দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার ফসল। অথবা যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহর উপর তার প্রাপ্য হক হিসেবেই সে [এসব] প্রাপ্ত নেয়ামতের হকদার, তাকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এরকম ধারণা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা ঐ ব্যক্তিই সত্যিকারের মুমিন যে আল্লাহ তাআ'লার যাবতীয় জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়, এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং নেয়ামতগুলোকে আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও করুণা মনে করে। সাথে সাথে এসব

www.bjilibrary.com

"সে বলে, 'নিশ্চয়ই এ নেয়ামত আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।" (কাসাস ঃ ৭৮)

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, 'উপার্জনের রকমারী পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে আমি এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।' অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, 'আল্লাহ তাআ'লার ইল্‌ম মোতাবেক আমি এর [নেয়ামতের] হকদার। আমার মর্যাদার বদৌলতেই এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।' মুজাহিদের এ কথার অর্থই উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

ان ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص و أقرع و أعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص ..... إلى آخر الحديث -

"বনী ইসরাইল বংশে তিনজন লোক ছিল ঃ যাদের একজন ছিল কুষ্টরোগী, আরেকজন টাক পড়া, অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি ফিরিস্তা পাঠালেন। কুষ্টরোগীর কাছে ফেরেস্তা এসে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি?" সে বললো, 'সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ত্বক [শরীরের চামড়া]। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফিরিস্তা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে তার রোগ দূর হয়ে গেলো। তাকে সুন্দর রং আর

নেয়ামত দ্বারা তাঁর আনুগত্য করার জন্য তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। আল্লাহর উপর তার কোন অধিকার আছে বলে সে মনে করেনা। বরং তার উপরই আল্লাহর সকল অধিকার রয়েছে। সকল বিবেচনায় সে কেবল আল্লাহরই বান্দাহ। এ বিশ্বাসের মাধ্যমেই বান্দাহর ঈমান ও তাওহীদ শক্তিশালী হয়। এর বিপরীত ধারণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের কুফরীই প্রমাণিত হয়। আরো প্রমাণিত হয় বান্দাহর আত্ম অহংকার ও আত্ম প্রশংসা যা মানুষের জন্য খুবই দোষের বিষয়।

www.bjilibrary.com

সুন্দর ত্বক দেয়া হলো। তারপর ফিরিস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার প্রিয় সম্পদ কি?" সে বললো, "উট অথবা গরু"। [ইসহাক অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দু'য়ের মধ্যে সন্দেহ করছেন] তখন তাকে দশটি গর্ভবতী উট দেয়া হলো। ফিরিস্তা তার জন্য দোয়া করে বললো, "আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।"

তারপর ফিরিস্তা টাক পড়া লোকটির কাছে গিয়ে বললো, "তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি?" লোকটি বললো, "আমার প্রিয় জিনিস হচ্ছে সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্ত হতে চাই।" ফিরিস্তা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। এতে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেলো। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। অতঃপর ফিরিস্তা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়?" সে বললো, "উট অথবা গরু।" তখন তাকে গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। ফিরিস্তা তার জন্য দোয়া করে বললো, "আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।"

তারপর ফিরিস্তা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বললো, "তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি?" লোকটি বললো, "আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাবো, এটাই আমার প্রিয় জিনিস।" ফিরিস্তা তখন তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে লোকটির দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তাআ'লা ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিস্তা তাকে বললো, "কি সম্পদ তোমার কাছে প্রিয়? সে বললো, "ছাগল আমার বেশী প্রিয়।" তখন তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হলো। তারপর ছাগল বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। এমনিভাবে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেলো, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেলো।

এমতাবস্থায় একদিন ফিরিস্তা তার স্বীয় বিশেষ আকৃতিতে কুষ্ঠ রোগীর

www.bjilibrary.com

কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, "আমি একজন মিসকিন।" আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে [আমি খুবই বিপদগ্রস্ত] আমার গন্তব্যে পৌছার জন্য প্রথমে আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বক দান করেছেন, তাঁর নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি। তখন লোকটি বললো, 'দেখুন, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে।' ফিরিস্তা বললো, 'আমার মনে হয়, আমি আপনাকে চিনি।' আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন না? আপনি খুব গরীব ছিলেন। লোকজন আপনাকে খুব ঘৃণা করতো। তারপর আল্লাহ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন। তখন লোকটি বললো, 'এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফিরিস্তা তখন বললো, "তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।"

তারপর ফিরিস্তা মাথায় টাক- পড়া লোকটির কাছে গেলো এবং ইতি পূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিলো, তার [টাকা পড়া লোকটির] সাথেও সে ধরনের কথা বললো। প্রতি উত্তরে কুষ্ঠরোগী যে ধরনের জবাব দিয়েছিলো, এ লোকটিও সেই একই ধরনের জবাব দিলো। তখন ফিরিস্তাও আগের মতই বললো, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তাআ'লা যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।' অতঃপর ফিরিস্তা স্বীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললো, 'আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথমে আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে একটি 'ছাগল' আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার এই সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি।' তখন লোকটি বললো, 'আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তাআ'লা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান, আর যা খুশি

www.bjilibrary.com

রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তার বিন্দুমাত্র আমি বাধা দিব না।' তখন ফিরিস্তা বললো, 'আপনার মাল আপনি রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হলো। আপনার আচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সঙ্গীদ্বয়ের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা ফুস্সিলাতের ৫০নং আয়াতের তাফসীর

২। لـيـقـولـن هـذا لـى এর অর্থ।

৩। أوتـيـتـه عـلـى عـلـم عـنـدى এর অর্থ।

৪। আশ্চর্য ধরনের কিস্সা এবং তাতে নিহিত উপদেশাবলী।

www.bjilibrary.com

৫০তম অধ্যায় ঃ

১। আল্লাহ তাআ'লার বাণী ঃ

فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ـ

(الأعراف : ١٩٠)

"অতঃপর আল্লাহ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর শরীক গণ্য করতে শুরু করলো।" (আ'রাফ ঃ ১৯০)

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা গাইরুল্লাহর ইবাদত করার অর্থ বুঝায়। যেমন ঃ আবদু ওমর, আবদুল কা'বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে 'আবদুল মোত্তালিব' এর ব্যতিক্রম। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'হযরত আদম (আঃ) যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বললো, "আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথী, যে নাকি তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের

ব্যাখ্যা

আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা উপলব্ধি করা যে, যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা সন্তানাদি দান করেছেন এবং এর সাথে সাথে সন্তানদেরকে শারীরিক ভাবে নিখুঁত রেখে [বিকৃলাঙ্গ না বানিয়ে] নেয়ামতের পূর্ণতা দান করেছেন, এর সবই হচ্ছে তাদের উপর আল্লাহর এক বিরাট করুণা।

আল্লাহর বান্দাহরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সৎ ও নেককার হলেই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হবে। তাদের করণীয় হচ্ছে, আল্লাহর অপরিসীম নেয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা এবং সন্তানদেরকে গাইরুল্লাহর বান্দাহ না বানানো অথবা নেয়ামতকে গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত না করা। কেননা এসব হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতের কুফরী এবং তাওহীদের পরিপন্থী।

www.bjilibrary.com

করেছে। তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য করো, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় উটের শিং গজিয়ে দিবো, তখন সন্তান তোমার পেট কেটে বের করতে হবে। আমি অবশ্যই একাজ করে ছাড়াবো।"

শয়তান এভাবে তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিল। শয়তান বললো, "তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আব্দুল হারিছ' রেখো।' তখন তাঁরা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলো। আবারো বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পূনরায় তাঁদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এর ফলে তাঁদের অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিলো। তখন তাঁরা সন্তানের নাম 'আবদুল হারিস' রাখলেন। এভাবেই তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে তাঁর সাথে শরীক করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে جعلا له شريكا فيما اتاهما এ আয়াতের তাৎপর্য।' (ইবনে আবি হাতেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

হযরত কাতাদাহ থেকে সহীহ্ সনদে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'তাঁরা আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।'

হযরত মুজাহিদ থেকে সহীহ্ সনদে "لئن اتينا صالحا" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'সন্তানটি মানুষ না হওয়ার আংশকা তাঁরা [পিতা-মাতা] করেছিলেন।'

[হাসান, সাঈদ প্রমূখের কাছ থেকে এর অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।]

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে, সে সব নাম রাখা হারাম।

www.bjilibrary.com

২। 'সূরা আ'রাফের ১৯০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র নাম রাখার জন্য। এর দ্বারা হাকীকত [অর্থাৎ শিরক করা] উদ্দেশ্য ছিল না।

৪। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কন্যা সন্তান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নেয়ামতের বিষয়।

৫। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শিরক এবং ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালফে-সালেহীন পার্থক্য নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

৫১ তম অধ্যায় ঃ

আল্লাহ তাআ'লার আস্‌মায়ে হুস্‌না [বা সুন্দরতম নামসমূহ]

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

و للّه الأسماء الحسنى فادْعُوهُ بها وَذَرُوْا الذين يُلْحِدونَ فِى أسمائِه - (الأعراف : ١٨٠)

"আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে। তোমরা এসব নামে তাঁকে

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআ'লার বাণী ঃ

و للّه الأسماء الحسنى فادْعُوهُ بها وَذَرُوْا الذين يُلْحِدونَ فِى أسمائِه -

"আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। এ সব নামে তোমরা তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ করো।"

তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লা নিজ সত্তার জন্য যা ঘোষণা করেছেন তাই তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা। অথবা তাঁর রাসূল তাঁর [আল্লাহর] জন্য যেসব সুন্দর সুন্দর নামের ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো স্বীকার করে নেয়া। সাথে সাথে এ সব সুন্দর নামের মধ্যে যে সুমহান অর্থ ও পরিচয় নিহিত আছে তা অনুধাবন করা এবং এ সব নামের দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর কাছে দোয়া করা।

বান্দাহর দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতিটি আশা-আকাংখার কথাই তাঁর রবের কাছে বলবে। এক্ষেত্রে তার করণীয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লার 'আসমায়ে হুসনা' থেকে যে নামটি তার প্রয়োজন মোতাবেক আল্লাহর জন্য সবচেয়ে সমীচীন ও সামাঞ্জস্যশীল, সে নামকে ওসীলা বানিয়ে তাঁকে ডাকা। যে ব্যক্তি রিযিক লাভের জন্য আল্লাহকে ডাকতে চায়, তার উচিৎ রায্‌যাক নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। আর যদি বান্দাহ তার রবের রহমত ও মাগফিরাত লাভ করতে চায়, তাহলে তার উচিৎ 'রহীম', 'রহমান', 'বার্‌র্', 'আফউ', 'গাফূর', 'তাওয়াব', এসব নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

এক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লার নাম ও গুণাবলী [আসমা ও সিফাত] এর মাধ্যমে তাঁকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা। তাঁকে ডাকার নিয়ম হচ্ছে,

www.bjilibrary.com

ডাকো। আর যারা তাঁর নামগুলোকে বিকৃত করে তাদেরকে পরিহার করে চলো।" (আ'রাফ ঃ ১৮০)

২। ইবনে আবি হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, يُلحِدُون فى أسمائه [তারা তাঁর নামগুলো বিকৃত করে] এর অর্থ হচ্ছে তারা শিরক করে।

৩। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা 'ইলাহ' থেকে 'লাত' আর 'আজীজ' থেকে 'উয্যা' নামকরণ করেছে।

৪। হযরত আ'মাস থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহর

"আসমায়ে হুসনা" [সুন্দর ও পবিত্র নাম] এর অর্থগুলোকে মানসপটে নিয়ে আসা এবং হৃদয়ঙ্গম করা, যাতে পবিত্র নামগুলোর প্রভাবে প্রয়োজন মোতাবেক বান্দাহর অন্তর প্রভাবিত হয় এবং মা'রেফাতের মহিমায় হৃদয় ভরে যায়। যেমন ঃ 'আজমত', 'কিবরিয়া', 'মাজ্দ্', 'জালালত' এবং 'হায়বত' নামগুলো দ্বারা আল্লাহর প্রতি সম্মান ও মহত্বের আবেগ ও উচ্ছাসে বান্দাহর হৃদয় ভরে যায়। এমনিভাবে 'জামাল', 'বিরর্', 'ইহসান' এবং 'জূদ' [অর্থাৎ সৌন্দর্য, দয়া, মায়া, করুণা ও বদান্যতা ইত্যাদি] গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা, প্রেম, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উদ্দীপনায় বান্দাহর অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আবার 'ইজ্জত', 'হিকমত', 'ইলম' ও 'কুদরত' ইত্যাদি গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ের প্রেরণায় বান্দাহর অন্তরাত্মা উজ্জীবিত হয়। আল্লাহর ইলম, খিব্রাহ, ইহাত্বা, 'মুরাকাবাহ' এবং 'মুশাহাদাহ' অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলীর দ্বারা বান্দাহর গতি-বিধি, চলা-ফেরা, কুচিন্তা ও খারাপ ইচ্ছা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, এ ধারণা তাকে সাবধানী বান্দায় পরিণত করে। এমনিভাবে 'গিনা' [সমৃদ্ধি], 'লুত্ফ্' [মমত্ব] ইত্যাদি গুণাবলীর দ্বারা বান্দাহ তার জীবনের সকল সময় ও সর্বাবস্থায় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিতে পারে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এ আশায় তার হৃদয় আশান্বিত হয় এবং অনাবিল শান্তিতে হৃদয় ভরে যায়।

বান্দাহ আল্লাহ তাআ'লার আস্মা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলী] এবং এর দ্বারা তাঁর ইবাদতের জ্ঞান লাভের কারণে স্বীয় অন্তরে আল্লাহর যে 'মা'রেফাত', [পরিচয়] অর্জিত হয়, তার চেয়ে মহান, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং পরিপূর্ণ কোন জিনিস দুনিয়াতে সে অর্জন করতে পারে না। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই ইবাদতের জন্য বান্দাহর উপর এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপহার। এটাই তাওহীদের প্রাণ ও জীবনী শক্তি। এ উপহারের দ্বার

www.bjilibrary.com

নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু [শিরকী বিষয়] ঢুকিয়েছে যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। আল্লাহর নামগুলোর যথাযথ স্বীকৃতি।

২। আল্লাহর নামসমূহ সুন্দরতম হওয়া।

৩। সুন্দর ও পবিত্র নামে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ।

৪। যেসব মূর্খ ও বেঈমান লোকেরা আল্লাহর পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা।

৫। আল্লাহর নামে বিকৃতি ঘটানোর ব্যাখ্যা।

যার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে তার জন্য এমন খালেস তাওহীদ ও ঈমানের দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছে, যা পরিপূর্ণ তাওহীদবাদী মহান ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে হাসিল করা সম্ভব নয়। আল্লাহর আস্‌মা ও সিফাতের স্বীকৃতিদান ও প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এ মহান লক্ষ্য অর্জনের মূলমন্ত্র। পক্ষান্তরে আল্লাহর আসমা ও সিফাতগুলোকে অস্বীকার করা, এ মহান উদ্দেশ্যের চরম পরিপন্থী।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিকৃতি করার বিভিন্ন ধরন ঃ

এক ঃ নাম ও গুণাবলী [আস্‌মা ও সিফাত] এর অর্থগুলোকে অস্বীকার করা যেমন ঃ 'জাহমিয়্যাহ' সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসারীরা [আসমা ও সিফাতের অর্থগুলোকে অস্বীকার] করে থাকে।

দুই ঃ আল্লাহর গুণাবলীকে মাখলুকের গুণাবলীর সাথে তুলনা করা। যেমন ঃ 'মুশাব্বিহা', 'রাফেযা' ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা [আল্লাহর গুণাবলীকে মাখলুকের গুণাবলীর সাথে তুলনা] করে থাকে।

তিন ঃ আল্লাহর গুণবাচক নামে কোন মাখলুকের নামকরণ। যেমন ঃ মুশরিকরা 'ইলাহ' নামের অনুকরণে 'লাত' নামক মূর্তির নামকরণ করেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআ'লার 'আযীয' নামের অনুকরণে 'উয্‌যা' এবং 'মান্নান' নামের অনুকরণে 'মানাত' নামক মূর্তির নামকরণ করেছে। তারা আল্লাহর 'আসমায়ে হুসনা' থেকে উপরোক্ত নামগুলো গ্রহণ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে আল্লাহর সাথে তুলনা করে ইবাদতের এমন অধিকার মূর্তিকে প্রদান করেছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

আল্লাহ তাআ'লার 'আসমা' অর্থাৎ নামের ক্ষেত্রে বিকৃতির মর্মার্থ হচ্ছে তাঁর নামগুলোকে স্বীয় উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে শব্দ, অর্থ, ঘোষণা, ব্যাখ্যা কিংবা পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন অর্থে প্রবাহিত করা। উপরোক্ত প্রতিটি কাজই 'তাওহীদ এবং ঈমানের পরিপন্থী।

www.bjilibrary.com

৫২তম অধ্যায় ঃ

"আস্‌সালামু আলাল্লাহ" [আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক] বলা যাবে না

১। সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল (সঃ) এর সাথে নামাযে মগ্ন ছিলাম। তখন আমরা বললাম,

السلام على الله من عباده ، السلام على فلان و فلان -

"আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাহদের পক্ষ থেকে শান্তি হোক, অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" তখন রাসূল (সঃ) বললেন,

لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السّلام -

"আল্লাহর উপর শান্তি হোক, এমন কথা তোমরা বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই 'সালাম' [শান্তি]"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। 'সালাম' এর ব্যাখ্যা।

২। 'সালাম' হচ্ছে সম্মানজনক সম্ভাষণ।

৩। এ ['সালাম'] সম্ভাষণ আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৪। আল্লাহর ব্যাপারে 'সালাম' প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ।

৫। বান্দাহগণকে এমন সম্ভাষণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহর জন্য সমীচীন ও শোভনীয়।

ব্যাখ্যা

'আল্লাহর উপর শান্তি হোক, এ কথা বলা যাবে না।

فإن الله هو السلام *[আল্লাহই হচ্ছেন সালাম বা শান্তি] এ কথার মাধ্যমে রাসূল (সঃ) এর কারণ ও রসহ্য বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যেমনিভাবে কোন মাখলুক তাঁর সমকক্ষ হওয়া থেকে তিনি মুক্ত। যাবতীয় বালা-মুসীবত থেকে বান্দাহকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ত্রাণকর্তা। সকল মানুষ মিলেও তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিন্তু তিনি তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম। বান্দাহগণ সবাই তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী, তাদের সর্বাবস্থাতেই তাঁকে প্রয়োজন। কারণ, তিনিই হচ্ছেন মুখাপেক্ষীহীন এবং প্রশংসিত।*

www.bjilibrary.com

৫৩তম অধ্যায় ঃ

"হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো" প্রসংগ

১। সহীহ হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা থেকে (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لا يقلْ أحدُكم اللهم اغفر لى إن شئت . اللهم ارحمنى إن شئت ، ليعزم المسألة فإنَّ اللّه لا مُكْرِهَ لهُ ـ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা না বলে, 'হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও, 'হে আল্লাহ, 'তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে করুণা করো'। বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহর উপর জবরদস্তী করার মত কেউ নেই।" (বুখারী)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে মাফ করো প্রসংগ

সমস্ত বিষয় যদিও আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক সম্পন্ন হয়, তথাপি বান্দহর দ্বীনি উদ্দেশ্যাবলী যেমন ঃ রহমত ও মাগফিরাত কামনা করা আবার দ্বীনের সহায়ক উদ্দেশ্যাবলী যেমন ঃ সুস্থতা, রিযিক এবং অন্যান্য বিষয় চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দাহকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বান্দাহ তার রবের কাছে মনোযোগ ও দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে এই মর্মে আল্লাহ তাআ'লা তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রার্থনাই হচ্ছে উবুদিয়্যাতের মূল এবং সারবস্তু। আর এটা এমন দৃঢ় প্রার্থনার মাধ্যমেই সম্ভব, যার মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বিষয়টি জড়িত নয়। কারণ, রবের কাছে চাওয়ার জন্যই বান্দহ আদিষ্ট হয়েছে [তাই আদিষ্ট বিষয়ে আদেশ দাতার নতুন করে ইচ্ছার প্রয়োজন নেই] রবের আদেশ পালনের মধ্যে কেবল কল্যাণই নিহিত আছে, কোন অকল্যাণ তাতে নেই। আর আল্লাহর জন্য কারো কল্যাণ সাধন করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

এ আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয় এবং নির্দিষ্ট এমন সব বিষয়ের পার্থক্য করা যায়, যা প্রার্থনা করার মধ্যে মঙ্গল, অমঙ্গল ও উপকারিতার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এবং যা অর্জন করা বান্দাহর জন্য কল্যাণকর বলে দৃঢ় বিশ্বাস নেই।

www.bjilibrary.com

২। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

و ليعظّم الرغبة فإن اللّه لا يتعاظمه شيئ أعطاه ـ

"আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার উৎসাহ উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ বান্দাহকে যাই দান করেন না কেন তার কোনটাই তাঁর কাছে বড় কিংবা কঠিন কিছুই নয়।"

বান্দাহ তার রবের কাছে কোন জিনিস চাইবে এবং সাথে সাথে দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোনটি তার জন্য অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক তার ইখতিয়ার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে। যেমনঃ হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত দোয়ার মধ্যে আছে ঃ

اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لى ، و توفني إذا علمت الوفاة خيرًا لى ـ

"হে আল্লাহ আমাকে হায়াত [আয়ূ] দান করো, যদি আয়ূ আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর আমাকে মৃত্যু দান করো যদি আমার জন্য মৃত্যুকে তুমি কল্যাণকর মনে করো।" ইস্‌তেখারার দোয়াও এর মধ্যে শামিল। নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে নিহিত সুক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে অবশ্যই তোমর. উপলব্ধি থাকতে হবে। আর তা হচ্ছে এই ঃ যেসব বিষয়ের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সম্পর্কে বান্দাহর জ্ঞান রয়েছে, সেসব বিষয়ে প্রার্থনাকারী দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে এবং [আল্লাহর ইচ্ছার সাথে] শর্তযুক্ত করবে না, অপর দিকে যেসব বিষয়ে বান্দাহ প্রার্থনা করবে অথচ সেগুলোর পরিণতি সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই, এমনকি এগুলোর মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দিবে এ ব্যাপারেও তার কিছুই জানা নেই, এমতাবস্থায় প্রার্থনাকারী [বান্দাহ] স্বীয় রবের এখতিয়ারের উপর বিষয়টি ন্যাস্ত করবে। কারণ, আল্লাহ তাআ'লা জ্ঞান, কুদরত ও রহমত দ্বারা সবকিছুই নিজ আয়ত্বাধীনে রেখেছেন।

www.bjilibrary.com

৫৪তম অধ্যায় ঃ

আমার দাস-দাসী বলা যাবে না

১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لا يَقُلْ أحدكم أطْعِم ربك ، وضئ ربك . ولْيَقُل : سيدى و مولاى ، و لا يقل أحدكم عبدى و أمتى ، و ليقل : فتاى و فتاتى و غُلامى -

"তোমাদের কেউ যেন না বলে, "তোমার রবকে অজু করাও"। বরং সে যেন বলে, "আমার নেতা, আমার মনিব,"। তোমাদের কেউ যেন না বলে, "আমার দাস, আমার দাসী"। বরং সে যেন বলে, "আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার চাকর।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। আমার দাস-দাসী বলা নিষিদ্ধ।

২। কোন গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে, "আমার রব।" এ

ব্যাখ্যা

আমার দাস-দাসী বলা যাবে না

আমার দাস-দাসী বলার পরিবর্তে আমার ছেলে, আমার মেয়ে বলা বান্দাহর জন্য মুস্তাহাব। এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন শব্দের প্রয়োগ থেকে বেঁচে থাকা, যার মধ্যে বিভ্রান্তি ও সাবধানতার বিষয় নিহিত আছে। আমার দাস-দাসী বলা হারাম নয়, তবে উত্তম শব্দাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে পরিপূর্ণ শিষ্টাচার রক্ষা করাই হচ্ছে উল্লেখিত হাদীসের উদ্দেশ্য। ব্যবহৃত শব্দাবলী অবশ্যই এমন হওয়া চাই, যা যে কোনদিক থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত।

শব্দ প্রয়োগের মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার রক্ষা করা বান্দাহর পরিপূর্ণ এখলাসের প্রমাণ পেশ করে। বিশেষ করে এমন শব্দাবলীর ক্ষেত্রে, যেগুলো উল্লেখিত ব্যাপারে বেশী প্রয়োজন হয়।

www.bjilibrary.com

কথাও যেন না বলে, "তোমার রবকে আহার করাও।"

৩। প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হলো, "আমার ছেলে," 'আমার মেয়ে, 'আমার চাকর' বলতে হবে।

৪। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আমার নেতা,' 'আমার মনিব' বলতে হবে।

৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি শতর্কতা অবলম্বন। আর তা হচ্ছে, শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাওহীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

www.bjilibrary.com

৫৫তম অধ্যায় ঃ
আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

১। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছে,

من سأل باللّه فأعْطُوْهُ ، و من استعاذَ باللّه فأعـيـنوه، و من دعاكم فأجيبوه ، و من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإنْ لم تجـدوا ما تكافئونهُ فادعوا له حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه - (رواه أبو داود و النسائى بسند صحيح)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চায় তাকে দান করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভাল কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য এমন দোয়া করো, যার ফলে এটাই প্রমাণিতহয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

এ অধ্যায়ে 'মাসউল' مسئول অর্থাৎ যার কাছে কিছু চাওয়া হয়, তার ব্যাপারে কিছু কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই, যখন কোন ব্যক্তি তার [মাসউলের] কাছে কোন প্রয়োজনে যায়, আর সবচেয়ে বড় ওসীলা অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহর হকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্বার্থে এবং তার দ্বীনি ভাই এর অধিকার আদায়কল্পে প্রার্থনা কারীর ডাকে সাড়া দেয়া উচিৎ [অর্থাৎ কিছু দান করা উচিৎ] কারণ, প্রার্থনাকারী মহান ওসীলা 'আল্লাহর' আশ্রয় নিয়েছে।

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান।

২। আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান।

৩। [নেক কাজের] আহবানে সাড়া দেয়া।

৪। ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া।

৫। ভাল কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা।

৬। এমন খালেসভাবে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা, যাতে মনে হয়, যাথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে। রাসূল (সঃ) এর বাণী حتى تروا أنكم قد كافأتموه দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৫৬তম অধ্যায় ঃ

"বি ওয়াজহিল্লাহ' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না

১। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لا يُسْأَلُ بوجه اللّه الاَّ الجنة - (رواه أبو داود)

"বিওয়াজহিল্লাহ [আল্লাহর চেহারার ওসীলা] দ্বারা একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়া যায় না।" (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ জান্নাত ব্যতীত "বিওয়াজহিল্লাহ" দ্বারা অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২। আল্লাহর 'চেহারা' নামক সিফাত বা গুণের স্বীকৃতি।

ব্যাখ্যা

এ অধ্যায়টিতে প্রার্থনাকারী (سائل) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রার্থনাকারীর উচিৎ আল্লাহর "আসমা ও সিফাত" তথা নাম ও গুণাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। "বিওয়াজহিল্লাহ" এর ওসীলায় জাগতিক কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রার্থনা করা যায় না। বরং "বিওয়াজাইল্লাহ" এর ওসীলা দিয়ে সর্বশ্রেষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ জান্নাতই প্রার্থনা করবে। কারণ, সেখানে রয়েছে স্বাযী ও অনন্তকালের অফুরন্ত নেয়ামত। তদুপরি সেখানে আছে আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টি। তাঁর পবিত্র চেহারা দর্শন এবং সুমধুর সম্ভাষণ। এ সুমহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই "বিওয়াজহিল্লাহ" বলে প্রার্থনা করা যায়।

পক্ষান্তরে জাগতিক ক্ষুদ্র ও ছোট-খাট বিষয়ে বান্দাহ তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করতে পারে। তবে "বিওয়াজহিল্লাহ" এর ওসীলায় এ সব জিনিস চাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

৫৭তম অধ্যায় ঃ

[বাক্যের মধ্যে "যদি" ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা]

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

يقـولـون لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قُتلنا هـهُنَا ـ

[آل عمران : ١٥٤]

"তারা বলে, 'যদি' এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।"(আল ইমরান ঃ ১৫৪)

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

الّـذيـن قَالُوا لإخوانِهِمْ و قعدوا لو أطاعُونا ما قُـتِلـوا ـ

[آل عمران : ١٦٨]

ব্যাখ্যা

বাক্যের মধ্যে "যদি" ব্যবহার প্রসংগ

বান্দাহ কতৃক বাক্যের মধ্যে "যদি" (لـو) ব্যবহার দু'ধরনের।

এক ঃ নিন্দনীয়। দুই ঃ প্রশংসনীয়।

এক ঃ "যদি" শব্দের নিন্দনীয় ব্যবহার হচ্ছে, কোন বান্দাহর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তার অপছন্দনীয় কোনকিছু ঘটলে সে বলে, "আমি 'যদি' এরকম করতাম তাহলে এমন হতো"। এ রকম বলা নিন্দনীয় এবং শয়তানের কাজ। কারণ, এর দুটি ক্ষতিকর দিক আছে। একটি হচ্ছে, এরকম কথা বান্দাহর অনুতাপ, রাগ এবং দুশ্চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, যা বন্ধ করে দেয়া উচিৎ। অপরটি হচ্ছে, এতে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ ও বেয়াদবী প্রমাণিত হয়। কেননা ছোট-বড় যাবতীয় ঘটনাবলী আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ইঙ্গিতেই সংঘটিত হয়। যা সংঘটিত হয়েছে তা সংঘটিত হওয়ারই বিষয় ছিল, তা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই "যদি এরকম হতো অথবা এরকম করতাম, তাহলে এমন হতো" বান্দাহর এ

www.bjilibrary.com

"যারা ঘরে বসে থেকে [যুদ্ধে না গিয়ে তাদের [যোদ্ধা] ভাইদেরকে বলে, আমাদের কথা মতো যদি তারা চলতো। তবে তারা নিহত হতো না। (আল ইমরান ঃ ১৬৮)

৩। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ ، و استَعِنْ باللّه، و لا تَعْجِزَنَّ، و إن أصابك شئٌ فلا تقل لو أنني فعلتُ كذا لكان كذا و كذا . و لكن قُلْ : قَدَّرَ اللّه و ما شاء فعل، فإنَّ لو تفتَحُ عَمَلَ الشيطان -

"যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, 'যদি

ধরনের কথা আল্লাহর বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রীতিবাদ এবং তাঁর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দোষণীয় উক্ত বিষয় দুটি পরিত্যাগ করা ব্যতীত বান্দাহর ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না।

দুই ঃ প্রশংসনীয় ব্যবহার হচ্ছে ঃ বান্দাহ "যদি" শব্দকে মঙ্গল কামনার্থে ব্যবহার করবে। যেমনঃ কোন ব্যক্তির কল্যাণ কামনার্থে একথা বলা, 'আমার যদি অমুকের মত এত সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুকের মত ভাল কাজ করতাম।'

"আমার ভাই মুসা যদি ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে তাঁদের কিসসা সম্পর্কে [আরো] বর্ণনা দিতেন। [অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে খিজির (আঃ) এর কিসসার কথা আরো বর্ণনা করতেন।]

অতএব "যদি" শব্দের ব্যবহার যখন কল্যাণার্থে হবে, তখন এর ব্যবহার প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে। আর যদি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর ব্যবহার নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে। "যদি" (لو) শব্দের ব্যবহার ভাল কি মন্দ তা মূলত ঃ নির্ভর করে তার ব্যবহারের অবস্থা ও প্রেক্ষিতের উপর। তাই এর ব্যবহার যদি অস্থিরতা,

www.bjilibrary.com

আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো'। বরং তুমি এ কথা বলো, 'আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা "যদি" কথাটি শয়তারেন জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।" (বুখারী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা আল-ইমরানের ১৫৪নং আয়াত এবং ১৬৮ নং আয়াতের উল্লেখিত অংশের তাফসীর।

২। কোন বিপদাপদ হলে "যদি" প্রয়োগ করে কথা বলার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা।

৩। শয়তানের [কুমন্ত্রণামূলক] কাজের সুযোগ তৈরীর কারণ।

৪। উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা।]

৫। উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা।

৬। এর বিপরীত অর্থাৎ ভাল কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা।

দুশ্চিন্তা, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের উপর দুর্বল ঈমানের কারণ এবং অমঙ্গল কামনার্থে হয়, তাহলে এর ব্যবহার হবে দোষণীয়।

পক্ষান্তরে (لو) "যদি" শব্দের ব্যবহার যদি কল্যাণ ও সত্য পথ প্রদর্শন এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এর ব্যবহার হবে প্রশংসনীয় এ জন্যই গ্রন্থকার শিরোনামকে উপরোল্লিখিত দুটি বিষয়ের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

www.bjilibrary.com

৫৮তম অধ্যায় ঃ

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

১। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

لا تَسُبُّوْا الرِّيْحَ ، فإذا رَأَيْتُم ما تكرهون فقولوا :

"তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যদি বাতাসের মধ্যে তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করো তখন তোমরা বলো,

اللّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ من خير هذه الريح و خير ما فيها و خير ما أُمِرَت به ، و نعوذ بك من شرِّ هذه الريح و شَرِّ ما فيها و شَرِّ ما أُمرتْ به ـ (صححه الترمذى)

"হে আল্লাহ এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে অদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এ বাতাসের যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুকায়িত আছে, এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে

ব্যাখ্যা

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

এ অধ্যায়টি ইতপূর্বের আলোচিত "যুগকে গালি দেয়া সংক্রান্ত" অধ্যায়ের অনুরূপ। তবে আগের অধ্যায়টি ছিলো, যে কোন কাল বা যুগে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। আর বর্তমান অধ্যায়টি হচ্ছে খাস করে বাতাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাতাসকে গালি দেয়া হারাম। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, গালিদানকারী ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনার ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল, যা বোকামীরই নামান্তর। কেননা বাতাস নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, আল্লাহ তাআ'লার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও চালিকা শক্তির মাধ্যমে। তাই বাতাসকে গালিদাতার গালি মূলত ঃ বাতাসের

www.bjilibrary.com

আদিষ্ট হয়েছে তা [অমঙ্গল ও অনিষ্ঠতা] থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। [তিরমিজি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। মানুষ যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখবে তখন কল্যাণকর কথার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করবে।

৩। বাতাস আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট, একথার দিক নির্দেশনা

৪। বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আদিষ্ট হয়।

পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকের উপরই পতিত হয়। গালিদানকারী ব্যক্তি গালি দ্বারা যদি মনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ না করে, তাহলে এটা হবে আরো জঘন্য কাজ। অপরদিকে কোন মুসলিম তার অন্তরে উপরোক্ত অর্থ করতে পারে না।

www.bjilibrary.com

৫৯তম অধ্যায় ঃ

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছে,

يَظُنُّوْنَ بِاللّٰه غيرَ الحقِّ ظَنَّ الجاهِلِيَّةِ . يقولونَ هَلْ لَنَا من الأمر مِن شيءٍ . قُلْ إِنَّ الأمرَ كُلَّهُ للّٰه ـ [آل عمران :١٥٤]

"তারা জাহেলী যুগের ধারণার মত আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, 'আমাদের জন্য কি কিছু করণীয় আছে? [হে রাসূল] আপনি বলে দিন, 'সব বিষয়ই আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত।" [আল-ইমরান ঃ ১৫৪]

২। আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেছেন,

الظَّانِّيْنَ باللّٰه ظَنَّ السَّوْءِ ، عليهم دائرَةُ السَّوْءِ ـ [الفتح : ٦]

"তারা [মুনাফিকরা] আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবর্তে নিপতিত।" [আল-ফাতহ ঃ ৬]

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা'র বাণী ঃ

يظنون باللّٰه غير الحق ظن الجاهلية

"তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলী যুগের মত অসত্য ধারণা পোষণ করে।

আল্লাহ তাআ'লা নিজের নাম ও গুণাবলী [আসমা ও সিফাত] ও কামালিয়াত সম্পর্কে যেসব তথ্য জানিয়েছেন, বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত সে সব আসমা ও সিফাতগুলোকে বিশ্বাস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআ'লা যেসব নাম, গুণাবলী এবং স্বীয় কামালিয়াতসহ অন্যান্য যেসব খবর দিয়েছেন, এতদ্ভিন্ন দ্বীনের সাহায্যের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, এর সবগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান ব্যতীত বান্দাহর ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআ'লা হককে হক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণিত করবেন, এ বিশ্বাস ঈমানের অংশ। সাথে সাথে এ বিশ্বাস দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ করাটাও ঈমানের অংশ। এর পরিপন্থী সব ধারণাই তাওহীদ বিরোধী জাহেলী

www.bjilibrary.com

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, ظن এর ব্যাখ্যা এটাই করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না। তাঁর বিষয়টি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, নবী (সঃ) এর উপর যে সব বিপদাপদ এসেছে তা আদৌ আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীর এবং হিকমত মোতাবেক হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহর হিকমত, তাকদীর, রাসূল (সঃ) পূর্ণাঙ্গ রিসালত এবং সকল দ্বীনের উপর আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়কে অস্বীকার করেছে। আর এটাই হচ্ছে সেই খারাপ ধারণা যা সূরা 'ফাতহে' উল্লেখিত মুনাফিক ও মুশরিকরা পোষণ করতো। এ ধারণা খারাপ হওয়ার কারণ এটাই যে, আল্লাহ তাআ'লার সুমহান মর্যাদার জন্য ইহা শোভনীয় ছিল না। তাঁর হিকমত প্রশংসা এবং সত্য ওয়াদার জন্যও উক্ত ধারণা ছিল বেমানান, অসৌজন্যমূলক।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তাআ'লা বাতিলকে হকের উপর এতটুকু বিজয় দান করেন, যাতে হক অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীরের নিয়মকে অস্বীকার করে, অথবা তাকদীর যে আল্লাহর এক মহা কৌশল এবং প্রশংসার দাবীদার এ কথা অস্বীকার করে, সথে সাথে এ দাবীও করে যে, এসব আল্লাহ তাআ'লার নিছক অর্থহীন ইচ্ছামাত্র; তার এ ধারণা কাফেরদের ধারণা বৈ কিছু নয়। তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি এ সব কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।

ধ্যান-ধারণার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ, তাঁর কামালিয়াতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, তাঁর পরিবেশিত খবরের প্রতি মিথ্যা আরোপ এবং তাঁর কৃত ওয়াদার প্রতি সংশয় পোষণ। [এগুলো সবই ঈমান ও তাওহীদের পরিপন্থী]।

www.bjilibrary.com

অধিকাংশ লোকই নিজেদের [সাথে সংশ্লিষ্ট] বিষয়ে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আল্লাহ্ তাআ'লার ফয়সালার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলী] এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং নিজের জন্য কল্যাণকামী, তার উচিৎ এ আলোচনা দ্বারা বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তার উচিৎ নিজ বদ-ধারণার জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করা।

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি পরীক্ষা করো, তাহলে দেখতে পাবে তার মধ্যে রয়েছে তাকদীরের প্রতি হিংসাত্মক বিরোধীতা এবং দোষারোপ করার মানসিকতা। তারা বলে, বিষয়টি এমন হওয়া উচিৎ ছিলো। এ ব্যাপারে কেউ বেশী, কেউ কম বলে থাকে। তুমি তোমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখো, তুমি কি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত? কবির ভাষায় ঃ

মুক্ত যদি থাকো তুমি এ খারাবী থেকে,
বেঁচে গেলে তুমি এক মহা বিপদ থেকে।
আর যদি নাহি পারো ত্যাগিতে এ রীতি,
বাঁচার তরে তোমার লাগি নাইকো কোন গতি।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। সূরা আল-ইমরানের ১৫৪নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা "ফাত্হ" এর ৬নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহর আস্মা ও সিফাত, [নাম ও গুণাবলী] এবং নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

www.bjilibrary.com

৬০তম অধ্যায়

তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

১। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন,

و الذى نفس ابن عمر بيده لو كان لاحد هم مثل أحد ذهبا ثم انفقه فى سبيل اللّه ما قبله اللّه منه ـ

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে ইবনে ওমরের জীবন, তাদের (তাকদীর অস্বীকারীদের) কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা উক্ত দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে"। অতঃপর তিনি রাসূল (সঃ) এর এ বাণী দ্বারা নিজ বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করেন,

الايمان ان تومن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و تومن بالقدر خيره و شره ـ (رواه مسلم)

"ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ তাআ'লা, তাঁর সমুদয় ফিরিস্তা, তাঁর যাবতীয় [আসমানী] কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি

ব্যাখ্যা

তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি রুকন বা স্তম্ভ। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখার অর্থ হচ্ছে এই যে, 'আল্লাহ তাআ'লা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না।' যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করেনা, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে পারেনি। আমাদের উচিৎ তাকদীরের সকল স্তরের উপরই ঈমান আনয়ন করা। তাই আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআ'লা সবকিছুই জানেন। এযাবৎ যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, আর কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে তার সবকিছুই তিনি লৌহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সবই তাঁর কুদরত, তার কর্মকৌশল ও

www.bjilibrary.com

ঈমান আনয়ন করবে। সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।" (মুসলিম)

২। উবাদা বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, "হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবেনা, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোনদিন তোমার জীবনে ঘটার ছিলোনা।" রাসূল (সঃ) কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি,

ان اول ما خلق اللّه القلم فقال له اكتب ، فقال : رب ماذا اكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل بشئ حتى تقوم الساعة ـ

"সর্ব প্রথম আল্লাহ তাআ'লা যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে "কলম"। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, "লিখ"। কলম বললো, 'হে আমার রব, 'আমি কি লিখবো?' তিনি বললেন, 'কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো।" হে বৎস রাসূল (সঃ) কে আমি বলতে শুনেছি,

من مات على غير هذا فليس منى

"যে ব্যক্তি [তাকদীরের উপর] বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যু বরণ করলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।"

অন্য একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে,

ان اول ما خلق اللّه تعالى القلم فقال له اكتب فجرى فى

পরিচালন ক্ষমতার ইঙ্গিতেই চলছে।

তাকদীরের উপর পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দাবী হচ্ছে, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় বান্দাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করেন না। বরং তাঁর আনুগত্য এবং নাফরমানী করার ব্যাপারে বান্দাহদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

تلك الساعة ما هو كائن الى يوم القيامة ـ

"আল্লাহ তাআ'লা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে "কলম"। এরপরই তিনি কলমকে লক্ষ্য করে বললেন, "লিখ"। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সে মুহূর্তে থেকে কলম তা লিখতে শুরু করে দিল।

(আহমাদ)

৩। ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

فمن لم يؤمن بالقدر خيره و شره احرقه اللّه بالنار

"যে ব্যক্তি তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ বিশ্বাস করেনা, তাকে আল্লাহ তাআ'লা জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন করবেন।"

ইবনুদ্দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, "হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি ইবনে কা'ব এর কাছে আসলাম। তারপর বললাম, 'তাকদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু কথা আছে। আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ তাআ'লা আমার অন্তর থেকে উক্ত জমাট বাধা কথা দূর করে দিবেন। তখন তিনি বললেন, 'তুমি যদি উহুদ [পাহাড়] পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করো, আল্লাহ তোমার এ দান ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরকে বিশ্বাস করবে। আর এ কথা জেনে রাখো, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটতে কখনো ব্যতিক্রম হতো না। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোন দিন তোমার জন্য ঘটার ছিলো না। তুমি যদি তাকদীর সম্পর্কিত এ বিশ্বাস পোষণ না করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো, তা হলে অবশ্যই জাহান্নামী হবে'। তিনি বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) এর নিকট গেলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূল (সঃ) থেকে এ রকম হাদীসই বর্ণনা করেছেন।" (হাকিম)

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায় ঃ

১। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরজ এর বর্ণনা।

২। তাকদীরের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে, এর বর্ণনা।

৩। তাকদীরের প্রতি যার ঈমান নেই তার আমল বাতিল।

৪। যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনেনা সে ঈমানের স্বাদ অনুধাবন করতে অক্ষম।

৫। সর্বাগ্রে যা সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ।

৬। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সৃষ্টির পর থেকেই কলম তা লিখতে শুরু করেছে।

৭। যে ব্যক্তি তাকদীর বিশ্বাস করেনা তার ব্যাপারে রাসূল (সঃ) দায়িত্বমুক্ত।

৮। সলফে সালেহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনকে প্রশ্ন করা।

৯। ওলামায়ে কেরাম এমন ভাবে প্রশ্ন কারীকে জবাব দিতেন যা দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যেতো। জবাবের নিয়ম এই যে, তাঁরা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রাসূল (সঃ) এর [কথা ও কাজের] দিকে সম্পৃক্ত করতেন।

www.bjilibrary.com

৬১তম অধ্যায় ঃ
ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

قال اللّه تعالى و من اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة ، او ليخلقوا حبة ، او ليخلقوا شعيرة ـ (اخرجاه)

"আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়। তাদের শক্তি থাকলে তারা একটা অনু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি গমের দানা তৈরী করুক।" (বুখারী ও মুসলিম)

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اللّه ـ (البخارى و مسلم)

"কেয়ামতের দিন সবচেয়ে শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ তাআ'লার

ব্যাখ্যা

এ আলোচনাটি মূলতঃ পূর্বোক্ত অধ্যায়ের একটি শাখা বিশেষ। নিয়ত, কথা ও কাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা জায়েয নেই। নিদ্দ (ند) অর্থ হচ্ছে সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যত প্রকারেরই হোক না কেন, ফলাফলে কোন পার্থক্য নেই। তাই প্রাণীর ছবি অঙ্কন করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য করণ, তাঁর সৃষ্টি কৌশলের উপর মিথ্যাচারিতা, প্রতারণা ও জালিয়াতী। এ কারণেই শারে' এটাকে নিষেধ করেছেন।

www.bjilibrary.com

সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি,

كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فى جهنم - (رواه مسلم)

"প্রত্যেক চিত্র অঙ্কন কারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতটি [প্রাণীর] চিত্র এঁকেছে ততটি প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।" (মুসলিম)

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

من صور صورة فى الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ - (رواه البخارى و مسلم)

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন [প্রাণীর] চিত্র অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্ম দিতে সক্ষম হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

৫। আবুল হাইয়াজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবোনা, যে কাজে রাসূল (সঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হচ্ছে, 'তুমি কোন চিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়বেনা। আর কোন উচু কবরকে [মাটির] সমান না করে ছাড়বেনা।, (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। চিত্রকরদের ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন।

২। কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দেয়া। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা না করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

و من اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى

www.bjilibrary.com

৩। সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহর কুদরত বা সৃজনশীল ক্ষমতা। অপরদিকে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দাহর অক্ষমতা। তাই আল্লাহ চিত্রকরদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা একটা অনু অথবা একটা দানা কিংবা গমের দানা তৈরী করে নিয়ে এসো।'

৪। চিত্রকরের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৫। চিত্রকর যতটা [প্রাণীর] ছবি আকবে, শাস্তি ভোগ করার জন্য ততটা প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

৬। অঙ্কিত ছবিতে রূহ্ বা আত্মা দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭। [প্রাণীর] ছবি পাওয়া গেলেই তা ধ্বংস করার নির্দেশ।

www.bjilibrary.com

৬২তম অধ্যায় ঃ
অধিক কসম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

واحفظوا ايمانكم - (المائدة : ٨٩)

"তোমাদের শপথসমূহকে তোমরা হেফাজত করো"। (মায়েদা ঃ৮৯)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি রাসূল (সঃ) কে একথা বলতে শুনেছি

الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب - (اخرجاه)

"[অধিক] শপথ, সম্পদ বিনষ্ট কারী এবং উপার্জন ধ্বংশ কারী।"

(বুখারী ও মুসলিম)

৩। হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا يكلمهم اللّه و لايزكيهم و لهم عذاب أليم : أشيمط زانٍ، و عائل مستكبر ، و رجل جعل اللّه بضاعته ،

ব্যাখ্যা

অধীক কসম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

হলফ বা কসমের মূল কথা হচ্ছে, কসমকৃত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং স্রষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ কারণেই একমাত্র আল্লাহর নামে কসম করা ওয়জিব করা হয়েছে। আর গাইরুল্লাহর নামে কসম করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লার প্রতি পূর্ণ সম্মানের দাবী হচ্ছে, আল্লাহর নামে সত্য কসম করা এবং অধিক কসম না করে তাঁর নামের হজ্জত করা। কেননা মিথ্যা কসম এবং অধিক কসম উভয়টাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। অথচ আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হচ্ছে তাওহীদের প্রাণশক্তি।

www.bjilibrary.com

لا يشترى الا بيمينه ، و لا يبيع الا بيميه ـ

(رواه الطبرانى بسند صحيح)

"তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে আল্লাহ তাআ'লা [কেয়ামতের দিন] কথা বলবেন না, তাদেরকে [গুনাহ মাফের মাধ্যমে] পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ জিনাকারী, অহংকারী গরীব, আর যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে খোদা বানিয়েছে অর্থাৎ কসম করা ব্যতীত সে পণ্য ক্রয়ও করেনা, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রয়ও করেনা।" (তাবারানী)

৩। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

خير أمتى قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم قال عمران : فلا ادرى أذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثا؟ ثم ان بعد كم قوم يشهدون و لايستشهدون و يخونون ولا يؤمنون ، و ينذرون و لا يوفون ، و يظهر منهم السمن ـ

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসাবে তারা। তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা"। হযরত ইমরান বলেন, 'রাসূল (সঃ) তাঁর পরে দু'যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছিনা। অতঃপর তিনি [রাসূল (সঃ)] বলেন, 'তোমাদের পরে এমন কওম আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবেনা। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবেনা। তারা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূর্ণ করবেনা। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দিবে।" (বুখারী)

www.bjilibrary.com

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيئ قوم تسبق شهادة احدهم يمينه و يمينه شهادته -

"সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তীতে আগমন কারী লোকেরা। তারপর উত্তম হলো যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে।" [অর্থাৎ কসম ও সাক্ষের মধ্যে কোন মিল থাকবেনা। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।]

ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। ঈমান রক্ষা করার জন্য উপদেশ দান।

২। মিথ্যা কসম বানিজ্যিক পণ্যের ক্ষতি টেনে আনে, কামাই রোজগারের বরকত নষ্ট করে।

৩। যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করেনা তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৪। স্বল্প কারণেও গুনাহ বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ।

৫। বিনা প্রয়োজনে কসম কারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।

৬। রাসূল (সঃ) কর্তৃক তিন অথবা চার যুগ বা কালের লোকদের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।

৭। মিথ্যা সাক্ষ্য ও ওয়াদার জন্য সলফে-সালেহীন কর্তৃক ছোটদেরকে শাস্তি প্রদান।

www.bjilibrary.com

৬৩তম অধ্যায় ঃ

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিবরণ

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

واوفوا بعهد اللّه اذا عاهدتم و لاتنقصوا الايمان بعد توكيدها - (النحل : ٩١)

"আল্লাহর নামে যখন তোমরা কোন শক্ত ওয়াদা করো তখন তা পূরা করো এবং দৃঢ়তার সাথে কোন কসম করলে তা ভঙ্গ করোনা।"

(নাহল ঃ ৯১)

২। হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সঃ) ছোট হোক, বড়হোক [কোন যুদ্ধে] যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাকওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলমান থাকতো তাদেরকেও উত্তম উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন,

اغزوا باسم اللّه قاتلوا من كفر باللّه اغزوا و لاتغلوا و لاتغدروا و لا تمثلوا و لاتقتلوا وليدا ، و اذا لقيت

ব্যাখ্যা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে সব শত্রুদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারীর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাদের সাথে যে সব অবস্থায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশংকা রয়েছে, সে সব অবস্থা থেকে দূরে থাকা এবং শতর্কতা অবলম্বন করা। কেনন এসব অবস্থায় যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয় তখনই মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারীর পবিত্রতা এবং আল্লাহর সম্মানকে ক্ষুন্ন করা হয়। এবং রাসূল (সঃ) যে ব্যাপারে শতর্ক করে দিয়েছেন সে ব্যাপারে মস্ত বড় গুণাহর ভাগী হতে হয়। এতে দ্বীন ও ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা এবং চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের প্রতি অবহেলা নিহিত রয়েছে।

www.bjilibrary.com

عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث حضال : او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم ثم ادعهم الى الاسلام ، فان اجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين .... إلى اخر الحديث - (رواه مسلم)

"তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা যুদ্ধ করো, কিন্তু বাড়াবাড়ি করোনা, বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা। তোমরা শত্রুর নাক-কান কেটোনা বা অঙ্গ বিকৃত করোনা। তুমি যখন তোমার মুশরিক শত্রুদের মোকাবেলা করবে, তখন তিনটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহবান জানাবে। যে কোন একটি বিষয়ে তারা তোমার আহবানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিও। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করো। যদি তারা তোমার আহবানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করে নিও। এরপর তাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য অর্থাৎ হিজরত করার জন্য আহবান জানাও। হিজরত করলে তাদেরকে একথা জানিয়ে দাও, 'মুহাজিরদের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সে অধিকার আছে, সাথে সাথে মোহাজিরদের যা করণীয় তাদেরও তাই করণীয়। আর যদি তারা হিযরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম বেদুঈনদের মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম আহকাম [বিধি-নিষেধ] জারি হবে। তবে 'গনিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের ভাগ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ ব্যতীত. পাবেনা। এটাও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, 'তারা কর দিতে সম্মত কিনা। যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করো।

www.bjilibrary.com

কিন্তু যদি কর দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

তুমি যদি কোন দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ করো, আর দূর্গের লোকেরা যদি তখন চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখে দাও, তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখোনা বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিম্মায় রেখে দিও। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী রক্ষা করার চেয়ে তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিম্মাদারী রক্ষা করা অনেক সহজ। তুমি যদি কোন দূর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করো। আর তারা যদি আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে তোমার সম্মতি চায়, তবে তুমি আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তাদের কথায় সম্মতি দিওনা। বরং তোমার নিজের ফয়সালার ব্যাপারে সম্মতি দিও। কারণ তুমি জাননা তাদর ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার ক্ষেত্রে তুমি সঠিক ভূমিকা নিতে পারবে কিনা।" (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১। আল্লাহর জিম্মা, নবীর জিম্মা এবং মুমিনদের জিম্মার মধ্যে পার্থক্য।

২। দু'টি বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপদজ্জনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৩। আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৫। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৬। আল্লাহর হুকুম এবং আলেমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য।

৭। সাহাবী কর্তৃক প্রয়োজনের সময় এমন বিচার ফয়সালা হয়ে যাওয়া যা আল্লাহর হুকুমের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তাও তিনি জানেন না।

www.bjilibrary.com

৬৪তম অধ্যায় ঃ
আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি

১। হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

قال رجل واللّه لايغفر اللّه لفلان و قال اللّه عز و جل من ذا الذى يتألى على ان لا اغفر لفلان ؟ انى قد غفرت له واحبطت عملك ـ (رواه مسلم)

"এক ব্যক্তি বললো, "আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তাআ'লা বললেন, 'আমি অমুককে ক্ষমা করবোনা' একথা বলে দেয়ার আস্পর্ধা কার আছে? আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার [কসম কারীর] আমল বাতিল করে দিলাম।"

(মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা বলেছিলো, সে ছিলো একজন "আবেদ"। আবু হুরায়রা বলেন ঐ ব্যক্তি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে।

আলোচিত অধ্যায় থেকে নিম্নাক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। আল্লাহর ইচ্ছধীন বিষয়ে মাতব্বরী করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। [অর্থাৎ মাতব্বরী না করা]

২। আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতায় ফিতার চেয়ে ও অধিক নিকটবর্তী।

৩। জান্নাতও অনুরূপ নিকটবর্তী।

৪। এ অধ্যায়ে এ কথার প্রমান রয়েছে যে, একজন লোক মাত্র একটি কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলেছে।

৫। কোন কোন সময় মানুষকে এমন সামান্য কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

www.bjilibrary.com

৬৫তম অধ্যায় ঃ

সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ করা যায়না

১। জুবাইর বিন মুতয়িম (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, নবী (সঃ) এর কাছে একজন আরব বেদুঈন এসে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি, আর আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ করছি'। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বলতে লাগলেন, সুবাহানাল্লাহ, সুব্হানাল্লাহ, এভাবে তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন যে তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় রাগতভাব প্রতিভাত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল (সঃ) বললেন,

و يحك اتدرى ما اللّه ، إن شأن اللّه اعظم من ذلك انـــه لا يستشفع باللّه على أحد من خلقه ـ

"তোমার ধ্বংস হোক, আল্লাহর মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জানো? তুমি যা মনে করছো আল্লাহর মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক বেশী। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহর সুপারিশ করা যায়না।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করা

এবং

সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ প্রার্থনা করা প্রসংগ

উপরোল্লিখিত দু'টি বিষয়ই আল্লাহর সাথে বেয়াদবী এবং তাওহীদের পরিপন্থী। আল্লাহর ইচ্ছাধীন বা ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে কসম করা মূলতঃ অহমিকা, আল্লাহর প্রতি ভয়হীন ও বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সব বেয়াদবী ও অসংগত আচরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ঈমান অর্জিত হবেনা।

কোন মাখলুকের কাছে আল্লাহর সুপারিশ কামনার ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআ'লাকে স্বীয় মাখলুকের প্রতি ওসীলা বানানোর মত বিষয়ের চেয়ে তিনি

www.bjilibrary.com

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ-

১। "আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি

نستشفع باللّه عليك

এ কথা যে ব্যক্তি বলেছিল, রাসূল (সঃ) কর্তৃক সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২। সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশের কথায় রাসূল (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৩। نستشفع بك على اللّه

[আমরা আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি"] এ কথা রাসূল (সঃ) প্রত্যাখ্যান করেননি।

৪। "সুবহানাল্লাহ' এর তাফসীরের ব্যাপারে শতর্কতা অবলম্বন।

৫। মুসলমানগণ নবী (সঃ) কে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য আবেদন করতেন।

অনেক অনেক বেশী মর্যাদাবান। কারণ, যাকে ওসীলা বানানো হয় তার মর্যাদার চেয়ে ওসীলার দ্বারা যার নৈকট্য লাভ করা হয় তার মর্যাদা অনেক বেশী। অতএব আল্লাহকে অসীলা বানানো চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এটা পরিত্যাগ করাই প্রমাণিত হলো।

শাফাআ'ত [বা সুপারিশ] কারীগণ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারবেনা। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর সম্মুখে ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমতাবস্থায় বিষয়টি কিভাবে এর বিপরীত হবে, যার ফলে আল্লাহ তাআ'লা নিজে শাফাআ'তকারী হবেন?' অথচ তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁরই অনুগত এবং করতলগত।

www.bjilibrary.com

৬৬তম অধ্যায় ঃ

রাসূল (সঃ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

১। হযরত আবদুল্লাহ বিন আশ্‌শিখ্‌খির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল (সঃ) এর নিকট গেলাম। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, انت سيدنا [আপনি আমাদের প্রভু] তখন রাসূল (সঃ) বললেন, السيد الله। [আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন প্রভূ]। আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্যশীল।' এরপর তিনি বললেন,

قولوا بقولكم او بعض قولكم و لا يستجرينكم الشيطان -

"তোমরা তোমাদের বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের উপর সওয়ার না হতে পারে।" (আবু দাউদ)

২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোক রাসূল (সঃ) কে লক্ষ্য করে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, এবং আমাদের প্রভূ তনয়" তখন তিনি বললেন,

يا ايها الناس قولوا بقولكم و لا يستهوينكم الشيطان -

ব্যাখ্যা

রাসূল (সঃ) কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষন এবং শিরকের মূলোৎপাটন।

এ অধ্যায়ের সাদৃশ্য পূর্ণ অধ্যায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। লিখক বিষয়টির অধিক গুরুত্বের কারণে এর পূণরাবৃত্তি করেছেন। কারণ মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে এমন যাবতীয় পথ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত বান্দাহর তাওহীদ পরিপূর্ণ হবেনা, সংরক্ষিতও হবেনা। দু'টি অধ্যায়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে. প্রথম অধ্যায়টিতে যেসব কর্মকান্ড দ্বারা শিরক হয় সে সব কর্মকান্ডের পথ বন্ধ করার মাধ্যমে তাওহীদকে রক্ষা করা। আর দ্বিতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে, কথা এবং আচার-আচরনের মাধ্যমে শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করা এবং তাওহীদকে হেফাজত করা।

www.bjilibrary.com

انا محمد عبد اللّه و رسوله ما احب أن ترفعونى فوق منزلتى التى انزلنى اللّه عز و جل -

হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি "মুহাম্মদ", আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রাসূল। আল্লাহ তাআ'লা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর উর্দ্ধে আমাকে স্থান দাও, এটা আমি পছন্দ করি না। (নাসায়ী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘন না করার জন্য মানুষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ।

২। "আপনি আমাদের প্রভূ বা মনিব" বলে সম্বোধন করা হলে জবাবে তার কি বলা উচিৎ, এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ।

৩। লোকেরা রাসূল (সঃ) এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, "শয়তান যেন তোমাদের উপর চড়াও না হয়।" অথচ তারা তাঁর ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধাবন করা।

৪। রাসূল (সঃ) এর বাণী ما احب أن ترفعونى فوق منزلتى অর্থাৎ তোমরা আমাকে আমার স্বীয় মর্যাদার উপরে স্থান দাও, এটা আমি পছন্দ করিনা। একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

অতএব যে সব কথা এমন বাড়াবাড়ি মূলক কাজের দিকে বান্দাহকে ধাবিত করে যা দ্বারা শিরকে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে, তা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। এসব কথা পরিত্যাগ করা ব্যতীত তাওহীদ পরিপূর্ণ হবেনা।

সারকথা হচ্ছে, তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় এর শর্তাবলী পূরণের মাধ্যমে, এর আরকান এবং অন্যান্য যাবতীয় সম্পূরক কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে। সাথে সাথে জাহেরী-বাতেনী কথা, কাজ, ইচ্ছা এবং ধ্যান-ধারণার দিক থেকে তাওহীদের বিপরীত বিষয়গুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বান্দাহর তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়।

www.bjilibrary.com

৬৭তম অধ্যায় ঃ

মানুষ আল্লাহ তাআ'লার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরোপনে অক্ষম

১। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

و ما قدروا اللّه حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيامة - (الزمر : ٦٧)

"তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরোপন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (ঝুমার ঃ ৬৭)

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পন্ডিত রাসূল (সঃ) এর নিকট এসে বললো, 'হে মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে একে আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজীকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।"

এ কথা শুনে রাসূল (সঃ) ইহুদী পন্ডিতের কথার সমর্থনে এমন ভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী- و ما قدروا اللّه حق قدره "তারা আল্লাহ তাআ'লার যথাযথ মর্যাদা নিরোপনে সক্ষম হয়নি। গ্রন্থকার এ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এ বইটির ইতি টেনেছেন। মহান আল্লাহ তাআ'লার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তার মর্যাদা, জালালত এবং তাঁরই মহাশক্তির কাছে গোটা সৃষ্টিকুল মস্তকাবনত, এ বাস্তবতার উপর অনেক প্রমাণাদি এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা তাঁর এসব মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীই হচ্ছে, তিনি যে একক মা'বুদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তিনি একক ভাবে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। চূড়ান্ত কাকুতি, শ্রদ্ধা, তাযীম এবং চূড়ান্ত ভালবাসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদন করতে হবে। একমাত্র তিনিই

www.bjilibrary.com

و ما قدروا اللّه حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيامة - এ আয়াত টুকু পড়লেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়-পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, "আমিই রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।"

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, সমস্ত আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত সৃষ্টি। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত মারফূ' হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত আকাশমন্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সে গুলোকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, "আমি হচ্ছি শাহানশাহ [মহারাজা]। অত্যাচারী আর জালিমরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?" অতঃপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর বলবেন, "আমিই হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?" (মুসলিম)

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ তাআ'লার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষার দানার মত।

৪। হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

ما السموات السبع فى الكرسى الا كدراهم سبعة

হক; আর সবই বাতিল। এটাই তাওহীদের হাকীকত। এটাই তাওহীদের প্রাণ ও জীবনী শক্তি এব উখলাসের গোপন রহস্য।

অতএব মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের অন্তর তাঁরই মা'রেফাত ও মুহাব্বতে ভরপূর করে দেন। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক দেন। তিনি মহান দাতা ও কৃপাশীল।

www.bjilibrary.com

القيت فى ترس -

"কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মত।" তিনি বলেন, 'আবুযর (রাঃ) বলেছেন, 'আমি রাসূল (সঃ)কে এ কথা বলতে শুনেছি,

ما الكرسى فى العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهرى فلاة من الارض -

"আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মত।

৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাচশ' বছরে পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। এমনি ভাবে সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। একই ভাবে কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তাআ'লা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (হাদীসটি ইবনে মাহ্দী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যির্‌র্ হ'তে, এবং যির্‌র্ আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(অনুরূপ হাদীস মাসউদী আসেম হ'তে তিনি আবি ওয়ায়েল হতে, এবং তিনি আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন।)

৬। হযরত আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন,

هل تدرون كم بين السماء و الارض ؟ قلنا : اللّه و رسوله اعلم ، قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ، و من كل

www.bjilibrary.com

سماء الى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، و كثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة و بين السماء السابعة و العرش بحر بين اسفله و اعلاه كما بين السماء و الارض ، و اللّه تعالى فوق ذلك ، و ليس يخفى عليه شيئ من اعمال بنى آدم - (اخرجه ابو داود و غيره)

"তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?" আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, "আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও (পুরু ও মোটা) পাঁচশ' বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআ'লা এর উপরে সমাসীন রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকান্ডই তাঁর অজানা নয়।" (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১। و الارض جميعا قبضته এর তাফসীর

২। এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এতদসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের চর্চা রাসূল (সঃ) এর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তারা এ জ্ঞানকে অস্বীকার ও করতোনা অপব্যাখ্যাও করতোনা।

৩। ইহুদী পন্ডিত ব্যক্তি যখন কেয়ামতের দিনে আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ত কথা বললো, তখন রাসূল (সঃ) তার কথাকে সত্যায়িত করলেন এবং এর সমর্থনে কোরআনের আয়াত ও নাযিল হলো।

৪। ইহুদী পন্ডিত কর্তৃক আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল (সঃ) এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য।

www.bjilibrary.com

৫। আল্লাহ তাআ'লার দু'হস্ত মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ। আকাশ মন্ডলী তাঁর ডান হাতে, আর সমগ্র যমীন তাঁর অপর হাতে নিবদ্ধ থাকবে।

৬। অপর হাতকে বাম হাত বলে নাম করণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৭। কেয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর হুংকারের উল্লেখ।

৮। আকাশের তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

৯। "তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মত" রাসূল (সঃ) এর এ কথার তাৎপর্য।

১০। কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১। কুরসী এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণ আলাদা।

১২। প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩। সপ্তমাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪। কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫। আরশের অবস্থান পানির উপরে।

১৬। আল্লাহ তাআ'লা আরশের উপরে সমাসীন।

১৭। আকাশ ও যমীনের দূরত্বের উল্লেখ।

১৮। প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব (পুরো) পাঁচশ' বছরের পথ।

১৯। আকাশ মন্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার উর্ধ্ব দেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ।

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين ـ

www.bjilibrary.com

القول السديد

تأليف :

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى

ترجمه *باللغة البنغالية* : *ابو الخير محمد عبد الرشيد*

متخرج من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

راجعه : فضيلة الشيخ ابو الكلام محمد يوسف

طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض

تحت اشراف دار العربية للدعوة الاسلامية فى بنغلاديش

يوزع مجانا ولا يباع

www.bjilibrary.com

القول السديد

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى